১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেলবিজয়ী মিশরীয় ঔপন্যাসিক

নগীব মাহফুজ

ভিখারি

অনুবাদ : রাফিক হারিরি

BUC
বুক ক্লাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

al-Shahhadh

(The Beggar)

Naguib Mahfouz

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিখারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিখারি
মূল : নগীব মাহফুজ
অনুবাদ : রাফিক হারিরি

al-Shahhadh by Naguib Mahfouz
Copyright © 1986 by The American University in Cairo Press
বাংলা অনুবাদস্বত্ব © বুক ক্লাব ২০০৯

প্রথম প্রকাশ : চট্টগ্রাম বইমেলা, মার্চ ২০০৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রকাশক:
সাইফুর রহমান চৌধুরী
বুক ক্লাব
৩৮/৪ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০।
E-mail: book.club@live.com

কম্পোজ:
সোহেল কম্পিউটার
৫০১/১ বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭।

মুদ্রক:
চৌকস প্রিন্টার্স
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল,
ঢাকা-১০০০।

পরিবেশক:
সন্দেশ
১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ,
ঢাকা-১০০০।

মূল্য: ১৩৫.০০ টাকা

ISBN-984-70210-0012-8

বাংলা ভাষার **অনুবাদস্বত্ব** বা **সর্বস্বত্ব** প্রকাশক **বুক ক্লাব** কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের উৎসর্গ

বৃক্ষমানব বাপ্পি, মানিমেকার হৃদয়,
মেডিকেল মেন সোহাগ, মটু রনি,
বিচিত্র শ্রাবণ, ফটোগ্রাফার বিটু,
সদা হাস্যোজ্জ্বল জোকার শুভ, বাংকার মাসুদ
নিঃসঙ্গ শাহেদ সহ হৃদয়ের কাছের ও দূরের সকল বন্ধুদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাফিক হারিরির আরো বই :

কৈলাশপুরের হাটে (ছোটগল্প)
মোবাইল দৈত্য (শিশুতোষ ছোটগল্প)
ছোটন ও ভূতগাছ (শিশুতোষ ছোটগল্প)
ক্রেওল (অনুবাদ উপন্যাস) মূল : হোসে এডুয়ার্ডু আগুয়ালুসা
ভিখারি (অনুবাদ উপন্যাস) মূল : নগীব মাহ্‌ফুজ
দ্য পার্ল (অনুবাদ উপন্যাস) মূল : স্টেইনবেক
দ্য কোর্থ কে (অনুবাদ উপন্যাস) মূল : মারিও পুজো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গ ভিখারি ও নগীব মাহফুজ

নগীব মাহফুজ আরবী সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী। মিশরীয় এই আরব ঔপন্যাসিক বিশাল কলেবরে মহাকাব্যিক ঢঙ-এর উপন্যাস লেখার পাশাপাশি ছোটগল্প ও ছোট কলেবরে উপন্যাস লেখায়ও সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

আল শাহ্‌হাজ নগীব মাহফুজের আলোচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি।

আল শাহ্‌হাজ-এর বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় ভিখারি। উপন্যাসটিকে নগীব মাহফুজ একটু ভিন্ন আঙ্গিকে তার অন্যান্য লেখার চেয়ে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। উপন্যাসটিতে বেশ কয়েকটি চরিত্র আসলেও মূল চরিত্র একজন। আর সে হলো ওমর হামযাবি। যে পেশায় একজন আইনজীবী। যৌবনের প্রথমে কবিতা, শিল্প-সাহিত্য আর একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শিক রাষ্ট্রের প্রতি ছিল তার প্রবল আগ্রহ। এক সময় কবিতা লিখতেন। কিন্তু জীবনের কঠিন পেষণে শিল্প সাহিত্যের মতো সৌখিন সেই কাজটা একসময় ধামাচাপা পড়ে যায়। কিন্তু যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততায় ওমর হামযাবির মনের ভেতর যৌবনের সে সৌখিন সৃজনশীল কাব্যিক মনটা আবার বের হয়ে আসার জন্য চাপাচাপি করতে থাকে। ব্যস্ত অফিস, ঘর-সংসার, দীর্ঘ দিনের প্রেমিক, স্ত্রী সব কিছুই তার কাছে অর্থহীন মনে হতে থাকে। এক রকম ব্যাপক নিরানন্দ আর হতাশা তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরতে থাকে। কোনো কিছুর মাঝেই সে আনন্দ খুঁজে পায় না। যাপিত এই জীবনের অর্থ কি সেটাই তার কাছে সবচেয়ে মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে সে তার রুটিনমাফিক জীবন থেকে বের হয়ে আসে। মানসিক অস্থিরতা এক সময় তাকে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় পৌঁছে দেয়। তবে লেখক উপন্যাসে কাহিনীর মূল চরিত্র ওমর হামযাবির ভারসাম্যহীনতাকে প্রাধান্য দেন নি। তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন কবি ওমরের আবার কবিতায় ফিরে আসার আকুলতাকে। যেখানে তার কাছে মনে হয়েছে সৃষ্টিশীলতা আর জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়ানোটাই মূল কাজ। কিন্তু ওমর সে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে ওমরের যে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু হয় সেটাই কাহিনীর নানা বাঁকে নগীব মাহফুজ ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে প্রেম এসেছে, কাম এসেছে, এসেছে দীর্ঘদিনের প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে পাগলামি আর সর্বশেষ অবোধগম্য পরিণতি। তবে সবচেয়ে পাওয়ার বিষয় যেটা তা হলো নগীব মাহফুজের কাহিনী বয়ান। সর্বনামের ব্যবহারে প্রাচীন আরবী রীতিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে বেশ শক্ত কাজটাকে দক্ষতার সাথে সমাপ্ত করেছেন।

তবে সর্বনামের অতি ব্যবহারে কখনো কখনো কাহিনীর গতি পাঠককে থমকে দিতে পারে। পাঠক হয়তো দাঁড়িয়ে যাবেন। ভাববেন আসলে কোথায় যাচ্ছি। আরবীয় সর্বনামের ব্যবহারের রীতি যেমন কর্তা, প্রথম পুরুষ (আমি, আমরা) থেকে হঠাৎ করেই দ্বিতীয় পুরুষ (তুমি, তোমরা) দিয়ে বর্ণনা শুরু করেন। পাঠকের হয়তো তখন মনে হবে আলোচনায় নতুন কোনো চরিত্র উপস্থিত হলো কি না। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে আসলে প্রথম পুরুষ আর দ্বিতীয় পুরুষ একই ব্যক্তি। এটা আরবী কবিতা এবং উপন্যাসের নিজস্ব একটা পদ্ধতি। যেমন ভিখারি উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে মূল চরিত্র ওমরকে বর্ণনা করা হয়েছে দ্বিতীয় পুরুষ (তুমি) সম্বোধন করে। আবার চতুর্থ পরিচ্ছেদে এসে সেই ওমরকেই বর্ণনা করা হচ্ছে তৃতীয় পুরুষ (সে) সম্বোধন করে। এই জাতীয় রীতি শুধু পরিচ্ছেদেই নয় মাঝে মাঝে কাহিনীর ভিতরের প্যারার মধ্যেও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন আরবী কবিতাগুলোতেও এই ধরনের রীতির উপস্থিতি দেখা যায়। শুধু তাই নয় পবিত্র কুরআনেও এরকম ভাষা ব্যবহারের নিদর্শন রয়েছে অনেক।

ভিখারি উপন্যাসের সবচেয়ে জটিল অংশ হলো এর শেষ কয়েকটি পরিচ্ছেদ। যেখানে ওমর হামযাবির ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে যাওয়ার বর্ণনাটা এসেছে একেবারেই নতুন ঢঙে। সেখানে অলীক কল্পনার সাথে বাস্তবের মিশ্রণ, আবার কল্পনার বল্গাহীন ছুটে বেড়ানো, নানা রকমের অদ্ভুত চরিত্র আর চিত্রের সমাহার ঘটিয়ে শেষ পরিচ্ছেদগুলো নগীব মাহফুজ রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মতো তৈরী করেছেন। নগীব মাহফুজ এই উপন্যাসের মাধ্যমে আবারো আরবী সাহিত্যে তার ব্যতিক্রমী আবির্ভাবের বিষয়টি প্রমাণ করেছেন বেশ স্বচ্ছ আর জোরালোভাবে। উপন্যাসটিতে মূলের স্বাদ রাখার জন্য মূল আরবী থেকে অনুবাদ করে এর সর্বনামের ব্যবহার চিত্র-কল্পকাহিনী চিত্রণ সবকিছুই প্রায় একরকম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

নগীব মাহফুজ হলেন আরবী সাহিত্যের একমাত্র কথাশিল্পী যিনি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল পুরস্কার আরবী সাহিত্যে এই প্রথম হলেও নগীব মাহফুজ বহুবার সাহিত্যক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদকে ভূষিত হয়েছেন। শিল্প ও সাহিত্যে চল্লিশ দশকে অবদান রাখার জন্য তিনি সম্মানজনক 'আরবাইনাত' পদক লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি উপন্যাস রাদুবিস রচনার জন্য 'কুত আল কুলুব আর দিমারদাসিয়্যাহ' পুরস্কার লাভ করেন। *খান আল খালিলি* উপন্যাসের জন্য তিনি ১৯৪৬ সালে আরবী ভাষা একাডেমি পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৫৭ সালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এবং তার *কাসর আল শাওক* উপন্যাসের জন্য পদকপ্রাপ্ত হন। ১৯৭০ সালে তিনি মিশরের জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে নগীব মাহফুজ মিশর সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান রাষ্ট্রীয় পুরস্কার *দি কলার অব দ্য রিপাবলিক* অর্জন করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি মিশরের আলমেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে নোবেল প্রাইজ লাভের পর ১৯৮৯ সালে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা থেকে নগীব মাহফুজ শুধু উপন্যাস ও ছোটগল্পকে তার মূল ধারা হিসেবে বেছে নেন। শুরু থেকেই নিজেকে একজন সফল গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। একজন সফল সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য তিনি আরবী সাহিত্যসহ বিশ্ব সাহিত্যের এমন কোনো দিক বাদ রাখেননি যেটা তার পড়ার আওতায় ছিল না। নগীব মাহফুজ উপন্যাস বির্বতনের ধারায় আরবী উপন্যাসের মধ্যে পাশ্চাত্য উপন্যাসের কলাকৌশল ও ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তবে আরবী জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা তাঁর সাহিত্যকর্মে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তিনি *এক হাজার এক আরব্য রজনী* দ্বারা প্রভাবিত হন। আধুনিক আরবী উপন্যাস ও ছোটগল্পের যে সমস্ত লেখক দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন তারা হলেন মাহমুদ তৈমুর, আব্বাস মাহমুদ আল আক্বাদ, তাওফীক আল হাকিম ও ইয়াহ হিয়া হাক্কি।

১৯৬৬ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত নগীব মাহফুজ যে সব নাটক, উপন্যাস ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন মিশরের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি মিশরসহ সমস্ত মুসলিম বিশ্বের উপর হিটলারের নাজী বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা, কর্ণেল নাসির আমলের বিপ্লব, বাদশাহ ফারুকের স্বৈরাচারী শাসনামলের বিভীষিকা, অত্যাচার অবিচার, ইউরোপীয় অপসংস্কৃতির অনুকরণের কুফল বর্ণনাসহ বিচিত্র বিষয় স্থান পেয়েছে। নগীবের এইসব সচিত্র প্রতিবেদনের মধ্যে মিশরবাসী তথা সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জাতি নিজ নিজ জীবন জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পাবেন।

নগীব মাহফুজ আরবী সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের প্রতিভূ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আরবী গদ্য সাহিত্যের নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং ১৯৩৬ সালে এম এ করেন। প্রথম দিকে তিনি পেশাদার লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন। এরপর ১৯৩৯ সালে যোগ দেন আমলাতন্ত্রে। লেখক জীবনের প্রথম দিকে তিনি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বিচিত্র প্রেক্ষাপটে তিনি ক্রমাগত লিখেছেন। সমাজ ও ইতিহাসের প্রতি, মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা আর দায়বদ্ধতা থেকে তিনি লিখেছেন বিরতিহীনভাবে। ২০০১ সালে তার নব্বইতম জন্মদিন পালন উপলক্ষে মিশরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আল আহরাম' পত্রিকা থেকে সাক্ষাৎকার নিতে আসলে তিনি বলেন যেখানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ অন্যায়ভাবে বোমার আঘাতে মারা যাচ্ছে সেখানে পার হয়ে যাওয়া একজন মানুষের জন্মদিন নিয়ে কি করার আছে।

নগীব মাহফুজ রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *আল তারিক* (খোঁজ), *আল লুসুস ওয়াল কিলাব* (চোর ও সারমেয় সমাচার), *হজরত আল মুহ্‌তারাম* (মান্যবরেষু), *আল শাহ্‌হায* (ভিখারি), *আবস আল আকদার* (ভাগ্যের পরিহাস), *রাদুবিস* (ফিরাউনের সময়কার একটি চরিত্র), *খান আল খালিলি* (একটি রাস্তার নাম), *বায়নাল কাসরাইন* (দুই প্রাসাদের মাঝে), *বিদায়া ওয়া নিহায়া* (শুরু এবং শেষ), *জুকাক আল মিদাক* (মিদাক গলি), *আল কাহিরা আল জাদীদ* (নতুন কায়রো), *কাসরোল শাওক* (প্রেমের প্রাসাদ), *আল হুব্বু তাহতাল মাতার* (বৃষ্টির নিচে ভালবাসা) *এবং* গল্প গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– *হামসুল জুনুন* (পাগলের প্রলাপ), *তাহতাল মাজাল্লা* (যাত্রী ছাউনির নিচে), *শাহর আল আসাল* (মধু মিলন), ও *দুনিয়া আল্লাহ* (আল্লাহর দুনিয়া)।

রাফিক হারিরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিখারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

নীল সামিয়ানার নিচে সাদা স্পষ্ট মেঘগুলো সাঁতরে বেড়াচ্ছে আর নিচে সবুজ প্রান্তরে তার বিশাল বিস্তৃত ছায়া পড়ছে। অনেকগুলো গাই গরু খুব মনোযোগ দিয়ে শান্তভাবে সবুজ কচি ঘাস চিবুচ্ছিল। এটা কোন জায়গা তা দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। নিচে খোলা মাঠে এক কিশোর বেশ তাগড়া একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আনমনে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে মুখে খুব রহস্যময় দুর্বোধ্য এক টুকরো হাসি লেগে আছে।

পুরো দৃশ্যটাই একটা বেশ বড় বোর্ডে লাগানো চিত্রকর্মের অংশ।

চিত্রকর্মটির দিকে ওমর বেশ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল। কে এই অবাক করা চিত্রকর্মের শিল্পী। ওমর বসে বসে ভাবছিল। সে যে ঘরে বসে অপেক্ষা করছিল সেখানে সে ছাড়া আর কেউ নেই। গত দশ দিন আগে ডাক্তারের সাথে দেখা করার যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেই সময়টাও হয়ে এসেছে। ডাক্তারের অপেক্ষমাণ ঘরের মাঝে বেশ বড় একটা টেবিল বিছানো ছিল। টেবিলের উপর নানা ধরনের পত্রিকা, ম্যাগাজিন ছড়ানো ছিটানো। একটা পত্রিকার সামনের পাতায় একজন শিশু অপহরণকারী মহিলার ছবি দেওয়া।

ওমর আবার চোখ ফিরিয়ে নিল চিত্রকর্মটির দিকে।

সবুজ প্রান্তর, অনেকগুলো গরু, একজন কিশোর, বিস্তৃত দিগন্ত। চিত্রকর্মটি আসলে খুব সুন্দর তারপরেও কারুকাজময় সোনালী ফ্রেমে বাধানোর কারণে এর বাহ্যিক মূল্যটা আরো বেড়ে গেছে। ওমর খুটেখুটে কিশোর আর শান্ত সুখী গরুগুলিকে দেখছিল। এগুলোই তার কাছে ভালো লাগছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যদিও তার চোখের পাতা ভারী হয়ে যাচ্ছে আর সে বুকের ধুকপুকানি টের পাচ্ছে। ছবিতে বাচ্চাটা দিগন্তের অনেক দূরে তাকিয়ে আছে। সে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যেন মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবীটা তাকে বেষ্টন করে আছে। তুমি যেদিক থেকেই কিশোরটার দিকে তাকাও না কেন মনে হবে সে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে। কি এক বিশাল খাঁচা তাকে ঘিরে আছে।

ওমর ভাবছিল ছবিতে তেজী এই ঘোড়াটা আর শান্ত ও পরিতৃপ্ত চোখের গরুগুলির তাৎপর্য কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের বাইরে সে মৃদু পায়ের শব্দ শুনতে পেল। দরজার সামনে ডাক্তারের একজন সহকারি এসে দাঁড়াল।

'আপনি আমার সাথে আসুন।'

ওমর উঠে দাঁড়াল। ভাবছিল পচিশ বছর পর তার বাল্যকালের স্কুল বন্ধু কি তাকে চিনতে পারবে ?

সে প্রভাবশালী ডাক্তারের অফিসরুমে ঢুকল।

হ্যা ঐতো ডাক্তার হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। হাল্কা পাতলা মাঝারি গড়নের। বেশ দ্যুতিময় চোখ, মাথার চুলগুলো এলোমেলো। স্কুল মাঠে সে যে রকম ছিল সত্যিকার অর্থেই তার চেয়ে এখন অনেক পাল্টে গেছে। তার মুখের কিনারে ভাঁজের চিহ্নটা সুখ আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কথাই বলে দিচ্ছে।

'আরে কি খবর ওমর ! তুমিতো অনেক পাল্টে গেছ। কিন্তু এটা ভালোই হয়েছে।'

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমাকে চিনতে পারবে না।'

তারা বেশ উষ্ণভাবে একে অপরের হাত ধরে ঝাকি দিল।

'তুমি তো বিশাল দানবের মতো হয়ে গেছ। সব সময় তুমি বেশ লম্বা ছিলে। আর এখন ওজন বেড়ে হয়ে গেছ বিশাল আকৃতির।' ডাক্তার ওমরের দিকে মাথাটা তুলে বলল।

ওমর বেশ খুশি হয়ে বলল, 'আসলেই আমি ভাবিনি যে তুমি আমাকে মনে রাখবে।'

'কিন্তু আমি তো কাউকে ভুলে যাইনি। তাহলে তোমাকে কিভাবে ভুলে যাব বন্ধু।'

ডাক্তারের পক্ষ থেকে অভিবাদনটা ছিল সত্যিকার অর্থেই মনে রাখার মতো। হাজার হোক সে এখন সামাজিকভাবে যে অবস্থানে আছে সেখান থেকে দূরের কাউকে মনে রাখার কথা না।

ডাক্তার ওমরকে ভালো করে দেখতে দেখতে বলল, 'তুমি সত্যিকার অর্থেই মুটিয়ে গেছ। তোমাকে এখন জাদরেল ব্যবসায়ী মনে হচ্ছে। সিগারেট ছাড়া আগের সব অভ্যাসই কি ছেড়ে দিয়েছ?'

ডাক্তারের কথায় ওমর হাসল। বেশ লাজুক হাসি। তার চোখের ভ্রূ দুটি বেশ নড়ে চড়ে উঠল।

'ডাক্তার তোমার সাথে আবার দেখা হওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'আমিও তোমাকে পেয়ে খুব খুশি। যদিও আমার দেখা পাওয়াটা খুব আনন্দের বিষয় না।'

ডাক্তার তার নিজের ডেস্কের সামনে চলে গেল। সেখানটা নানা ধরনের বই পুস্তক, কাগজপত্রে ভরা। ডাক্তার ওমরকে বসতে ইশারা করল।

'ঠিক আছে এখন আমরা পুরনো স্মৃতি না কপচিয়ে আগে তোমার স্বাস্থ্যগত অবস্থাটা নিশ্চিত হয়ে নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার কেস হিস্ট্রির খাতাটা খুলে নিয়ে সেখানে লেখা শুরু করল।

'নাম : ওমর আল হামযাবি, পেশা : ওকালতী, বয়স ?'

ডাক্তার ওমরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর নিজেই উত্তর দিল।

'ভয় নেই। আমরা দুজনেই একই অবস্থায় আছি।'

'পয়তাল্লিশ।'

'দেখ স্কুল জীবনে একটা মাস বড় ছোটকে আমরা কি গুরুত্বই না দিতাম। আর এখন কে এসব নিয়ে ভাবে। তোমার পরিবারে কোনো বিশেষ রোগের ইতিহাস আছে কি?'

'নাহ। তবে ষাটের পরে তুমি ব্লাড প্রেসারের বিষয়টা ধরে নিতে পার।'

ডাক্তার তার হাতটা ভাঁজ করতে করতে বলল, 'এবার তোমার রোগের বিষয়ে আমি কি বলি শোনো।'

ওমর মাথার ঘন কালো চুলে হাত বুলালো। খুব গভীরভাবে সেখানে তাকালে ফাঁকে-জোকে দু-একটা সাদা চুল দেখা যায়।

সে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না যে স্বাভাবিকভাবে আমার কোনো রোগ আছে।'

ডাক্তার খুব মনোযোগের সাথে ওমররের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি সাধারণ কোনো উপসর্গের কথা বলছি না।'

'তাহলে'

'আমি একটু অন্য ধরনের কিছু একটা ধারণা করছি।'

'সত্যিই এমন কিছু হয়েছে নাকি?'

'সেরকম ধারণাই করছি।'

'এটা মনে হয় অধিক পরিশ্রমের কারণে হতে পারে।'

'কিন্তু আমারতো তা মনে হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে তুমি ভালো করে পরীক্ষা করে বলো কি অবস্থা। এ ছাড়া অন্য ভাবেতো তুমি আর আমাকে সম্মানিত করতে পারবে না।'

'আসলে আমি নিজেও সব সময় কাজ করতে পছন্দ করি না।'

'তারপর। চালিয়ে যাও।'

'এটা কোনো অবসন্নতা বা ক্লান্তি থেকে নয়। আমি মনে করি প্রচুর কাজ আমি করতে পারি। কিন্তু মূলত আমার সব সময়ই কাজ করতে হবে এমন কোনো ইচ্ছা নেই। এখন আমার অফিসে একজন ল' ইয়ারকে সাহায্য করার জন্য আমি কাজ থেকে বিশ্রাম নিচ্ছি। আমার জমে থাকা কাজগুলো যদিও কয়েক মাসের জন্য ঝুলে যাবে।'

'তুমি কি কোনো বিশ্রামের কথা কখনো চিন্তা করো না?' ওমর কথা বলে যেতে লাগল যেন সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

'বেশ কিছু দিন আগে আমি আমার জীবন নিয়ে, পরিবার নিয়ে আশেপাশের লোকজন নিয়ে বেশ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। পরিস্থিতি আমার কাছে এতই জটিল হয়ে পড়েছিল যে আমি এগুলো নিয়ে একদম চুপ ছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সমস্যাটি কি চলে গেছে না.. ..?'

'সমস্যাটি আসলেই খুব জটিল ছিল। আমি কোনো কিছু ভাবতে চাইতাম না, চিন্তা করতে পারতাম না, চলাফেরা করতে ইচ্ছা হতো না, কোনো কিছু অনুভব করতে ইচ্ছা করত না। সব কিছুই আমার কাছে কেমন ছাড়া-ছাড়া খণ্ড-খণ্ড আর অহেতুক মনে হত। আমি এখানে আসলাম যে আসলেই কোনো শারীরিক সমস্যা হয়েছে কিনা সেটা দেখতে।'

তার কথা শুনে ডাক্তার হেসে বলল, 'এটা কতই না ভালো হতো যদি আমরা খাওয়ার পরে কিংবা ঘুমানোর আগে দানার মতো একটা টেবলেট খেয়ে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারতাম।'

ডাক্তার আর ওমর একসাথে পরীক্ষানিরীক্ষার কক্ষে ঢুকল।

ওমর জামাকাপড় খুলে পরীক্ষা করার ছোট্ট খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ল। ডাক্তার পরীক্ষা করার স্বাভাবিক কাজগুলো করছিল। ডাক্তার ওমরের প্রসারিত জিহ্বা দেখল। চোখের ভ্রূ হাত দিয়ে খুলে চোখের মণি পরীক্ষা করল, তার রক্তচাপ মাপ নিল, দক্ষ মার্জিত আঙ্গুল দিয়ে ডাক্তার ওমরের পিঠ, বুক, পেটে চাপ দিয়ে কিছু একটা পরীক্ষা করল। তারপর স্টেথিস্কোপ দিয়ে ওমরের শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা করল। ওমর বেশ লম্বা করে শ্বাস নিয়ে 'আহ!' শব্দ করে শ্বাস ফেলল। এভাবে বেশ কয়েকবার শ্বাস নিল। সে ডাক্তারের চোখের দিকে খুব আড়চোখে তাকিয়ে ডাক্তারের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারল না।

পরীক্ষানিরীক্ষা শেষ হলে ডাক্তার তার অফিস রুমে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর ওমর ডাক্তারের কক্ষে ঢুকল। ডাক্তার তখন বসে ওমরের প্রস্রাব পরীক্ষার রেজাল্ট কি হয়েছে সেটা দেখছিল। ওমরকে দেখে ডাক্তার তার হাত দুটো ঘষতে ঘষতে বেশ ছড়ানো একটা হাসি দিয়ে বলল, 'আমার প্রিয় আইনজ্ঞ বন্ধু তোমার আসলে কিছুই হয়নি।'

ওমর তার নাকটা ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে প্রশস্ত চেহারায় বলল, 'কিছুই হয়নি?'

'কিছুই না।' ডাক্তার নিশ্চয়তা দিল। কিন্তু আবার বেশ সতর্কতার সাথে বলল, 'তবে আমি মনে করি সমস্যাটা আসলে আরো বেশি জটিল।' তারপর সে গলা উঁচিয়ে হাসতে লাগল। 'এটা যদিও এমন কোনো সমস্যা না যেটার কারণে তোমাকে দ্বিগুণ ফিস দিতে হবে।'

ওমর বেশ আশাবাদী হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'তো ঠিক আছে। যদিও এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু...?'

ওমর বেশ অস্থিরভাবে বলল, 'তাহলে কি কোনো মনোচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে যেতে হবে নাকি?'

'না কোনো মনোচিকিৎসক কিংবা কারো কাছেই যাওয়ার প্রয়োজন নেই।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যা। তবে তোমাকে বুর্জোয়া রোগে ধরেছে। ধনী মানুষের রোগ। আমাদের সংবাদ-পত্রগুলো এই নামটাই বেশি ব্যবহার করে। তুমি আসলে অসুস্থ নও।' ডাক্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে আস্তে বলতে লাগল। কিন্তু আমি তোমার মাঝে রোগের চেয়েও আরো বেশি কিছু প্রকট আকারে দেখেছি। এই ধরনের অবসন্নতা তুমি কতদিন ধরে অনুভব করছ?'

'দুই মাস বা তার চেয়ে একটু বেশী হবে। তবে গত মাসটা নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় গেছে।'

'ঠিক আছে তোমাকে আমি যেমন দেখলাম সে অনুযায়ী বলছি। তুমি একজন সুখী, সমৃদ্ধিশীল ধনী লোক। তুমি সত্যিকার অর্থেই ভুলে গেছ কিভাবে হাঁটতে হয়। তুমি সবচেয়ে ভালো খাবার খাও, দামি পানীয় পান করো, আর প্রচণ্ড কাজের চাপে নিজেকে ডুবিয়ে রাখো। তোমার মস্তিষ্ক সব সময় মানুষের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকে। কারণ তুমি একজন আইনবিদ। তোমার কাজের ভবিষ্যৎ আর অর্থনীতির দুশ্চিন্তা দুটোই তোমাকে ব্যস্ত রাখছে।'

ওমর হাল্কা মৃদু হেসে বলল, 'হ্যা তুমি বাস্তব চিত্রটাই এঁকেছ। কিন্তু আমিতো এখন সব কিছু থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।'

'হ্যা সব ঠিক আছে। এখন কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু শত্রু তোমার আশেপাশে এখনো অপেক্ষা করছে।'

'ইসরায়েলের মতো?'

'তুমি যদি এখন থেকেই সতর্ক না হও তাহলে ভয়ংকর কোনো বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

'তাহলে আমরা এখন ঠিক সময়টাতেই আছি কি বলো।'

'পরিমিত খাও, নানা ধরনের পানীয় পান করা কমিয়ে দাও, বেশি বেশি হাঁটা-চলা করো। তাহলে বিপদ অনেক কেটে যাবে।'

ওমর চুপ করে কথা শুনছিল, অপেক্ষা করছিল ডাক্তার আর কিছু বলে কি না। কিন্তু ডাক্তার কিছুই বলল না। তখন ওমর বলল, 'তুমি কি আমার জন্য কোনো ঔষধপত্রর দিয়েছ?'

'না। তুমি তো গেয়ো কোনো রোগী নও যে তোমাকে ঔষধ লিখে না দিলে তুমি আমার ডাক্তারিকে পাত্তাই দিবে না। এমন ঔষধ যেটা তোমার কোনো উপকারেও আসবে না, আবার ক্ষতিও করবে না। তুমি বরং আমার কথা শোনো। ঔষধ তোমার হাতেই আছে। তুমি নিজেই এর ঔষধ।'

'আমি আবারো নিজেই নিজের পথ্য হতে যাচ্ছি?'

'সেটাই ভালো। ... ... দেখো আমার শত কাজ সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস, হাসপাতাল, ক্লিনিক এই সব কিছু করেও আমি প্রতিদিন কমপক্ষে আধঘণ্টা হাঁটাচলা করি। আর আমার খাবারের দিকে সব সময় নজর রাখছি।'

'আমিতো কখনো সামনের বছরগুলো নিয়ে ভাবিনি।'

'বুড়ো কালটাই একটা রোগ। তুমি শত চেষ্টা করেও একে ঠেকাতে পারবে না। তুমি কি জানো ষাটের উর্ধ্বে অনেক যুবক আছে। তুমি আসল কথা হলো জীবনকে উপলব্ধি করা। জীবনটাকে বুঝতে চেষ্টা করা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুধুই জীবনকে বুঝতে চেষ্টা করা?'

'আমি অবশ্যই কোনো দার্শনিকের মতো কথা বলছি না যেটা বুঝতে তোমার কষ্ট হবে।'

'কিন্তু তোমার চিকিৎসাটাতো একধরনের দার্শনিক চিকিৎসার মতোই হয়ে গেল। তোমাকে যদি কেউ জীবনের অর্থের কথা জিজ্ঞেস করে তাহলে তার উত্তর দেয়াটা তোমার জন্য কি কঠিন হবে না?'

এই কথায় ডাক্তার বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল।

'আমার কি অত সময় আছে। প্রতি ঘণ্টায় যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে লোকজন আমার কাছে আসে আমি তার সমাধান করতে করতেই শেষ। সেখানে এই প্রশ্নের কোনো প্রয়োজনই নেই।' ডাক্তার তারপর বেশ আন্তরিকভাবে বন্ধুসুলভ পরামর্শ দিল। 'তুমি একটু বিশ্রাম নাও।'

'আমার বিশ্রাম আসলেই খুব দুরূহ। কেননা গ্রীষ্মের এই সপ্তাহগুলো খুব লম্বা কাজের ভেতর থাকবে।'

'আমি সত্যিকার অর্থের কোনো বিশ্রামের কথা বলছিলাম। তোমার জীবনাভ্যাস পাল্টে ফেল। নতুন কিছু চর্চা করো। দেখবে তখন নতুন কিছু পেয়ে গেছ।'

'আসলেই কি এমন হবে।'

'আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। হতে পারে এটা তোমার জন্য অদৃশ্য থেকে কোনো নির্দেশনা। তোমার এই মুহূর্তে আরো চল্লিশ পাউন্ড ওজন কমানো দরকার। তবে তাড়াহুড়া করে নয়। আস্তে আস্তে।'

ওমর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু ডাক্তার তাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিল।

'দাঁড়াও। তুমি ছিলে আজকের সর্বশেষ রোগী। এখন আর কোনো কাজ নেই। চলো কিছুক্ষণের জন্য আড্ডা দেই।'

ওমর হাসতে হাসতে আবার বসে পড়ল।

'ডা: সাবরি তুমি কি চাচ্ছ আমি বুঝতে পারছি। তুমি চাচ্ছ ভাঁজ পড়ে যাওয়া পচিশ বছর আগের দিনগুলোকে আবার সাজাতে আর হৃদয় খুলে হাসতে।'

'আহ! কি দিনগুলোই না ছিল তখন।'

'ডাক্তার আসলে 'এখন' এই সময়টা ছাড়া অতীত হয়ে যাওয়া সবগুলো সময়েরই একটা বাড়তি আবেদন সব সময় থাকে। সেই সময়গুলোই আসলেই অনেক সুন্দর।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। স্মৃতি এক জিনিস আর অভিজ্ঞতা অন্য জিনিস।'

'সুতরাং এই সব কিছুই অতীত হয়ে গেছে। আর অর্থহীনভাবে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।'

'আমরা জীবনকে ভালবাসব। এটাই হলো আসল অর্থ।'

'গত দিনগুলোতে জীবন আমার কাছে বড় বেশি অসহনীয় আর বিরক্তিকর মনে হয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর এখন তুমি তোমার হারিয়ে যাওয়া ভালবাসাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। আচ্ছা বন্ধু তোমার কি ছাত্রজীবনের রাজনীতি, মিছিল সমাবেশ আর স্বপ্নরাষ্ট্র নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার দিনগুলোর কথা কি মনে পড়ে?'

'অবশ্যই। কিন্তু সেই দিনগুলোতো অতীত হয়ে গেছে। আর এখন সেগুলো শুধু শোনাই যাবে ।'

'হ্যা সেই সময় কত বড় স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছি একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা।'

'হ্যা.. .. .. ।'

ডাক্তার হাসল।

'ওমর তুমি আসলে অনেকগুলো চেহারার একজন মানুষ। একজন খাঁটি সমাজতান্ত্রিক, জাদরেল উকিল, তবে তোমার যে চেহারাটা আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে তা হলো ওমর একজন কবি।'

এই কথা শুনে ওমর একটু হেসে নিজেকে যেন গোপন করতে চাইল।

'ঐটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঘটেছিল।'

'তুমি কি কবিতা ছেড়ে দিয়েছ?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু আমার যত দূর মনে পড়ছে তুমি একটা কবিতার বই বের করেছিলে।'

ওমর তার চোখ দুটো নামিয়ে ফেলল। ফলে ডাক্তার তার মানসিক চাপ আর যন্ত্রণার কথা ধরতে পারল না।

'ঐটা ছিল এক ধরনের ছেলেখেলা।' ওমর বলল।

'আমার কিছু ডাক্তার বন্ধু কবিতা রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য ঔষধ দিয়ে থাকে।'

বাজে পঁচা এক আবহাওয়ার মতো স্মৃতির এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা ওমরকে বিরক্ত করছিল। সে মনে প্রাণে চাইছিল ডাক্তার যেন প্রসঙ্গটা পাল্টায়।

'আমাদের এক বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। তার নাম ছিল মোস্তফা মিনাবি। কিন্তু তোমার কি মনে আছে আমরা তাকে কি নামে ডাকতাম?'

'ছোট টাক্কু। আমরা আসলেই খুব ভালো বন্ধু ছিলাম। সে এখন খুব নামকরা একজন সাংবাদিক। রেডিও টেলিভিশনের জন্য দুই হাতে লিখে যাচ্ছে।'

'আমার স্ত্রী তার ভীষণ ভক্ত। সেও তোমার মতো সমাজতান্ত্রিক ছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতবদ্ধ কর্মী ছিল নিঃসন্দেহে ওসমান খলিল।'

ওমরের চেহারাটা যেন বেদনাদায়ক স্মৃতির মেঘে মুহূর্তেই ঢেকে গেল। সে বিড়-বিড় করে বলল, 'ওসমান এখন কারাগারে।'

'হ্যা সে দীর্ঘ দিন কারাগারে ছিল। সে কি তোমার ল বিভাগের সহপাঠী ছিল না?'

'আমরা এক সাথেই গ্রাজুয়েশন করেছিলাম। মোস্তফা, ওসমান আর আমি। অতীতকে আমার ভালো লাগে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার তার কথার সমাপ্তিতে বলল, 'সুতরাং আজ থেকে ভবিষ্যৎকে ভালবাসতে থাকো। এখন থেকে তুমিই তোমার চিকিৎসক।'

বিশ্রাম ঘরে ওমর আবার ছবিটার দিকে চোখ তুলে তাকাল। কিশোরটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। আর সে এক পলকে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। এই বিস্তৃত দিগন্তই কি কিশোরটির দুর্বোধ্য রহস্যময় হাসির কারণ। দিগন্তটা অনেক দূরে পৃথিবীর সাথে মিশে গেছে। কেন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তারকারশ্মিগুলো আকাশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক প্রশ্নই আছে কোনো ডাক্তারই তার উত্তর দিতে পারবে না।

বিশাল অট্টালিকার বাইরে সোলায়মান বাদশা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা তার কালো কেডিলাক গাড়িটিতে চড়ে বসল। আর গাড়িটা নীল নদের জাহাজ যেভাবে ভেসে চলে সেভাবে তাকে নিয়ে বের হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই.

তারা একে অপরে সম্ভাষণ জানানোর আগে অনেকগুলো মুখ তার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে বেশ আশান্বিত হয়ে কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু একধরনের যন্ত্রণা বিরক্তি আর কষ্ট তার মনটাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। তাদের পাশেই জানালা দিয়ে দেখা যায় নীল নদ প্রবাহিত হচ্ছে। সে তার স্ত্রীর জামার সাদা কলারের উপর বের হয়ে আসা গলার দিকে তাকাল। তার পর তাকাল মাংসল মুখের দিকে। তার স্ত্রী বিশ্বাস আর স্বস্তির পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। স্ত্রীর সবুজ চোখ দুটি আশেপাশের মাংসের চাপে প্রায় বুজে আসছিল। কিন্তু তার হাসিটা সত্যিকার অর্থেই ছিল খুব নিষ্পাপ উদ্বেগ আর ভালবাসায় পূর্ণ।

স্ত্রী বলল, 'আমার অন্তর বলছে সব কিছু ঠিক আছে।'

মোস্তফা মিনাবি বেশ কেতাদুরস্ত স্যুট পরে তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। মোস্তফা তার মলিন চেহারা নিষ্প্রভ চোখ নিয়ে ওমরের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'তোমার স্কুল জীবনের বন্ধুর বিষয়ে আমাদের কিছু বলো। সে কি বলেছে? সে কি তোমাকে চিনতে পেরেছে?'

ওমরের মেয়ে বাছিনা একটা ব্রোঞ্জ মূর্তির কাঁধে তার কনুইটা রেখে দাঁড়িয়েছিল। মূর্তিটা ছিল একটা মেয়ে মানুষের। যে অভ্যাগতদের অভিবাদন জানানোর জন্য দুহাত বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাছিনার সবুজ চোখ দুটি বেশ জিজ্ঞাসু চোখে বাবাকে দেখছিল। তার শারীরিক গঠন তার মা যখন চৌদ্দ বছরের ছিল সে সময়কার মতো বেশ আর্কষণীয় আর সুন্দর। কিন্তু দিনকে দিন সে বেশ বেঢপ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মেদ বৃদ্ধিতে তার কোনো আপত্তি নেই। তার চোখ দিয়ে সে বাবার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে কোনো কিছু না বলেই যেন সে বাবার সাথে অনেক কিছু বলছিল। তার ছোট বোন জামিলা দুটো চেয়ারে বসে তার টেডি বিয়ারটাকে নিয়ে খেলাধুলা করছিল। বাবা এসেছে এদিকে তার খেয়ালই নেই।

তারা সবাই বসার পর ওমর খুব শান্তভাবে বলল, 'কিছুই হয়নি।'

জয়নাব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেশ জোরেসোরেই বলল, 'আল্লাহর প্রশংসা করি। তাকে অনেক ধন্যবাদ। কতদিন তোমাকে বলেছি যে তোমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রীর মন্তব্য তাকে আরো বিরক্ত করে তুলছিল। ওমর তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মোস্তফার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সব দায়দায়িত্ব তার।'

তারপর সে ডাক্তার কি কি বলেছে তার একটা সারমর্ম বর্ণনা করে আবারো স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর জন্য দায়ী সে।'

মোস্তফা বেশ উল্লাসের সাথেই বলল, 'এটাতো মনে হচ্ছে এক ধরনের খেল্য চিকিৎসা। তবে খাবার আর পানীয়.. .. ধ্বংস হোক এই দুটো।'

কেউ যখন বিপদের শিকার হলোই না তখন বিপদকে শুধু শুধু অভিশাপ দিয়ে লাভ কি। আর অন্ধকার অস্পষ্ট পথের যাত্রীর সাথে ভবিষ্যৎ কিই বা করতে পারে। যে কিনা ভালবাসা আর অতৃপ্তির মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে আছে। যে কিনা একটা পরিষ্কার রাস্তা থাকার পরেও স্পষ্ট করেও কিছু বলতে পারে না আসলে সে কি করবে।

ওমর মোস্তফার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডাক্তার হামিদ আমাদের ছোট টেকোর কথা জিজ্ঞেস করেছিল।' তারপর সে একচোট দম ফাটানো হাসি হেসে একটু জিরিয়ে নিয়ে বলল, 'ছোট্ট টেকোকে ধন্যবাদ যে সে ডাক্তার বন্ধুর প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছে।'

মোস্তফা বেশ প্রশস্ত হাসি হাসল। তার উজ্জ্বল দাঁতগুলো এতে বের হয়ে পড়ল। সে বলল, 'টিভি এবং রেডিওকে ধন্যবাদ।'

ওমর তার অপর বন্ধুর কারাগারে থাকার খবরটাও বলল। ওমরও কোনো একদিন বিপদের মধ্যে ছিল। কিন্তু তার বন্ধু কখনো নতি স্বীকার করেনি। অনেক অত্যাচার অনেক যন্ত্রণার পরেও সে স্বীকারোক্তি দেয়নি। এখন সে এমন এক অন্ধকারে তলিয়ে গেছে যেটাতে সে আগে কখনো ছিল না। আর আজ তুমি ওমর ! ক্রমশ অতি ঐশ্বর্য দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছ। তোমার স্ত্রী রান্না ঘর আর ব্যাংকের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করো তোমাদের নিচে বয়ে যাওয়া এই নীল নদ এখনো কেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে না।

'বাবা আমরা কি কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি?'

'আমরা খুব শিগ্‌গির অনেক মজা করতে যাব। তোমাকে একদিন যেভাবে সাঁতার শিখিয়েছিলাম সেভাবে তোমার ছোট বোনকেও সাঁতার শেখাব।'

'এমনকি বাতাসভর্তি পিপাও থাকবে .. ।' মেয়ে বলল।

'তোমার মা-ই সেরকম একটা পিপা। আর ঐ দিগন্ত আহ! মনে হয় একটা বেষ্টনী। বেষ্টনীর ঐ পারেই মনে হয় সুখ অপেক্ষা করছে। এক ধরনের অস্বস্তিকর কষ্ট ছাড়া মনে হয় আর কিছুই বাকি নেই। '

মোস্তফা বলল, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার স্ত্রী রাসেল বারের সমুদ্র সৈকতটা পছন্দ করে। কিন্তু আমার মতো একজনের পক্ষে সেখানে কোনোভাবেই অবসর কাটাতে যাওয়া সম্ভব না।'

ওমরের ছোট মেয়ে জামিলা তার টেডি বিয়ার থেকে মাথা তুলে বলল, 'বাবা আমরা কবে যাব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোস্তফা ওমরের ভালবাসা প্রেম, বিয়ের একজন চাক্ষুষ সাক্ষী আর স্মৃতি কবচ। সে সব কিছুরই প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। প্রতিদিনই সে ওমর আর তার পরিবারের জন্য বন্ধুত্বকে মজবুত থেকে আরো মজবুত প্রমাণ করে চলেছে।

'ডাক্তার আমাকে আমার কাব্য যৌবনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।' ওমর বলল।

মোস্তফা ওমরের কথা শুনে হাসল। সে বলল, 'মনে হচ্ছে সে আমার সাম্প্রতিক নাটকগুলোর বিষয়ে কিছুই জানে না।'

'আমি ডাক্তারকে তোমার শিল্পসাহিত্যবিষয়ক দক্ষতার কথা বলেছি।'

'বিখ্যাত এই চিকিৎসক যদি আর্টকে বিশ্বাস করে তাহলে সেটা আমার জন্য হবে অবাক করা বিষয়।'

'তার স্ত্রী তোমাকে পছন্দ করে। তুমি কি এতেও সন্তুষ্ট হচ্ছ না?'

'সে তো বাদাম আর ভুট্টার খইও পছন্দ করে।'

জয়নাব দরজা দিয়ে আসাযাওয়া ঘরের চাকরবাকরগুলোর প্রতি নজর দিচ্ছিল। তারপর সে বলল, 'রাতের খাবার খেতে চলো।'

ওমর ঘোষণা দিল সে মোরগের এক স্লাইস মাংস, একটু ফল আর এক গ্লাস হুইস্কি ছাড়া আর কিছুই খাবে না। তখন মোস্তফা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে মাছের ডিমের কি হবে। সেগুলো কি আমি একাই সাবার করব নাকি?'

তারপর সে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সকালের নাস্তার একটা বর্ণনা দিতে শুরু করল। সে যখন সাইপ্রাসে গিয়েছিল তখন একটা পত্রিকায় মোস্তফা এই খবরটা পড়েছিল।

ওমর যদিও প্রথম খাবারের সময় একটু অস্বস্তি দেখাচ্ছিল কিন্তু খাবার শুরু করার পর সে বিনা বিচারে টপাটপ খেয়ে যেতে লাগল। এমনকি জয়নাবও তাকে বাধা দিয়ে কিছু করতে পারল না যখন ওমর একাই এক বোতল বিয়ার সাবার করে দিল। তবে বাছিনা মার চোখেচোখে বেশ রাখঢাক করেই খাচ্ছিল।

মোস্তফা বলল, 'খাবার মানুষের চরিত্রটাকে বেশ ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে।'

রাতের খাবার শেষ করার পর সবাই আধঘন্টার জন্য একসাথে ছিল। ওমরের ছোট মেয়ে শুয়ে পড়েছে। জয়নাব আর বাছিনা গেছে পাশের বাড়িতে তার বান্ধবীর সাথে দেখা করতে। ওমর আর মোস্তফা একাকি ব্যালকনিতে বসে রইল। এক বোতল হুইস্কি, গ্লাসভর্তি বরফের টুকরো তাদের মাঝে একটা টেবিলের উপর সাজানো ছিল। গাছের একটা পাতাও নড়ছিল না। উঁচুতে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে নীল নদ উঁকি দিচ্ছিল আর জীবন আনন্দ উৎসব এই সবের অর্থ কি তার বর্ণনা দিচ্ছিল।

মোস্তফা একাই পান করছিল। সে বলল, 'এক হাতে কখনোই তালি বাজে না।'

ওমর একটা সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, 'আবহাওয়াটা খুবই বিরক্তিকর। কোনো কিছুই আমাকে আনন্দ দিচ্ছে না।'

মোস্তফা হাসল। 'আমার মনে পড়ছে তুমি একবারই আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলে।'

ওমর তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলল, 'আমি ভয় পাচ্ছি কাজ নিয়ে আমার এই মানসিক অবস্থাটা আবারো হবে আর এটা চলতেই থাকবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি যদি ব্যায়াম আর খাবারের বিষয়ে সত্যিকার অর্থেই সচেতন হও আমার মনে হয় এই হতাশা তোমাকে আর গ্রাস করবে না।'

'আমি আর এক গ্লাস হুইস্কি নিব।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে ইস্কান্দারিয়ায় আরো বেশি অটল থাকতে হবে।'

'তুমি কি বলেছিলে যে আমি একদিন তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম। হ্যা সেদিন তুমি তোমার অন্যান্য শিল্পী বন্ধুদের মতোই মিথ্যাবাদী ছিলে।'

'শিল্পের প্রতি আমার যে অঙ্গীকার ছিল তুমি তার সাথে খুবই বাজে আচরণ করেছিলে সেদিন।'

'আমি সেদিন খুব মানসিক দৈন্যের মাঝে ছিলাম। নিজেই নিজের সাথে যুদ্ধ করছিলাম।'

'হ্যাঁ এটা ঠিক। তুমি সেদিন নিজেই নিজের গোপন কোনো বেদনার সাথে ঝগড়া করছিলে। আর সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমার উৎসুক দৃষ্টি তোমাকে আরো বিরক্ত করছিল।'

ওমর বলল, 'কিন্তু দেখো বন্ধু আমি কিন্তু তোমাকে কখনোই ঘৃণা করিনি। আমি তোমাকে কষ্টদায়ক হলেও আমার বন্ধুই মনে করেছি।'

মোস্তফা বলল, 'হ্যা আমিও তোমার বিরক্তি আর ক্রোধকে সমীহের চোখে দেখেছি। শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি তোমার অনীহার সময় আমি চুপ থেকেছি।'

মোস্তফা এই কথা বলে হাসতে লাগল। তারপর বলল, 'আমি যখন শিল্পকে ছেড়ে দেব তখন তোমাকে নিশ্চয়তা দিব। ভয় নেই। দেখ আমি এখন টিভি রেডিও আর মিডিয়ার মাধ্যমে কি করছি, শুধু মিষ্টি তরমুজ আর পপকর্ণ বিক্রি করছি। আর তুমি আল আজহারের প্রাঙ্গণে সমানে ওকালতি ব্যবসা করে যাচ্ছ।'

কিন্তু ওমরের মাথার ভেতর তখন পুরাতন স্মৃতি তপ্ত বাতাস, ধুলাবালির মতো বার বার ছড়িয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যাচ্ছিল।

একটা কিশোর, হাসিখুশি, বসে আছে একটা তাগড়া জোয়ান ঘোড়ার পিঠে।

'সে বিরক্ত হয়েছিল, সে হতাশ হয়েছে, তাকে বিষণ্ন করা হয়েছে, তারা সবাই বিরক্ত হয়েছে। আহ! সবাই অস্থির আর বিরক্ত।'

মোস্তফা বলল, 'এখন একমাত্র ঔষুধ খাবারের নিয়ন্ত্রণ আর হাঁটা চলা, খেলাধুলা।'

ওমর বলল, 'তুমি একটা জোকার।'

'আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে আনন্দ ফুর্তি করা। অনেক অনেক ফুর্তি আর আনন্দ। তবে একটা কথা কি অনেক আগে শিল্পকলার একটা দাম ছিল, কিন্তু বিজ্ঞান তার গুরুত্বকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে।'

'আমি কিন্তু শিল্পকলাকে বিজ্ঞান দিয়ে প্রভাবিত না হয়েই ছেড়ে দিয়েছি।'

'আচ্ছা তুমি কেন শিল্প আর সৃজনশীলতাকে ত্যাগ করেছিলে?' মোস্তফা বলল।

সেও মনে হয় গ্রীষ্মের উত্তাপের মতো ভালো চালবাজ। আজকের রাতটার কোনো বৈশিষ্ট্যই ছিল না। রাস্তায় চিৎকার আর মানুষের হাঁটাচলা কমে আসছিল। মোস্তফা বেশ চালবাজি করে প্রশ্নটা করেছে। সে ভালো করেই এর উত্তরটা জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওমর বলল, 'তুমিই বলো এর কারণটা কি?'

মোস্তফা বলল, 'তুমি বলেছিলে তুমি বেশ শান্তি আর সফলতার সাথে জীবন কাটাতে চেয়েছিলে।'

'তাহলে তুমি কেন আমাকে আবার সেই প্রশ্ন করছ?'

অনেক পুরাতন কোনো অসুখ থেকে এক ধরনের নতজানু হওয়ার প্রতিক্রিয়া তার দুই চোখের পাতায় ফুটে উঠল।

মোস্তফা বলল, 'তুমি কিন্তু শুধু বিজ্ঞানের কারণেই শিল্পকে ত্যাগ করোনি।'

'ঠিক আছে তুমি আমার জানার বিষয়টাকে বৃদ্ধি করে দাও।'

'তুমি আসলে বিজ্ঞানের সমতালে শিল্প তৈরী করতে সক্ষম হওনি।'

মোস্তফা গ্লাসে হুইস্কির কারণে বেশ প্রফুল্ল বোধ করে হাসতে হাসতে আবার বলল, 'পালিয়ে যাওয়া আসলে ব্যর্থতারই শামিল। কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করো বিজ্ঞান শিল্পকলার সব কিছুই দখল করেছে। বিজ্ঞানের মাঝে তুমি কবিতার স্বাদ পাবে, ধর্মের নাড়াচাড়া পাবে, দর্শনের সম্ভাবনা খুঁজে পাবে। আমাকে বিশ্বাস করো শিল্পের জন্য শুধু বিনোদন ছাড়া আর কিছুই নেই। এমন একদিন আসবে যখন এটা শুধু মাত্র মধুচন্দ্রিমায় পরিধানের জন্য একরকম অলংকারে পরিণত হবে।'

'এটা শুনতে কতই না ভালো লাগছে। শিল্পের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেয়া আর বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করা।' ওমর বলল।

মোস্তফা বলল, 'তুমি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়ো, পদার্থ বিজ্ঞানের বই পড়ো আর এইগুলোর সাথে তোমার ইচ্ছা মতো নাটক নভেল কবিতার বই পড়ে দেখ। তারপর যেই বিষয়টা তোমাকে পীড়াপীড়ি করছে সেটাকে খুব মনোযোগ দিয়ে গভীর অনুভূতি দিয়ে খুঁজে বের করে দেখ।'

'এটা তো আমি যখন কোনো আইনি বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করি তার মতোই মনে হচ্ছে।'

'এটা শুধুমাত্র একজন শিল্পীর অনুভূতি ছাড়া আর কিছু না।'

ওমর একটা হাই তুলে বলল, 'ধ্যাৎ সব কিছুই ফালতু। আমি বাতাসে খারাপ কিছুর গন্ধ পাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি একটা বড় অট্টালিকা ভেঙে পড়তে যাচ্ছে।'

মোস্তফা আরেক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে বলল, 'আমরা সেই অট্টালিকা ভাঙতে দেব না।'

ওমর মোস্তফার কাছে ঝুঁকে এসে বলল, 'আমার বিষয়ে তোমার ধারণা কি?'

'অধিক পরিশ্রমে অবসন্নতা, একঘেয়েমি, আর সময়। এগুলোই তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে।'

'তাহলে খাবারে নিয়ন্ত্রণ আর ব্যায়াম খেলাধুলাই কি আমার জন্য যথেষ্ট।'

'এই কাজগুলিই এখন তোমার জন্য যথেষ্ট।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন.

এখন থেকে তুমি নিজেই ডাক্তার। তুমি স্বাধীন। আর মুক্ত থেকে যে কাজ করা হয় সেটা সৃষ্টিশীল কাজ বলে মনে করা হয়। এমনকি সেটা যদি শরীরের মেদ কমানোর কাজও হয়ে থাকে। আমরা যদি বলি মানুষকে শুধুমাত্র গোগ্রাসে খাওয়া আর উদরমুক্তির জন্য তৈরী করা হয়নি বরং আত্মার মুক্তির জন্য তৈরী করা হয়েছে তাহলে তুমি দেখতে আগস্টের মেঘগুলি কেমন চকচকে হয়ে পড়ত আর ঝড়ো বাতাসগুলি কেমন সুর করে গেয়ে উঠত।

কিন্তু এখন এই মানুষের ভিড় আর ঘামের গন্ধের মাঝে ব্যায়াম করাটা তোমার জন্য খুব কষ্টকর একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার পাগুলো এমনভাবে চলছিল যে মনে হচ্ছিল তুমি এই প্রথমবারের মতো কিভাবে হাঁটতে হয় সেটা শিখছ। চোখদুটি দানবের চোখের মতো যেন বড় হয়ে বের হয়ে আসছিল। ক্লান্ত হয়ে সে পাশেই একটা বেঞ্চে বসে পড়ল। পচিশ বছরের অন্ধত্ব নিয়ে যেন তুমি মানুষগুলিকে দেখছিলে।

এভাবেই হয়তো নদীর তীর আদম আর হাওয়ার সৃষ্টি দৃশ্য দেখেছিল। অথচ তাদের কেউই জানত না কে স্বর্গ থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে আসছে। কায়রোর ছোট্ট এক কর্মচারীর ছেলে কোনো অভিযোগ ছাড়াই দীর্ঘ একটা যৌবন হেঁটে পার করে ফেলেছে অথচ তার পরবর্তী প্রজন্ম একটু হাঁটতে গিয়ে মাটির সাথে যুদ্ধ করছে আর মানসিক অবসাদে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। অতীত খুব শীঘ্রই খাঁচার ভেতর থেকে বের হয়ে আসবে আর অনেক বেশি যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

'ওসমান তুমি আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছ কেন?' ওমর বলল।

'তুমি কি ফুটবল খেলতে চাও না?' ওসমান বলল।

'আমি খেলাধুলা পছন্দ করি না।'

'কবিতা ছাড়া কি আর কিছুই না?'

'তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে বের হওয়ার উপায় নেই। আর তোমার সাথে তর্ক করেই কি লাভ। তুমি তো জানো কবিতা আমার জীবন। কবিতার দুটো লাইন আমার কাছে প্রজাপতির দুটো পাখার মতো স্বর্গীয় নাচ নাচতে নাচতে আকাশে মিলিয়ে যায়। ব্যাপারটাতো এমনই ঠিক না মোস্তফা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেকো মাথার মোস্তফা বলল, 'আমাদের চারপাশে যে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব এক নিখুঁত শিল্পকর্ম ছাড়া আর কিছু না।'

একদিন ওমরের বন্ধু সমাজতন্ত্র আন্দোলনের ছাত্রনেতা ওসমান একটা আন্দোলনের আড্ডায় বেশ সোরগোল করেই বলেছিল, 'আমাদের সব ধরনের সমস্যার একটা যাদুকরি সমাধান আমি পেয়েছি। আমরা সর্বোচ্চ একটা আদর্শিক রাষ্ট্রে পৌছতে পারি। কবিতার ছন্দগুলো আজ প্রকম্পিত বিস্ফোরণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। নিউটনের মাধ্যার্কষণ তত্ত্ব নয় আমরা আরেক মাধ্যার্কষণের কথা বলছি যাকে কেন্দ্র করে এক কাল্পনিক ভারসাম্যে সবকিছু ঘুরপাক খাচ্ছে। একটা আরেকটার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না আবার একটার উপর আরেকটা পড়ছে না। কিন্তু যখনই আমরা কোনো কষ্ট আর বাধার মুখোমুখি হই তখনি আমরা পরিণতি খারাপ হওয়ার পরেও আরামদায়ক বিছানার দিকে ছুটে যাই। শরীরের মেদ আর থলথলে চর্বিকে মেনে নিয়ে হাঁটার পরিবর্তে দামী কেডিলাক গাড়িতে করে ছুটে বেড়াই।'

সমুদ্র সৈকতে নানা রং-এর ছাতাগুলো একটার সাথে আরেকটা মিশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে বিচিত্র রকমের কোনো দুর্গ। ছাতাগুলোর নিচে প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ শরীরগুলো শুয়ে আছে। সমুদ্রের তীরে ঘামের কটু দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আছে আর সূর্যটা প্রখর তাপ দিয়ে যাচ্ছে।

বাছিনা হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়েছিল। মেদহীন চমৎকার গড়ন। তার তামাটে হাত আর পা দেখা যাচ্ছে। মাথার চুলগুলো নীল রঙের সুতির একটা টুপি দিয়ে ঢাকা।

ওমর নিজেও প্রায় অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় শুয়ে আছে। তার বুকের কালো লোমগুলো সূর্যের দিকে মুখ করে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার ছোট মেয়ে জামিলা পায়ের কাছে বসে বালি দিয়ে পিরামিড বানাচ্ছিল। স্ত্রী জয়নাব পাশে চামড়ার একটা খাটিয়ার উপর হেলান দিয়ে শুয়েছিল। তার ভারী শরীর আর বুকের দিকে নির্লজ্জ মানুষগুলো প্রায় নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল।

প্রিয় মোস্তফা,

শিল্পসাহিত্য নিয়ে আমি তোমার সাপ্তাহিক নিবন্ধটি পড়েছি। খুবই অসাধারণ আর ধারালো একটা নিবন্ধ। তুমি বলেছ যে তুমি হলে খই আর দুধ বিক্রেতা। এই সব কথা ছাড় আসল কথা হলো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণীমূলক কলম চালনায় তোমার রয়েছে ভালো অভিজ্ঞতা। এমনকি ঠাট্টা করেও তুমি যেটা লেখ সেখানেও একটা শৈলী থাকে।

তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি আমাদের বিষয়ে জানতে চেয়েছ, যদিও এটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। তোমার প্রবন্ধগুলোর জন্য এই চিঠিগুলোকে তুমি দ্বিতীয় স্তরে রাখতে পার। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার সাথে আমার দীর্ঘ একটা বৈঠক দেয়ার প্রয়োজন। জয়নাব ভালো আছে। সে তার অভিবাদন তোমাকে জানিয়েছে। এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার প্রয়োজনীয় ঔষুধগুলোর কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছে। আমি মনে করি তার এই অহেতুক উদ্বেগজনিত সমস্যা খুব স্বাভাবিক। তুমি তো জানো কিছু হলেই ওষুধের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক দূর্বলতা আছে। সে ওষুধ পছন্দ করে। বাছিনা বেশ আনন্দে আছে। আমি যেভাবে চাইছিলাম সেভাবে বাছিনার মনটা আমি এখন পড়তে পারছি। তবে জামিলাকে নিয়ে আমরা সবাই খুব সুখে আছি। কারণ সে এখনো কিছুই বোঝে না। তুমি আমার উন্নতির কথা শুনলে অবাক হবে। আমি পনের পাউন্ড ওজন এর মধ্যে কমিয়ে ফেলেছি, এক হাজার কিলোমিটার হেঁটেছি, কয়েক টন মাংস খাওয়া থেকে বিরত থেকেছি। ডিম, মাখন, দুধ তৈল মাছ সব কিছু পরিহার করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি খাবারের প্রতি আগ্রহ শুধু মৃত্যুকেই ডাকে। তুমি ছাড়া যখন আমি অন্য কাউকে আর কথা বলার মতো খুঁজে পেলাম না তখন আমি নিজেই নিজের সাথে কথা বলছি। জয়নাব কথাবার্তায় যদিও খুব সংযমী কিন্তু তারপরেও আমি বুঝতে পারছি না কেন এই শান্ত সংযমী কথাবার্তা আমাকে খুব বিরক্ত করছে। সমুদ্র থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটা উন্মাদ লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সে তার পাশ দিয়ে যেই যাচ্ছিল তাকেই লক্ষ্য করে নেতাদের মতো হাত তুলে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছিল। একমাত্র তার কথাবার্তাই আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। বেশ মজা পেয়েছিলাম তার কথা শুনে। সে আমাকে দেখে বলল, 'আমি কি তোমাকে বলিনি?'

আমি বেশ গুরুত্ব দিয়ে বললাম, 'হ্যা বলেছ।'

'তাহলে লাভটা কি হলো? আগামীকালই পুরো নগরীটা ভরে যাবে বোয়াল মাছে তখন তো তুমি পা রাখার জন্য এক ইঞ্চি জায়াগাও পাবে না।'

'পৌরসভার উচিত...'

সে আমার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'পৌরসভা কিছুই করবে না। বরং তারা পর্যটনের জন্য আরো উৎসাহের সাথে এটাকে স্বাগতম জানাবে। ফলে এখানকার অবস্থা এমন হবে যে এলাকার বাসিন্দারা পালাবে আর কৃষিকাজের রাস্তাগুলো অভিবাসীদের লাইন দিয়ে ভরে যাবে। আর এই সমস্ত কারণে মাছের দাম বাড়তেই থাকবে।'

আমি তার মনটাকে পড়তে চাইছিলাম। যাই হোক আমি এখন একটা সুখী পরিবারের বাবা। আমি খুব সন্তর্পণে দেখছি যখন বাছিনাকে আমি গোপনে কানে কানে কিছু বলছি তখন জামিলা আমাদের উপর সমুদ্রের বালি নিয়ে চড়াও হচ্ছে। যালিমে আমাদের বাড়িটা খুবই আরামপ্রদ আর বিলাসবহুল। গতকাল আমরা যখন বিচের কেবিনে ছিলাম তখন আমাদের এক প্রতিবেশী বলল যে অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলো সরকার জাতীয়করণ করে ফেলবে। জয়নাবের মুখটা বির্বণ হয়ে গেল। সে আমার দিকে সাহায্যের জন্য তাকাল। আমি বললাম, 'আমাদের অনেক টাকা আছে।'

সে জিজ্ঞেস করল, 'টাকা কি আমাদের রক্ষা করতে পারবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা আমাদের ভাগ্যের বিরুদ্ধে অনেকগুলো ইন্সুরেন্স করে রেখেছি।'

সে আবারো উদ্বেগ মেশানো গলায় বলল, 'কিন্তু তুমি নিশ্চিত হলে কিভাবে..?'

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'তার আগে তুমি আমাকে বলো তুমি এত মোটা কিভাবে হয়ে গেলে?'

সে বলল, 'তোমার যৌবনে তুমি তাদের মতো ছিলে। সমাজতন্ত্র ছাড়া তুমি আর কোনো কথা বলতেই পছন্দ করতে না। আমি মনে করি এটা এখনো তোমার রক্তের ভেতরে আছে।'

তার পর সে আমাকে আবারো মনে করিয়ে দিল আমি যেন তোমাকে ঠিক মতো ঔষুধের কথা বলি। মোস্তফা আমি কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দেই না। সত্যি কথা বলতে কি কোনো কিছুই আমাকে উদ্বেগী করে না। আমি জানি না আমার কি ঘটতে যাচ্ছে। আমার কাছে সব ধরনের কথাবার্তা অর্থহীন মনে হয়। দৈবাৎ একদিন আমি অন্ধকারে দুইজন প্রেমিকপ্রেমিকার কথা বার্তা শুনেছিলাম।

প্রেমিকটি বলছিল, 'প্রিয়তমা এটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে।'

মেয়েটি বলল, 'তার মানে এটার অর্থ হলো তুমি আমাকে ভালবাস না।'

'কিন্তু তুমি তো খুব ভালো করেই জানো আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'তুমি খুব যুক্তিপূর্ণভাবেই কথা বলছ যার অর্থ তুমি আমাকে ভালবাস না।'

'তুমি কি দেখনি আমি একজন বয়ঃপ্রাপ্ত বিবাহিত দায়িত্ববান পুরুষ।'

'তুমি আমাকে শুধু বলো যে তুমি কি আর আমাকে ভালবাস না?'

'আমরা একসাথেই ধ্বংস হয়ে যাব আর আমাদের বাড়িঘরগুলো ধ্বংস করে দেব।'

'তুমি কি এই সব আজেবাজে কথা বন্ধ করবে।'

'তোমার নিজের স্বামী আছে মেয়ে আছে, আমার স্ত্রী আছে সন্তান আছে।'

'আমি তো বলেছি আমাকে আর ভালবাসার দরকার নেই।'

'কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'তাহলে ভালবাসা ছাড়া আমার আর কোনো স্মৃতি রইল না।'

আমি বেশিক্ষণ এই চমকপ্রদ গোপন কাহিনীর পাশে না থেকে চলে আসলাম আর মনে মনে হাসলাম মহিলাটার সাহস দেখে আর লোকটার আতঙ্ক দেখে। কিন্তু তারা অনেক দিন পর আমার বুকের ভেতর পুরাতন এক বন্ধুর কথা মনে করিয়ে দিল। সেটা হলো ভালবাসা। প্রেম। আল্লাহ জানে কত দীর্ঘকাল হয়েছে ভালবাসা ছাড়া আমি কাটিয়েছি। কিভাবে আমি একজন প্রেমিকার হৃদয়ে আবার ঢুকতে পারি। তুমি তো জানো জয়নাব আমার একমাত্র ভালবাসা। কিন্তু সেটাতো ছিল বিশ বছর আগে।

এখানে আমি আমার ওজন কমানোর চেষ্টা করছি আর জয়নাবকে দেখছি একটা পরিবারের ভিত্তি রক্ষায় পরিচালকের ভূমিকায়। বিশ্বাস করো আমি সত্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছি কোনো কিছুতেই এখন আমি আর আগ্রহ পাই না। আমি জানিনা আমার কি হতে যাচ্ছে বা কি পরিবর্তন হচ্ছে। আনন্দ করো বন্ধু। আমি আমার স্বাস্থ্য রক্ষা করছি কিন্তু আসলে আমি পাগল হতে যাচ্ছি।

আমার মনে হয় তুমিই খুব ভাগ্যবান।

'ঔষুধের বিষয়ে তাকে লিখতে ভুলো না।'

'আমি তাকে সেটা লিখেছি।'

বাছিনা তুমি দেখতে কি সুন্দর। তোমার শারীরিক গঠন পৃথিবীর আনন্দের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমি হলাম পুরনো একজন মানুষ। তোমার নির্দেশনার জন্য তোমার মাকে ঠিক করলাম। যাতে তুমি পৃথিবীকে বুঝতে পারো। এটা খুবই চিন্তার বিষয় যে তুমি জীবন সম্পর্কে কিছুই জানো না। আমি তোমাকে কাছে কাছে রাখছি। তোমার আর আমার মাঝে খোলামেলা কথা বলার পরও কি তুমি কিছু বিষয় আমার কাছে গোপন করো নি? সমুদ্র তীরের এই অর্ধ নগ্ন মানুষগুলো, বাতাসে সমুদ্রের ঢেউয়ে আকুল করা ঘ্রাণ কি তার মাঝে কোনো প্রভাব ফেলেনি। হা প্রভু সমাজটা যেন তার চিন্তাভাবনা আর ক্রিয়াকলাপের সাথে তাল মিলিয়ে চলে নয়তো সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ওমর বাছিনাকে বলেছিল সে তখন ওমরের চেয়ারের পাশেই বালির উপর বসা।

'ইতিপূর্বে একসাথে আমাদের এত ভালো সময় যায়নি।'

'এটা তোমার দায়িত্ব ছিল।'

'আমিতো সারাটা জীবন শুধু তোমাদের জন্যই অফিসে কাটালাম।'

বাছিনা তার হাতের উপর ভর করে পেট আর বুক সূর্যের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল। খোলা চকচকে আকাশ থেকে সূর্যের কিরণ তখন তার বুকে আর পেটের উপর পড়ছিল। আকাশে এক খণ্ড সাদা মেঘ ভেলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। বাছিনার মা হাতের কাজ করছিল। সেখান থেকে মাথা না তুলেই বাছিনাকে বলল, 'তাকে বলো যে তার স্বাস্থ্য এখন সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'অট্টালিকাগুলো জাতীয়করণের চেয়েও কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?'

সে দৃঢ়ভাবেই বলল, 'বাড়িঘরগুলো জাতীয়করণের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

ওমর বলল, 'সামাজিক উপযোগিতা আসলেই ভালো একটা বিষয়।'

জয়নাব কিছুই বলল না।

সে আবার বলল, 'আমি যখন আবার স্বাভাবিক জীবনে চলে যাব তখন এমন একটা দর্শন চালু করব যেটা সত্যিকার অর্থে সুখই নিয়ে আসবে।'

'আল্লাহ আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুক।'

'আল্লাহ চায় আমরা যেন তার কাছে সকল মানুষের মঙ্গল প্রার্থনা করি।'

তারপর সে জয়নাবের দিকে তাকিয়ে বেশ কৌশুলি চোখে বলল, 'কিন্তু এই অবস্থায় আল্লাহ কিভাবে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়নাব তার কথার অর্থ বুঝতে পারল কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। ওমরও প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে আরেকটা চিন্তায় ডুব দিল। সে এখন বেশ হাল্কা, প্রফুল্ল আর শক্তিবোধ করছে। একদিন বাছিনা তোমার কাছ থেকে আরেকজনের তত্ত্বাবধানে চলে যাবে। ঐযে দূরে বসে জামিলা বালির পিরামিড বানাচ্ছে সেও। তুমি আসলে কি চাও।

তোমার মক্কেল তোমাকে বলেছিল, 'আমি আমার কেসটা মহোদয়ের কাছে বিশ্বস্ততার সাথে অর্পণ করতে চাই।'

কি হাস্যকর মাননীয় কাউন্সেলর। এই সব কিছুই জাতীয় সার্কাসের কাজের জন্য দিয়ে দেয়া হচ্ছে।

নানা রকম অদ্ভুত চিন্তায় ওমর আবারো উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

'প্রিয়তম তোমার কি হয়েছে? তোমাকে খুব বিক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে।'

'না তেমন কিছু না।'

'তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমি তাই মনে করি।'

'কিন্তু আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মনে হচ্ছে তোমার এখন একটু যত্ন নেয়া দরকার।'

'অভিজ্ঞতাকে অবশ্য আমাদের গুরুত্ব দেয়া উচিত।'

'আমি কি তোমাকে রান্নার বিষয়ে মতামত দিতে পারি।'

'রান্নার জন্য কোনো মতামতের দরকার আছে কি?'

জয়নাব বলল, 'একজন সফল পরিতৃপ্ত ব্যক্তি শয়তানের দুষ্ট চোখের শিকার হতে পারে।'

'তুমি সেটা বিশ্বাস করো?'

'না বিশ্বাস করি না। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ এক ধরনের ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করে।'

'তাহলে তোমাদের এখন সবার ভূতের ওঝার কাছে যেতে হবে।'

'তুমি কি মনে করো ভূতের এই আছর তোমার চরিত্রে নেই?'

ওমর হাসতে হাসতে বলল, 'ছোটখাটো এই সব আছর তেমন কোনো ক্ষতিকর না।'

'বাদ দাও এইসব কথাবার্তা।'

তারা যখন বাড়ির পথে ফিরে যাচ্ছিল তখন জয়নাব তার দুই মেয়ের জন্য রাস্তায় ওমরের সাথে একটু দাঁড়াল।

'তোমার জন্য আমার কাছে একটা সু-সংবাদ আছে।'

কথা শুনে ওমর বেশ রহস্যময় ভাবে জয়নাবের দিকে তাকাল।

'আমি বাছিনার মাঝে কিছু একটা লক্ষ্য করছি যেটা আগে কখনো দেখিনি।'

'আগে কখনোই তুমি তার মাঝে এমন লক্ষ্য করো নি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যা। ওমর সে একজন কবি।'

ওমর বিস্ময়ে তার ভ্রূ দুটি উপরের দিকে তুলে তাকাল।

'আমি তাকে নিবিষ্ট মনে লিখতে দেখেছি। সে আমাকে নিশ্চিত করেছে যে এটা কবিতা ছিল। আমি হাসতে হাসতে তাকে বলেছিলাম..'

জয়নাব একটু ইতস্তত করছিল। তখন ওমর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তাকে কি বলেছিলে?'

'আমি তাকে বলেছিলাম তুমিও কবি হতে যাচ্ছ।'

সে ভ্রূ কুচকে বলল, 'তুমি তাকে বলোনি এই কাজ করতে গিয়ে কিভাবে আমি এর শেষ করেছিলাম।'

'কিন্তু এই বয়সে তার মতো একটা মেয়ের কবিতা লেখাতো দারুণ ব্যাপার।'

'ঠিক আছে।'

'এখন তুমি অবশ্যই তার কবিতাগুলো পড়বে আর তাকে উপদেশ পরামর্শ দিবে।'

'আমার উপদেশের যদি কোনো গুরুত্ব থাকে তাহলে সেটা আমার জন্যই মঙ্গলজনক হবে।'

'তুমি কি সংবাদটা শুনে খুশি হওনি?'

'অনেক খুশি হয়েছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার.

হঠাৎ করেই তার মনের ভেতর এক ধরনের সুখানুভূতি তাকে আন্দোলিত করে তুলল। এই ধরনের ঝড়োনুভূতি ভয়ের কারণ। তার বুকের ভেতর আনন্দ উচ্ছ্বাসের ঝড় বয়ে গেল। সে এই রকম অনুভূতি গত বিশ বছরেও কখনো পায়নি। সমুদ্রের দিকে মুখ করে সে মেয়েকে ডাকল। বাছিনা আজ পরেছে বেশ নকশা করা একটা ফতুয়া আর খুব আঁটসাঁট জিন্স প্যান্ট। পায়ের গোড়ালি থেকে শুরু করে উরু পর্যন্ত প্যান্টটা খুব সংকীর্ণ হয়ে লেগে আছে। তিনি মেয়েকে মুখোমুখি তার সামনে বসালেন।

'আমার সাথে সূর্যাস্ত দেখার জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

মেয়ের চোখে মুখে যদিও তখন চলে যাওয়ার জন্য একধরনের ওজর আপত্তি ফুটে উঠেছিল। তিনি সেটা লক্ষ্য করলেন। তিনি জানেন বাছিনার এখন মা আর বোনের সাথে বাগানে খেলতে যাওয়ার কথা। তারপরেও তিনি মেয়েকে বললেন, 'তোমাকে আমি তাড়াতাড়িই ছেড়ে দেব যাতে তোমার মা আর বোনের কাছে তুমি যেতে পার। তার আগে তুমি আমাকে বলো কবিদের কি সূর্যাস্ত দেখা পছন্দ করা উচিত নয় ?'

তিনি লক্ষ্য করলেন মেয়ের চিবুক দুটো কেমন লাল হয়ে উঠেছে। তিনি একটু হাসলেন।

'কিন্তু বাবা.. ..বাবা দেখো আমি কিন্তু কবি নই।'

'কিন্তু তুমিতো কবিতা লেখো ।'

'আমি কিভাবে বুঝব যা আমি লিখেছি সেগুলো কবিতা।'

'আমি ভালো করে দেখে বিশ্লেষণ করে তোমাকে বলব।'

'না বাবা তার কোনো প্রয়োজন নেই।' বাছিনা খুব লজ্জিত আর বেশ কাঁপা গলায় কথাগুলো বলল।

তিনি বললেন, 'দেখ আমাদের মাঝে কোনো গোপনীয়তা থাকার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে নিয়ে গর্ব করি।'

'বাবা ঐ লেখাগুলো কেবল দুর্বল বাক্য ছাড়া আর কিছুই না।'

'আমি তোমার দুর্বল বাক্যের এই কবিতাগুলোকেই পছন্দ করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাছিনা লজ্জায় তার চোখ নামিয়ে ফেলল। চোখের লম্বা পাপড়িগুলো চিবুকের ত্বক স্পর্শ করল। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে খুব গুরুত্ব দিয়ে মেয়েকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বাছিনা তুমি আমাকে বলো কেন তুমি কবিতার প্রতি আগ্রহী হয়েছিলে?'

'আমি ঠিক জানি না বাবা।'

'তুমি তো বিজ্ঞান নিয়ে ভালো কাজ করতে পারতে। কবিতার প্রতি কোন বিষয় তোমাকে উৎসাহিত করেছে?'

বাছিনা ভ্রূ কুচকে মনে করার চেষ্টা করতে থাকল।

'স্কুলের পাঠ্য বইয়ের কবিতাগুলো। আমি সেগুলো খুব উপভোগ করতাম বাবা।'

'অনেক মানুষইতো এমনটা করে।'

'কিন্তু আমি মনে করি আমি অন্যদের চেয়ে খুব বেশি প্রভাবিত ছিলাম।'

'তুমি কি এ ছাড়া আর অন্য কোনো কবিতা পড়েছিলে।'

'আমি কিছু কবিতার সংগ্রহ পড়েছিলাম।'

'কবিতা সংগ্রহ? কখন কোত্থেকে?'

বাছিনা হাসল।

'আমি সেগুলো তোমার লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করেছিলাম।'

'সত্যি বলছ?'

'আমি জানি তুমি নিজেও একজন কবি।'

মেয়ের এই কথাটা তাকে একটু কষ্ট দিল। কিন্তু তিনি সেটাকে পাত্তা না দিয়ে বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে উৎসাহিত হওয়ার মতো বললেন, 'না না আমিতো কবি না। এটা ছেলেবেলার একধরনের সময় কাটানো খেলা ছিল।'

'বাবা তুমি নিশ্চিত একজন কবি ছিলে। যাই হোক আমি কবিতার মাঝেই এক ধরনের আকর্ষণ খুঁজে পাই।'

আমার বন্ধু তুমি আমাকে মঞ্চের ব্যাপারে উৎসাহী করেছিলে অথচ আমি একজন কবি। আমি নিজেকে এমন একটা জলঘূর্ণির মাঝে পেয়েছি যেখান থেকে কবিতা ছাড়া বের হওয়ার কোনো পথ নেই। কবিতাই আমার অস্তিত্বের একমাত্র লক্ষ্য। কবিতা ছাড়া আমরা ভালবাসা দিয়ে কি করব যেটা জীবনধারী বাতাসের মতো আমাদের চারপাশকে ছেয়ে আছে। কিংবা আমাদের হৃদয়ের গোপন সব অনুভূতিগুলো যা আগুনের মতো ক্রমশ আমাদের দগ্ধ করে যাচ্ছে। কিংবা এই বিশ্ব যেটা কোনো রকম দয়া কিংবা ক্ষমা ছাড়াই নিষ্ঠুরভাবে আমাদের দমন করে যাচ্ছে। আমার বন্ধু সুতরাং কবিতার ব্যাপারে খুব বেশি উদাসীন হয়োনা।

তিনি মনে মনে কথাগুলো ভাবলেন।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে আরো কিছু বলো।'

বাছিনা তার স্বভাবসুলভ উৎসাহ নিয়ে কথা বলতে থাকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাবা এটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি বাতাস থেকে কোনো গানের সুর ধরছিলাম।'

'খুব ভালো অনুভূতি বাছিনা। কবিতা খুব চমৎকার একটা বিষয়। এটা কখনো মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে না।'

'বাবা তুমি কি বলতে চাচ্ছ?'

'আমি তোমার পড়াশোনা তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিলাম। কিন্তু এখন শুধু তোমার কবিতা নিয়েই কথা বলার সময়।'

বাছিনা একটা রূপালি রঙ-এর খাতা নিয়ে এসে তার সামনে রাখল। তিনি ভালবাসা, উদ্বেগ আর স্মৃতিকাতরতা নিয়ে খাতাটা খুলে পড়তে লাগলেন।

সময় ১৯৩৫ এর মাঝামাঝি। বছরটা ছিল উত্তেজনা, তীব্র যাতনা, গোপন পরিকল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা আর একটা আদর্শিক রাষ্ট্রের স্বপ্নের। এর মধ্যেই ওসমান একদিন ঘোষণা করল সে সকল সমস্যার একটা সফল সমাধান খুঁজে পেয়েছে। জানা গেল তার ছোট্ট মেয়েটা যে কিনা এখনো কুড়ি থেকে পরিপূর্ণ ফুল হয়ে ফুটে ওঠেনি সে প্রেমে পড়েছে। কে সেই সুন্দর যুবক যার শ্বাস প্রশ্বাসে মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠে, যার জন্য গাছের ডালপালা মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে। আর কেনইবা এই খবরে আমাদেরকে বিচলিত হতে হয় যখন যে পথে আমরা একদিন হেঁটে গিয়েছিলাম সে পথে আমাদের সন্তানেরা হাঁটার ইচ্ছা করে। তার বাবারই বা কি অবস্থা হবে যখন সে শুনবে যে সে নিজেই তার নাতনিকে ভালবাসার বিষয়ে কথা বলছে।

লেখাগুলো পড়ে তিনি মেয়েকে বললেন, 'এগুলো সত্যিকার অর্থেই কবিতা।'

তার কথা শুনে মেয়ের চোখে মুখে আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে চকচক করে উঠল।

সে বলল, 'সত্যি?'

'খুব সুন্দর কবিতা।' তিনি বললেন।

'বাবা আমার মনে হচ্ছে তুমি শুধু আমাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য এমনটা বলছ।'

'না। এটাই সত্যি।'

তার পর তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'কিন্তু এই ছেলেটা কে?'

বাবার কথা শুনে মেয়ের চোখে যে উৎসাহের প্রজ্বলন ছিল সেটা যেন হুট করে নিভে গেল।

সে খুব হতাশ গলায় বলল, 'কোন ছেলেটা?'

'এই কবিতাগুলোর মাঝে যাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।'

কথা শেষ করে তিনি বেশ জোড় গলায় মেয়েকে কাছে টেনে বললেন, 'শোন মা আমি মনে করি তোমার আর আমার মাঝে কোনো গোপনীয়তা রাখা ঠিক হবে না।'

কিন্তু বাছিনা খুব হেয়ালিভাবে হাল ছেড়ে দেয়ার মতো করে বলল, 'বাবা সে আমাদের পরিচিত মানুষদের মধ্যে কেউ না।'

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে তুমি তোমার বাবাকে বিশ্বাস করছ না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাবা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সে কোনো মানুষ নয়।'

'তাহলে সে কি ফেরেস্তা।'

'না সে কোনো ফেরেস্তা নয়।'

'তাহলে সে কে...? কোন স্বপ্ন...? কোন প্রতীক...?'

বাছিনা একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বের সাথে বলল, 'না এটা হলো সকল কিছুর মূল লক্ষ্য সর্বশেষ প্রান্ত।'

তিনি কপাল আর হাত থেকে ঘাম মুছে নিলেন। তার গলার স্বর থেকে যথা সম্ভব গম্ভীরতা আর কর্কশভাবকে মুছে বেশ গুরুত্বের সাথে তিনি মেয়েকে বললেন, 'তাহলে এখন তুমি অস্তিত্বের গোপন রহস্যের বিষয়ে মুগ্ধ?'

বাছিনা খুব ভয়ে ভয়ে বলল, 'বাবা এটার সম্ভাবনাটাই খুব বেশি।'

যখন আমরা ধারণা করি যে আমরা অপরজনের কাছ থেকে ভিন্ন তখন আমরা খুব বোকার মতোই এই চিন্তা করি।

'এই সমস্ত বিষয়গুলো কিভাবে তোমার কাছে আসল।'

'আমি জানি না বাবা। ... ... এটা বলা খুব কঠিন। কিন্তু তোমার কবিতাই প্রথম পথটা দেখিয়েছে।'

কথা শুনে ওমর খুব প্রাণ খুলে হাসল।

'আমার মনে হচ্ছে এটা একটা পারিবারিক ষড়যন্ত্র। তোমার মা অনেক আগে থেকেই সব কিছু জানে। আর এই গুলোই তোমাকে বুঝিয়েছে। যেগুলোকে তুমি এখন কবিতা বলছ।'

'কিন্তু বাবা সত্যিকার অর্থেই এগুলো খুব সুন্দর কবিতা। খুব প্রভাবিত করে এগুলো।'

মেয়ের কথা শুনে তিনি আরো জোরে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

'যাক শেষ পর্যন্ত আমি একজন মুগ্ধ পাঠক আর প্রশংসাকারী পেলাম। কিন্তু এই গুলো কবিতা ছিল না। এই গুলো ছিল একধরনের বিচ্ছিন্ন কল্পনা। সৌভাগ্যবশত একটা সময় আমি এগুলোকে ধরতে পেরেছিলাম।'

'যাই হোক আমি এগুলোর মাঝে পরমানন্দ পেয়েছিলাম ।'

'তাহলে তুমি তোমার পড়ালেখার মাঝে এটাকে এভাবেই তৈরী করেছ?'

'বাবা তুমিতো এমনাটাই বলেছিলে।'

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে কবিতাই তোমার প্রিয়তম।'

'হ্যা এটা যেমন তোমার প্রিয় ছিল।'

তিনি ভাবলেন হায় এখনতো আর কোনো প্রিয়তমা নেই। হৃদয়ে এখন শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। আকাশের নক্ষত্রগুলোর মাঝে এখন শুধু শূন্যতা আর অন্ধকার আর শত শত আলোক বছরের দূরত্ব ছাড়া আর কিই বা আছে।

বাছিনা বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা এখন তোমার মত কি?'

'আমি তোমাকে শুধু বলব তুমি যা ইচ্ছা হয় তাই করতে পার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাছিনা তখন খুব আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা তুমি আবার কবে কবিতায় ফিরে আসবে।'

'আল্লাহর কাছে দোয়া কর আমি যেন আগে আমার অফিসে ফিরে যেতে পারি।'

'আমি খুব আশ্চর্য হচ্ছি যে তুমি খুব সহজেই এটাকে ছেড়ে দিয়েছিলে।'

তিনি একটু লজ্জিতভাবে মুচকি হেসে বললেন, 'এটা একরকম বিনোদনমূলক খেলা ছাড়া আর কিছু ছিল না।'

'কিন্তু বাবা তোমার কবিতা সংকলনের কি হবে ?'

'একবার আমি ভেবেছিলাম যে আমি চালিয়ে যাব।'

'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি কে তোমাকে থামালো।'

সে খুব বিব্রতভাবে একটু হাসল। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন খোলাসা করে সে কিছু বলতে উৎসাহ বোধ করল।

'আমার গান কেউ শোনে না।'

নিরবতা আর উপেক্ষা সব সময়ই কষ্ট দেয়। কিন্তু মোস্তফা একবার বলেছিল, 'সাধনা করো আর ধৈর্য ধরো।'

ওসমান বলেছিল 'তুমি বিপ্লবের জন্য কলম ধরো দেখবে লক্ষ লক্ষ শ্রোতা তোমার গান শোনার জন্য কান পেতে আছে।'

নিরবতা সবসময়ই তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে দমিয়ে রাখবে। কবিতা কখনো তোমাকে ধরে রাখবে না।

মোস্তফা একদিন খুব আনন্দের সাথে বলেছিল যে তালিয়া গ্রুপ তার নাটকটিকে মঞ্চস্থ করতে রাজি হয়েছে। তখন তার কাছে নিরবতার নামের উপেক্ষাটা আরো কঠিন হয়ে চেপে বসেছিল।

বাছিনা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা আমার গান কারো শোনার দরকার আছে কি?'

তিনি মাথা তুললে মেয়ের ঝুঁকে পড়া কালো চুল তার মুখে এসে পড়ে। তিনি ভাবেন কি দরকার নিরবতা থেকে আরো নিরবতার মধ্যে অস্তিত্বের রহস্য বের করা। তিনি খুব নরম স্বরে মেয়েকে বললেন, 'তুমি কি চাও না লোকজন তোমার কবিতা শুনুক?'

'অবশ্যই চাই। আর আমি এটা যেভাবেই হোক ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখার চেষ্টা করব।'

'চমৎকার। তুমি তোমার বাবার চেয়েও অনেক সাহসী আর সেরা। এটাই দরকার।'

'কিন্তু বাবা তুমি তো ইচ্ছা করলেই আবার কবিতায় ফিরে আসতে পারো।'

'আহা সেই ইচ্ছা পুরোপুরিই শেষ হয়ে গেছে। মৃত্যু হয়েছে তার।'

'আমি কখনোই সেটা বিশ্বাস করি না। আমার কাছে তুমি সব সময়ই একজন কবি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার এই বেঢপ পরিত্যাক্ত শরীর নিয়ে, আইনবিষয়ক নানা রকম কাজকর্মে ডুবে থেকে, আর বিভিন্ন ধরনের ইমারত তৈরীর কাজে ব্যস্ত থেকে আর খাবার খেয়ে খেয়ে অসুস্থ অবস্থায় কবিতা নিয়ে সে কিই বা করতে পারে। এমনকি মোস্তফা একদিন চেয়ারে বসা থেকে উত্তেজিত হয়ে তার দিকে ঝুঁকে বলেছিল, 'কোন বিষয়টা তোমার চেষ্টাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে।'

আর তুমি সেদিন মোস্তফার দিকে তাকিয়ে খুব উদ্বেগের সাথে উত্তর দিয়েছিলে, 'তালিয়া গ্রুপ তোমার নাটকটাকে খুব সাদরে গ্রহণ করেছে। এটাকে অভিবাদন জানিয়েছে। এটা আসলেই খুব ভালো একটা কাজ ছিল।

একটু তাচ্ছিল্যের ভাব করে সে তার হাতটাকে ভাঁজ করে এনে বলল, 'আমি তোমার মতো আমার জীবনটাকে মনে করতে চাই।'

'তোমার মধ্যে সব সময় ধৈর্য আর স্থিরতার অভাব ছিল।'

সে খুব শুষ্ক একটা হাসি দিয়ে বলল, 'তুমি কখনোই মানুষের ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করতে পারবে না।'

'তুমি কি আবার একজন আইনবিদ হিসেবেই শুরু করতে চাও?'

'আইন সেটা তো শিল্পের আগেই মরে গিয়েছে। এমনকি আমাদের উপলব্ধি ছাড়াই শিল্পকলার ধারণাটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। শিল্পসাহিত্যের যুগ শেষ। আমাদের সময়ের শিল্পতো খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাগ হয়ে গেছে। একমাত্র সম্ভাবনাময় শিল্প হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানমঞ্চে পশুপাখি জীবজন্তুর খেলা দেখানো সার্কাস ছাড়া শিল্পের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রকে দখল করে নিয়েছে।'

'আমরা সত্যিকার অর্থেই টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি একজন আরেকজনের কাছ থেকে।'

'না বরং তুমি বলো যে আমরা চূড়ান্ত প্রাপ্তিতে পৌঁছে গেছি। তুমি তোমার জীবনের সফলতাকে তার একটা উদাহরণ হিসেবে দেখতে পার। আমার মতে হাস্যরস, আনন্দ প্রাচুর্যই হচ্ছে বিংশ শতাব্দির ক্লান্ত মানুষের সবচেয়ে মূল উদ্দেশ্য। আমিতো মনে করি সত্যিকার অর্থে শিল্পকর্ম হচ্ছে একটা আলো যেটা এমন একটা নক্ষত্রের কাছ থেকে আসছে যে নক্ষত্রটা মিলিয়ন মিলিয়ন বছর আগে মারা গেছে। আমাদের উচিত এখন সার্কাসের ভাড়কে সে যতটুকু চায় ততটুকু সম্মান করা।'

'আমারতো এখন মনে হচ্ছে দর্শনও শিল্পকে ধ্বংস করেছে।'

'না বরং বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শনকে ধ্বংস করেছে। সুতরাং শিশুদের নিষ্পাপ উৎসব আর মানুষের বুদ্ধিমত্তা, চমৎকার সব গল্প আর অর্থহীন দুর্বোধ্য চিত্রকর্ম নিয়ে আসো কোনো বাছবিচার ছাড়াই আনন্দ করি। এই সব কিছুই আমাকে আনন্দ দেয় আবার কষ্টও দেয়। আমার পারস্পরিক বিপরীতমুখি অনুভূতি নিয়ে আমি খুব কষ্টে আছি।'

'তুমি যেভাবে বিজ্ঞানকে ধারণা করছ তাতে আমারতো মনে হচ্ছে আমাদের জীবনের চৌহদ্দিতে এটা অনধিকার প্রবেশ ছাড়া আর কিছু নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শোনো আমরা এমন কতগুলো মানুষ যারা অনেকগুলো গোপন দুঃখকে বয়ে বেড়াচ্ছি। ক্ষত এই জায়গাগুলোকে বের করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'কিন্তু আমরাতো দীর্ঘ দিন ধরেই এই অবস্থায় আছি।'

'আল্লাহর শপথ এই ক্ষতগুলোকে উন্মুক্ত করো না।'

'বিজ্ঞানীরা তাদের বিশ্বস্ততা আর সত্যের ব্যাপারে অনেক সতর্ক। অথচ আমাদের টাকার শক্তি যেটা দিনকে দিন তার বৈধতাকে খুইয়ে বসছে।'

'সুতরাং আমি তোমাকে বলি যে মৃত্যুই একমাত্র মানুষের জীবনের মূল সত্যটার প্রতিনিধিত্ব করছে।'

ওমর তার মেয়ের সবুজ চোখের দিকে খুব নরমভাবে তাকিয়ে বলল, 'বাছিনা তোমাকে যদি বিজ্ঞান পড়াটা বন্ধ করতে নিষেধ করি তাহলে এটা কি অযৌক্তিক হবে?'

'আমিও সেরকম মনে করি। কিন্তু আমি এটাও মনে করি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হবে কবিতা।'

'এটাকে হতে দাও। আমি এই নিয়ে কোনো তর্কও করতে চাই না। কিন্তু ধরো তুমি একই সাথে একজন কবিও হতে পারো আবার একজন প্রকৌশলীও হতে পারো।'

'মনে হচ্ছে তুমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ছো?'

'হ্যা অবশ্যই। আমি চাই না যে তুমি নিজেকে এমন একটা সময় প্রস্তরযুগে থাক যখন তোমার চারপাশে সবাই বিজ্ঞানের যুগে বসবাস করবে ।'

'কিন্তু কবিতার কি হবে?'

তিনি মেয়ের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'মামণি আমি তোমার সাথে বিতর্কে যেতে চাচ্ছি না। আমার বন্ধু মোস্তফা বিজ্ঞানের মধ্যে ধর্ম, কবিতা, এবং দর্শনকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু আমি তার সাথে একমত নই। আমি তোমাকে নিয়ে খুব সন্তুষ্ট আর গর্বিত।'

ঐতো লাল থালার মতো সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। কোনো অজ্ঞাত কেউ এর শক্তি আর তীব্রতাকে শুষে নিচ্ছে। পানির দিকে যেভাবে শান্ত চোখে তাকানো যায় এখন সূর্যের দিকে সেভাবে তাকানো যাচ্ছে। এর চারপাশে মেঘেরা জমাট বাঁধছে।

মোস্তফা তুমি কি সত্যিই আমার গোপনকে জানতে চাও? ব্যর্থতার তীব্র যন্ত্রণায় আমি শক্তিকে দেখেছি। ঐ অশুভ শক্তিকে দেখেছি যাকে আমরা সব সময় উচ্ছেদ করতে চাই।

কিন্তু প্রিয় বন্ধু মোস্তফা তুমিতো এর মধ্যেই আমার গোপনীয়তাকে জেনেছ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ.

সূর্যের নিভু নিভু আলোতেও তাকে বেশ শান্ত এমনকি বেশ উজ্জ্বল লাগছিল। লম্বা হৃষ্ট পুষ্ট শরীরেও তাকে বেশ মনোরম আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। তার সবুজ চোখ দুটিতে মুগ্ধতা, যদিও সে দুটোকে এখন বেশ অপরিচিত মনে হচ্ছে। সে অন্য এক লোকের স্ত্রী যে কিনা গতকালও অবসাদ আর ক্লান্তি কি জিনিস সেটা জানত না। যে কিনা নিজেকেই ভুলে গিয়েছিল। সে কিভাবে এই লোকটার সাথে সম্পৃক্ত হলো যে লোকটা কোনো অসুস্থতা ছাড়াই অসুস্থ পঙ্গু হয়ে আছে আর আর্দ্র ঠাণ্ডা বাতাসের মাঝে অশুভ সীমাহীন বিপদের গন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সামনেই দুই বোন জামিলা আর বাছিনা। জামিলা একটা পাথরের দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটছে আর বাছিনা তখন তার অন্য আরেকটা হাত ধরে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে চলছে। তারা দুজন জিলিম ও সিদি বিশরের মাঝে একটা পথ দিয়ে হাঁটছিল। এই পথে ভিড়-ভাট্টা একটু কম। অনেকের দৃষ্টিই বাছিনার উপর পড়ছিল। তাকে নিয়ে ফিসফিস করে বেশ কিছু মন্তব্যও শোনা যাচ্ছিল। কথাগুলো অস্পষ্ট হলেও এর উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছিল।

ওমর সে দিকে তাকিয়ে নিজেই মনে মনে হাসল।

দুই বছর কি তিন বছর পর তুমি দাদা হবে আর জীবন এভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু কোথায় যাবে। ওমর পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যাস্তের শেষ অবস্থাটা দেখতে থাকল।

সে দিকে তাকিয়ে ওমর বলল, 'পূববর্তী লোকেরা জিজ্ঞেস করত সূর্য কোথায় হারিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের খুব বেশি কোনো প্রশ্ন নেই।'

জয়নাব এক মুহূর্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যে কোনো প্রশ্ন থেকে মুক্ত হওয়াটা খুব চমৎকার ।'

যৌক্তিক উত্তর তোমাকে কষ্ট দেয় এবং কোনো কারণ ছাড়াই মাঝে মাঝে সঙ্গত আচরণ তোমাকে বিরক্ত করে তোলে। এটা কতই না চমৎকার হতো যদি হঠাৎ করেই সমুদ্রটা উত্তাল হয়ে তীরবর্তী সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত, আর উপকূলীয় রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো লোকগুলোর উপর যদি দুর্যোগ নেমে আসত আর জুয়াখানাটাকে যদি মেঘের অনেক উপরে উড়িয়ে নিয়ে যেত আর এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিত স্বাভাবিক দৃশ্যগুলোকে যদি চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলত তাহলে কতই না ভালো হতো।

সুতরাং মাথার ভেতর হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকপুকানি টের পাওয়া যাচ্ছিল আর কীট পতঙ্গ চড়ুইপাখিরা ওড়াউড়ি করছিল।

মেয়ে দুটি হাঁটতে হাঁটতে সেন স্টিফানু প্রেক্ষাগৃহের সামনে এসে একটু থামল। তারপর আবার হাঁটা শুরু করল।

হঠাৎ করেই জয়নাব তার বাহু দিয়ে ওমরকে স্পর্শ করে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওমর– কি হয়েছে, কোনো সমস্যা?'

তার আশেপাশে যারা ছিল তাদের দিকে একবার তাকিয়ে সে একটু মুচকি হেসে উত্তর দিল, 'অনেক বেশি প্রেম অনুভব করছি।'

'এটাতো নতুন কিছু নয়। কিন্তু সমস্যাটা কোথায়?'

সে তার প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'কত কিছু আছে বাছিনা এখনো তার কিছুই জানে না। আমি সেগুলোই নিয়ে ভাবছিলাম যখন আমি ...'

জয়নাব একটু অধৈর্য হয়ে তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'আমি জানি আমি কি করছি। বাছিনা খুবই ছোট্ট একটা নিষ্পাপ মেয়ে। কিন্তু তুমিতো পালিয়ে বেড়াচ্ছ।'

'আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি?'

'তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি কি বলতে চাচ্ছি। আমার কথা স্বীকার করে নাও।'

'কিন্তু কোন অপরাধে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি?'

'কেননা তুমি তোমার নিজেকেই ধরতে পারছ না।'

আহ! একটা ঝড়ো স্রোতের কি প্রয়োজনই না আমরা বোধ করছি এই অস্বস্তি কর স্যাঁতসেঁতে ভেজা বাতাসের পরিবেশটাকে পরিষ্কার করে ভাসিয়ে নেওয়ার জন্য।

'তোমার শরীরটাই শুধু আমাদের মাঝে বসবাস করে আর তুমি যে কোথায় থাকো কে জানে। মাঝে মাঝে আমার মৃত্যুর চিন্তা হয়।'

'কিন্তু তোমরাতো দেখতেই পাচ্ছ আমি কি চিকিৎসা করিয়ে যাচ্ছি।'

'হ্যা এটা সত্যি কথা। কিন্তু অন্য কোনো বিশেষ কিছু আছে কি যেটা তোমাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে।'

'না তেমন কিছু নেই।'

'আমি অবশ্যই তোমাকে বিশ্বাস করব।'

'তবে আমার মনে হয় না তুমি পুরোপুরি সেটা করছ।'

'আমি ধারণা করেছিলাম হয়তো তোমার অফিসে কিংবা কোর্টে কেউ কেউ অথবা কোনো ঘটনা তোমাকে কষ্ট দিয়েছে মনে দাগ কেটেছে। হ্যা তুমি খুবই নাজুক মনের কিন্তু তুমি মনের ভেতর অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি ডাক্তারের কাছে শুধুমাত্র এই কারণেই গিয়েছিলাম যে আমি কারণটা ধরতে পারছিলাম না।' ওমর বলল।

জয়নাব বলল, 'তুমি কিন্তু আমাকে বলোনি কিভাবে এই সমস্যাটা শুরু হয়েছিল।'

'আমি তোমাকে অনেকবার এই নিয়ে বলেছি।'

'তুমি শুধু ফলাফলটাই বলেছিলে কিন্তু কিভাবে সমস্যাটা শুরু হয়েছিল সেটা বলোনি।'

স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য এক ধরনের বেপরোয়া উত্তেজনা তোমার ভেতর কাজ করছিল।

'এটা বলা কঠিন যে ঠিক কবে থেকে এবং কিভাবে পরিবর্তনটা শুরু হয়েছিল। কিন্তু একটা মিটিংএর কথা আমার মনে পড়ছে সোলায়মান পাশার প্রদেশে একটা আইনি লড়াই নিয়ে আমি বৈঠকে বসেছিলাম। সেখানে একজন বলেছিল, 'মাননীয় আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনি পরিস্থিতির মূল বিষয়টা ধরতে পেরেছেন। আপনার খ্যাতি সত্যিকার অর্থেই বাস্তব। বিচারে আমাদের বিজয়ী হওয়ার বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ আশাবাদী।'

উত্তরে আমি বলেছিলাম আমিও তেমনটা আশা করি।

লোকটা তখন খুব আনন্দে হাসছিল আর তার হাসি দেখে আমার ভেতর হঠাৎ করেই অন্ধ ক্রোধের একটা ঢেউ টের পেলাম। আমি বললাম, 'ধরেন আপনি আজ বিচারে জয়ী হয়ে গেলেন আর আগামীকাল সরকার যে জমিটা বাজেয়াপ্ত করেছে সেটা আপনারা দখল নেবেন?'

সে বেশ ফুর্তির সাথেই উত্তর দিল, 'সব কিছুই নির্ভর করছে বিচারে জয়ী হওয়ার উপর। আল্লাহ আমাদের জীবন নিয়ে কি করছেন না করছেন সেটা ভেবেতো আমরা জীবন কাটাই না।'

আমি তার যুক্তির সাথে একমত হলাম। কিন্তু এর পরপরই আমার মাথা ঘুরতে লাগল। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল। '

জয়নাব খুব অদ্ভুত চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এটাই কি ছিল কারণ?'

'না। আসলে মূল কারণটা আমি ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু এর পরেই আমি সুক্ষ্ম একটা পরিবর্তন টের পেতে থাকলাম। কোনো যুক্তি ছাড়াই প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের কথায়, প্রতিউত্তরে আমি উত্তেজিত হতে থাকলাম।'

'বিজ্ঞ মানুষেরা যেভাবে মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করে তুমিও সেটা করতেই পারো এটা স্বাভাবিক।'

'কিন্তু আমি অবাক হই কিভাবে বিজ্ঞজনেরা মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করে।'

'না – না আমি সেটা বলছি না। এটা সম্ভবত আগে কিংবা পরে ঘটেছে।'

'তোমার সাথে এটা নিয়ে আমাকে আরো আলাপ করতে হবে।'

'তুমি কি কাজের ব্যাপারে আসলে খুব উদ্বিগ্ন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি শুধু মাত্র তোমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমি শুধু তোমার যত্ন নিতে চাই। আমি আজ হাঁটতে ক্লান্ত।' জয়নাব বলল।

সে বলল, 'কিন্তু তুমি তো সাধারণত এতটুকু দূরত্ব দিনে দুইবার অতিক্রম করে থাক।'

জয়নাব তার চোখ দুটি নামিয়ে নিল। 'এখন আমার স্বীকারোক্তির সময়। আমি খুব সম্ভবত অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়েছি।'

কথা শুনে ওমরের পেটের ভেতর গুরুগুরু করে উঠল। সে উঠে বসে বলল, 'কিন্তু ...'

জয়নাব খুব শান্তভাবে বলল, 'প্রিয়তমা আমাদের যে কোনো ধরনের পরিকল্পনার চেয়ে খোদার ইচ্ছাটা অনেক বেশি শক্তিশালী।'

তারপর সে ওমরের হাতটা স্পর্শ করে বলল, 'কিন্তু তুমিতো তোমার রাজপুত্রের জন্য আশীর্বাদ করলে না।'

তারা দুজন ঘরে ফিরে আসল। জয়নাবের চোখেমুখে এক ধরনের দুষ্টমির হাসি।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমের পর সে খুব সকাল সকাল ঢেউয়ের শব্দে ঘুম থেকে উঠল। সকালটা ছিল খুব নিরব। জয়নাব গভীর ঘুমে কাতর ছিল। তাকে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছিল। তার নরম ঠোঁট দুটো একটু বুজে আছে। চুলগুলো ঈষৎ ছড়ানো। অথচ তার পাশেই তুমি ছিলে হতাশাগ্রস্ত।

'আমি তাকে আর ভালবাসি না। ভালবাসার দীর্ঘ অনেকগুলো বছর পার হওয়ার পর, জীবনটা ভাগাভাগি করার পর মধু স্মৃতিগুলো অতিক্রম করার পর এখন আর ভালবাসার কোনো অংশই বাকি নেই। '

তুমি তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলে কিন্তু তার জন্য কোনো মায়া বা সমব্যথা অনুভব করছিলে না। তুমি তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলে কোন বিষয়টা তোমাদেরকে একত্র করেছিল। এই জঘন্য কাজটা করার জন্য কে বাধ্য করেছিল।

'মোস্তফা দেখো ঐ যে মেয়েটা।'

'কোনটা ঐ যে চার্চ থেকে বের হয়ে আসছে একা ঐটা?'

'হ্যাঁ ঐ একজনই। দেখো তার চাচার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সে আজকে কালো পোশাক পরেছে। কি সুন্দরই না তাকে দেখাচ্ছে।'

'কিন্তু তার ধর্ম।'

'এই সমস্ত বাধা বিপত্তিকে আমি পাত্তা দেই না।'

আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সে যে নম্র ব্যবহার করেছিল আমি তাতে খুবই মুগ্ধ ছিলাম। আমি তাকে এই কথা বলেছিলাম।

একটা সাধারণ পাবলিক বাগানে ওমর আল হামজাবি একজন আইনবিদ নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিল যখন সে নিজে নিজে প্রায় অস্পষ্ট করে বলল 'কেমেলিয়া ফুয়াদ'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয়তমা আমাদের ভালবাসা সব কিছুর চেয়ে শক্তিশালী। আমাদের পথের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

সে উত্তরে বলেছিল 'আমি কিছু জানি না।'

মোস্তফা বেশ উত্তেজিত হয়ে হেসে উঠেছিল। ওমরকে বলেছিল আমি সারা জীবনের জন্য তোমাকে চিনেছি। তুমি সবসময় বিপদকেই দেখেছ। প্রচণ্ড ঝড় তোমার ঘরের ভেতর বয়ে যাবে। আমি এই দুজনার মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

পরবর্তীকালে কি চমৎকার ব্যবহারই না মোস্তফা তাদের সাথে করেছিল। সে তার হুইস্কির গ্লাস উঠিয়ে তাদের লক্ষ্য করে বলেছিল, 'তোমাদের দুজনকেই স্বাগতম। অতীত চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু এই মেয়েটার ত্যাগ তোমার চেয়ে অনেক বেশী। ভালো থেক জয়নাব ভালো থেকো ওমর।(কেমেলিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নবী মুহাম্মদ এর মেয়ে জয়নাবের নাম ধারণ করে। ওমরকে বিয়ে করে সে তার পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে।)

মোস্তফা তোমার এক পাশে বসে মদ পান করে পুরোপুরি মাতাল হয়ে আবার কথা বলতে থাকে।

'সামনের মন্দ সময়গুলোকে ভুলে যেও না। ভালবাসাকেও কখনো ভুলো না। মনে রেখো এই পৃথিবীতে এখন এই মেয়েটির আর কোনো পরিবার নেই। সে ভিন্ন একটা গাছ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন তুমি ছাড়া তার আর কেউ নেই।'

ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ই জয়নাব তার মুখটা সরিয়ে একটু পাশ ফিরে শুলো। তার নাইট গাউনটা নিচ থেকে সরে যাওয়ায় শরীরের বেশ কিছু সতর খুলে গেল। ওমর সে দিকে একবার তাকিয়ে বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় চলে এল। পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

অন্ধকারে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় সে সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে তাকাল যেগুলো প্রতিযোগিতা করে একটার পর একটা তীরের দিকে ধেয়ে আসছে। আকাশের গম্বুজে মেঘের ঝাঁকেরা একের পর এক এসে জমা হচ্ছে। সকালের আবহাওয়ায় হাল্কা কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে।

নিচে কাউকেই হাঁটতে দেখা যাচ্ছে না। সকালের বাতাস তোমাকে ঝরঝরে করছিল না। মানসিক এই অসুস্থতা থেকে সুস্থতার জন্য তোমাকে আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

ইস মোস্তফা কোথায় তাকে যদি পারস্পরিক মানসিক দ্বন্দ্বের কথাটা জিজ্ঞেস করা যেত। মোস্তফার মাথায় অনেক ধরনের চিন্তা সব সময় ঘুরপাক খায়।

বেশ বড় একটা ঢেউ হঠাৎ করে ছুটে এসে তীরে আছড়ে পড়ল। তারপর ভেঙে পানির ফেনায় রূপ নিল।

সে ভাবছিল। হায় খোদা জয়নাব আর কাজ দুটোই আমার কাছে এখন সমান। যে রোগ আমাকে কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সেই একই রোগ আমাকে জয়নাব থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। জয়নাব সম্পদশালী, সফল আর সবশেষে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো অসুস্থ। যেহেতু আমি এই সব বিষয়গুলোর উপর বিরক্ত সেহেতু আমি নিজের উপরও বিরক্ত অথবা যেহেতু আমি নিজের উপর বিরক্ত সেহেতু এই সব জিনিস আমাকে অসুস্থ করে তুলছে এবং আমি এইগুলোর উপরও বিরক্ত। কিন্তু আমি ছাড়া জয়নাবের আর কেই বা আছে। গত রাতটা ছিল ভালবাসার একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতার রাত।

ভালবাসার উত্থান আর পতন ছিল গত রাতে। শিরার গতি বেড়ে গিয়েছিল কমে গিয়েছিল, বেড়েছিল রক্তের চাপ, আর কেমন একটা অনুভূতিতে পাকস্থলির সংকুচোন আর প্রসারণ বেড়ে গিয়েছিল।

একটা বড় ঢেউ সমুদ্রের তীরে আছড়ে পড়ার সাথে সাথে বালির চর সেটাকে শুষে নিল। ঢেউটা আর সমুদ্রে ফিরে যেতে পারল না।

জয়নাব রাতে প্রণয়ের গান গাইল আর আমি ছিলাম নিশ্চুপ, সে ছিল ভালবাসায় উত্তাল আর আমি ছিলাম উদাসীন, সে আমাকে ভালবাসছিল অথচ আমি তাকে ঘৃণা করছিলাম, সে ছিল গর্ভবতী আর আমি ছিলাম বন্ধ্যা, সে ছিল অনুভূতিপ্রবণ আর আমি ছিলাম নির্বোধ অনুভূতিহীন মন্থর ।

সে বলেছিল তুমি সব সময়ই এই রকম চুপচাপ। আমি বলেছিলাম আমার স্বর এমনই ঠিক যেন শোনা যায় না।

আমি বলেছিলাম, 'ধরো তুমি সম্পত্তির দখলটা আজ পেয়ে গেলে তাহলে আগামীকাল কি সরকার এই জমিটাকে বাজেয়াপ্ত করবে?'

কথাটা যাকে বলা হলো সে উত্তরে বলল, 'আমরা জীবনযাপন করে যাচ্ছি এটা জেনেও যে খোদা শিগ্‌গির আমাদের জীবনটাকে দখল করবেন।'

একটা বড় ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ে ভেঙে সাদা ফেনা হয়ে গেল। তোমার চোখে কবরের ঘুম কিন্তু মনে প্রশান্তি নেই। তোমার মাথার ভেতর উথালপাতাল ঝড়। এমনকি তুমি আবার ডাক্তারের সাথে দেখা করার চিন্তা করছিলে। কারণ তুমি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিলে। এর পর আমি কিই বা চাইতে পারি। কিইবা করতে পারি।

জ্ঞান অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই। মূল্য নেই আমার আইনি মক্কেলদের, আমার একাউন্টে আরো একশ পাউন্ড জমা হবে তারও কোনো গুরুত্ব নেই। একটা সুন্দর ঘরের কোনো দাম নেই কিংবা সকালে ঘুম থেকে উঠে দৈনিক পত্রিকার শিরোনাম দেখার মধ্যেও কোনো অর্থ খুঁজে পাই না। তাহলে কেন আমি শূন্যে একটা ভ্রমণ দিচ্ছি না।

আলোর ঢেউয়ে চড়ে বেড়ানো। সেখানে গতি নির্দিষ্ট করা, আর এই বিশ্বে নির্দিষ্ট করা বিষয়গুলো সব সময় পরিবর্তিত হচ্ছে।

প্রথম যে মহাকাশচারী মহাশূন্যে পৌছে ছিল সে প্রথম অণুজীব বিক্রি করেছিল আর বিক্রি করেছিল অসংখ্য মিথ্যা সংবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়.

আগষ্টের শেষ দিকে পুরো পরিবারটা কায়রোতে ফিরে আসল।

ওমর যখন তার কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছিল তখন পথে আল আযহার চত্বরটা দেখে তার মাঝে হঠাৎ করে আবার বিরক্ত ভাব ফুটে উঠল। সে এখান থেকে প্রস্থান করার পরও জায়গাটা সেই আগের মতোই অপরিবর্তিত আর বিরক্তিকরই রয়ে গেছে।

অফিসে তাকে বেশ উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়া হলো। বিশেষ করে তার সহকারি মাহমুদ ফাহমি।

ঝুলে থাকা কেসের ফাইলগুলো তার কাছে আনা হলো। সেপ্টেম্বরের দিনগুলো এমনিতেই একটু চটচটে ছিল কিন্তু তারপরেও একটা মিষ্টি বাতাস বেশ ভালোভাবে বয়ে যাচ্ছিল। সকালের আকাশটা সাদা মেঘ দিয়ে সাজানো ছিল। মোস্তফা তাকে দীর্ঘ আলিঙ্গন করল। তারা মুখোমুখি দাঁড়ালো। ওমর তার বন্ধুর উপর দিয়ে তাকাল। বন্ধুর টেকো মাথা কালো টাই সিলভার রং-এর বাতির কারণে চমকাচ্ছিল।

মোস্তফা অফিসের ডেস্কের সামনে চামড়ার দীর্ঘ চেয়ারটায় বসতে বসতে ওমরকে বলল, 'বন্ধু তোমাকে তো হরিণীর মতো বেশ ফিটফাট আর কৃশকায় দেখাচ্ছে। সাবাস !'

সে ছোট্ট একটা কাঠের বাক্স থেকে সিগারেট নিল। বাক্সটা খুললে সেখান থেকে বেশ সুন্দর একটা মিউজিক বেজে উঠে। সিগারেটটা নিয়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে মোস্তফা বলে যেতে থাকল, 'আমি প্রায় সময় ভাবি তোমার সাথে ঘুরে আসব আলেক্সান্দ্রিয়ায় কিন্তু আমার পরিবার বলে রাসেল বারের কথা। যাই হোক আমি রেডিওর জন্য নতুন একটা সিরিয়াল লেখা শুরু করছি। '

ওমর তার কেসের ফাইলগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে বন্ধুর চোখের দিকে তাকাল। একটু হেয়ালির মতো করে হেসে তারপর বলল, 'আজকে সকালে আমি কোনো বিরতি ছাড়াই কাজ করব।'

মোস্তফা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু সাথে সাথেই ওমর বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু.. ..'

মোস্তফা চিন্তিত হয়ে বলল, 'কিন্তু কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সত্যি করে বলছি আমার কাজ করার কোনো মানসিকতা নেই।'

একটা অস্বস্তিকর নিরবতা ঘরের ভেতর নেমে এল। মোস্তফা একটু চিন্তিত হয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'মনে হয় তোমার আরো কিছু দিন বিশ্রাম নেয়া উচিত।'

'ছেলেমানুষি বুঝ বন্ধ করো। সমস্যাটা এর চেয়েও জটিল।'

কথা শেষ করে ওমর একটা সিগারেট ধরালো। তারপর গলার স্বরটা একটু পাল্টিয়ে বলল, 'সমস্যাটা আরো জটিল। এটা শুধু আগে যতটুকু ছিল সে পর্যন্তই থেমে নেই অর্থাৎ শুধু আমার কর্মক্ষেত্রকেই না বরং আমার মানসিক অসুস্থতাটা আরো অন্যান্য অনেক বিষয়গুলোকে গিলে খাচ্ছে। যেমন আমার স্ত্রী আমার পরিবার।'

'জয়নাব?' মোস্তফা বেশ আতঙ্কিত হয়ে বলল।

ওমর একটু লজ্জার স্বরে বলল, 'আমি জানি না কিভাবে এটা বলব। কিন্তু এটা সত্যিকার অর্থেই দুঃখজনক। আমি জয়নাবকে এখন আর সহ্য করতে পারছি না। আমার ঘরটা এখন সুখী ভালবাসার ঘর নেই।'

'তুমি কি বলছ? বাছিনা আর জামিলাতো এর সাথে সম্পৃক্ত।'

'সৌভাগ্যবশত আমাকে তাদের প্রয়োজন নেই।'

মোস্তফার চেহারাটা বিষণ্ন হয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। সেখানে দুঃখের ছায়া। সে বলল, 'কিন্তু ওমর তুমিইতো পারো সমস্যাটার গোপন বিষয়টা উপলব্ধি করতে।'

একটু শক্ত ভাবে হেসে ওমর বলল, 'সম্ভবত আদিঅন্তহীন এই বিশ্ব আর এই বিশ্বের একঘেয়ে ক্লান্তিকর পরিভ্রমণ হয়তো এই সমস্যার প্রাথমিক কারণ হতে পারে।'

'আমি নিশ্চিত তুমি পাগলের প্রলাপের মতো বাড়িয়ে কিছু বলছ। যাই হোক জয়নাব এটা নিয়ে খুব উদ্বেগের মধ্যে আছে।'

'সেও একটা অন্ধকার সত্য।'

তারপর ওমর খুব নরমভাবে মোস্তফাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভালবাসার এই জগতে আর কি ঘটার আছে?'

মোস্তফা বলল, 'আমি সব সময় প্রশ্নের মুখোমুখি থাকি কিন্তু আমার কোনো জবাব থাকে না।'

'এখনতো তুমি একটু বুঝতে পারো। কারণ মানসিক এই বৈকল্যের অবস্থাটার ভেতর দিয়েই তুমি এখন যাচ্ছ।'

মোস্তফা বলল, 'তুমি যা ইচ্ছা বলতে পারো। কিন্তু আমি এখন কি করতে পারি। আমার কি করা উচিত?'

'প্রশ্ন দিয়ে তোমার ত্যক্ত হওয়ারই কথা। তোমার গোপন ইচ্ছাগুলো প্রমাণ করো, তোমার স্বপ্নের ভেতর দিয়ে তাকাও। অনেক কিছুই আছে দৌড়ে পালানোর জন্য কিন্তু কোথায় যাবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে। কিন্তু কোথায় যাব?'

'তুমি অবশ্যই উত্তরটা খুঁজে পাবে।'

'তার আগে আমাকে বলো কোন বিষয়টা তোমার কাজ আর বিয়ের ব্যাপারে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে।'

প্রশ্নটা যেভাবেই হোক তার কাছে খুব হাস্যকর লাগল। ওমর তাই একটু মুচকি হাসল। কিন্তু শান্ত পরিবেশে সে তার উত্তেজনাটি দমন করল।

'স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্কটা হয়েছে এক ধরনের অভ্যাস আর বাস্তবতার উপর নির্ভর করে। আমার কাজের ক্ষেত্রটা হলো আমার জীবনধারণের উপায়। আমি আমার অডিয়েন্সকে নিয়ে সুখী। প্রতি সপ্তাহে তাদের কাছ থেকে যে শত শত চিঠি পাই তা নিয়ে আমি সুখী। সাধারণ জনগণের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া খুব সুখের কারণ। এমনকি সেটা পপকর্ণ ভাজা কিংবা পানিফল বিক্রির মাধ্যমে হলেও।'

তার কথা শুনে মোস্তফা বলল, 'শোনো আমি সাধারণ পাবলিকও না, কিংবা কোনো ধরনের রিয়্যালিটিও না।'

মোস্তফা একটু থামল। তারপর আবার বলল, 'যদিও কর্মক্ষেত্রে তুমি অসম্ভব সফলতা পেয়েছ, তোমার স্ত্রী তোমাকে অসম্ভব ভালবাসে আর অর্চনা করে। সুতরাং তোমার সামনে পৌছার মতো আর কোনো লক্ষ্য নেই।'

ওমর একটু ঠাট্টা করে হেসে বলল, 'তাহলে আমি কি এখন আল্লাহর কাছে আমার ব্যর্থতা আর পরিবারের ধ্বংস আর পরাজয়ের জন্য প্রার্থনা করব?'

'জীবনে নতুন কিছুর স্বাদ যদি আবার পেতে চাও তাহলে তুমি এটা করতে পার।'

ওমর বলল, 'কখনো কখনো এটা আমাকে সান্ত্বনা দেয় যে আমি নিজেই আমাকে যথেষ্ট পরিমাণ ঘৃণা করি।' কথা শেষ করে ওমর খুব অস্থিরভাবে তার সিগারেটটা অ্যাস্ট্রের মধ্যে চেপে ধরল।

'আমার কাজের ক্ষেত্র, জয়নাব, এবং আমি নিজে এই সবগুলোই সত্যিকার অর্থে এক জিনিস। আর এই সবগুলো বিষয় থেকেই আমি মুক্ত হতে চাচ্ছি।'

মোস্তফা তার দিকে একটু পরিহাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'পুরাতন কোনো স্বপ্ন কি তোমাকে প্ররোচিত করছে এই ব্যাপারে?'

ওমর একটু দ্বিধা করে বলল, 'বাছিনা কিছু কবিতা লিখেছে।'

'বাছিনা! বলো কি?'

'আমি সেগুলো পড়েছি। আমরা দুজন কবিতাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। বিশ বছর আগে আমি পুরাতন যে বইগুলো পরিত্যাগ করে এসেছিলাম সেই বইগুলোর প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ আমি এখন টের পাচ্ছি।'

'আহ! কতবার আমি ভেবেছিলাম যে এমনটা ঘটবে।'

'থামো। হ্যা একটা নির্দিষ্ট অনুভূতি আমার জঞ্জাল মস্তিষ্কে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। আমি পুরাতন হারিয়ে যাওয়া একটা সুর খুঁজছি। আমি এমনকি আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে বারবার জিজ্ঞেস করছি যে এটা আবার নতুন করে শুরু করা সম্ভব কি না। কিন্তু এটা শুধুমাত্র হাল্কা একটা অনুভূতি যেটা কিছু পরই আবার বাতাসে মিলিয়ে যায়।'

'তুমি খুব শিগ্‌গিরই ভালো হয়ে যাবে। আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।'

'না। আমি আবার পড়াশোনা করার জন্য ফিরে যাচ্ছি। কিছু শব্দও লিখেছি। কিন্তু এগুলো কিছুই হয়নি। এক সন্ধ্যায় আমি যখন সিনেমা হলে ছিলাম তখন খুব সুন্দর একটা মুখ দেখে একই রকম অনুভূতি আমার হয়েছিল।'

'এর পরে তোমার আর কি কি অনুভূতি হয়েছে?'

'এটা একধরনের আবেগপ্রবণ অনুভূতি কিংবা উন্মাদনা বলতে পারো। সৃষ্টিকর্তা হয়তো আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন। আমি এখন বিশ্বাস করি এই অনুভূতি কিংবা উন্মাদনা উচ্ছলতাই আমার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আমার কাজ, পরিবার কিংবা সহায়সম্পদ এইগুলো কিছু না। অদ্ভুত রহস্যময় এই উন্মাদনা সব কিছুকে পরাজিত করে বিজয়ী হওয়ার জন্য যেন এসেছে। এটা একাই সকল সংশয় উদাসীনতা দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে পরাভূত করে ফেলবে।'

মোস্তফা হাতের উপর থুতনি রেখে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি তাহলে ভালবাসাকে চূড়ান্ত একটা বিদায় জানাতে চাচ্ছ?'

সে একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কি তাহলে বলতে চাচ্ছ যে এটা মধ্যবয়সের একটা উপসর্গ। যাই হোক এটা যদি তাই হয় তাহলে এখান থেকে আরোগ্য পাওয়াটা খুব সোজা যদি একজন দায়িত্ববান স্বামী নাইটক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে কিংবা নতুন একটা বিয়ে করা থেকে বিরত থাকে। এবং আমিও হয়তো নতুন কোনো মেয়েমানুষের দিকে ঝুঁকে পড়ব। কিন্তু আমাকে যে বিষয়টা পীড়া দিচ্ছে সেটা তো এর চেয়েও কঠিন।'

মোস্তফা আর হাসি থামিয়ে রাখতে পারল না। সে বেশ উচ্চ শব্দ করে হেসে বলল, 'এটা সত্যিকার অর্থেই খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি, কিংবা শারীরিক চাহিদা নিবৃত্ত করার কোনো দার্শনিক উপায় খুঁজে ফেরা।'

'আমার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করে হাসবে না। তুমি নিজেও এক সময় বিপজ্জনক পথে ছিলে।'

এই কথা শুনে মোস্তফা তার পুরাতন স্মৃতিগুলো মনে করতে করতে আরো একটু হেসে নিল।

'হ্যা।' সে বলল। 'হঠাৎ করেই আমি যখন আমার অবলম্বন হারিয়ে ফেললাম তখন আমি নতুন একটা নাটক লেখা শুরু করলাম। শিল্পসাহিত্য আমার হাতের মধ্যেই নোংরা হয়ে খণ্ড-খণ্ড টুকরায় ভেঙে গিয়েছিল। তাই আমি শিল্পকলাকে অন্যভাবে পরিবর্তিত করতে চাইলাম। যেই পথে আমাদের লক্ষ লক্ষ নাগরিককে এখন আনন্দ দিচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যা আমি সেই পথটা হারিয়ে ফেলেছি। আমি শিল্পকলা থেকে মুখ ফিরিয়ে এমন একটা পেশার দিকে মুখ ঘুরিয়েছি যেটা এর মধ্যেই মরে যাচ্ছে। আইন এবং শিল্প দুটোই এখন অতীত। তুমি যেভাবে করেছ কিংবা তোমার মতো আমি নতুন এই শিল্পে দক্ষ হতে পারব না। আমি বিজ্ঞানচর্চা করতেও ব্যর্থ হয়েছি। আমি হারিয়ে যাওয়া সৃষ্টিশীলতার আনন্দ কিভাবে আবার ফিরে পাব। আমাদের জীবনটা খুবই ছোট আর একটা কথা শোনার পর সেই যে আমার মাথা ঘুরল সেটাকে আমি কখনোই ভুলতে পারব না। একটা লোক বলেছিল, 'আল্লাহ আমাদের জীবনটা খুব শিগ্‌গিরই নিয়ে নিবেন এটা জানার পর কি আমরা জীবনযাপন করা বন্ধ করে দিব?'

'মৃত্যু চিন্তা কি তোমাকে খুব বেশি অস্থির করে তুলেছে?'

'না কিন্তু এটা আমাকে জীবনের গোপনীয়তা বোঝার ব্যাপারে উত্তেজিত করছে।'

'যেভাবে তুমি সিনেমা হলে পেয়েছিলে?'

মোস্তফা তোমার ফুটপাতে ফুটপাতে কিংবা আলেকজান্দ্রিয়া স্কয়ারে ঘুরে বেড়ানোটা জানে না, একটা সুন্দর মুখ যেখানে পরমানন্দ পাওয়া যাবে তার জন্য তোমার আকুলতার বিষয়টাও সে জানে না।

এই উন্মাদ আবেগপ্রবণ ব্যক্তি তার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি আর মনটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ক্ষয়ে যাওয়া ঝলসে যাওয়া ঘাসের তলে।

'ঐ রাতগুলোতে আমি লোভী পশুর মতো শুধু ঘুরে বেড়াইনি। বরং আমি একরকমের হতাশা আর বেদনায় কাতর ছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত.

"তোমাকে যতই দেখি ততই পাবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে
এর সাথে জ্বলে উঠে কামনার আগুন"

'খুবই হৃদয়বিদারক গান। গায়িকাটা কে ?'

'মার্গারেট.. .. আধুনিক প্যারিসের সংগীত তারকা ।'

নতুন চাঁদের আকৃতির বাগানের মধ্যে নাচের মঞ্চটা শরতের বাতাস দিয়ে শীতল হয়েছিল। লাল রংএর দেয়াল দিয়ে ঘেরাও করা একটা মঞ্চ থেকে গানের শব্দ ভেসে আসছিল। মঞ্চটা নানা রং-এর বাতির আলো দিয়ে সজ্জিত করা।

'গায়িকাটাকে দেখতে ইংলিশদের মতো মনে হয়।'

'নাইট ক্লাবের মালিকেরা এটাকেই দাবি করে থাকে..। তার চেহারার রেখাগুলো, তার চোখের নির্দিষ্ট চাহনি, তার চলাফেরার ভঙ্গি এই সব কিছুর মধ্যেই একটা অনাবিল আনন্দের ছন্দ পাওয়া যায়।'

'এই অপরিমেয় আনন্দের দক্ষতায় আমি সত্যিই তোমার প্রশংসা করি।'

'একটা ম্যাগাজিনের আর্ট বিভাগের দায়িত্বে থাকায় এটা করা আমার কাজেরই একটা অংশ।'

'ব্রাভো..তুমি তার নাম বললে মার্গারেট।'

সে হেসে উত্তর দিল, 'অথবা একরাতের জন্য বিশ পাউন্ড। মদের হিসাব এর মধ্যে ধরা হবে না।'

শরতের মৃদু বাতাস যেন কোনো অজানা জগৎ থেকে অভিবাদন নিয়ে ভেসে আসছিল। যে জগতে একজন মাত্র বাস করে আর সে জগতের চারটা কোণা চিরহরিৎ গাছের ছায়ার উপর দাঁড়িয়ে।

'আমি এখন এমন একটা মানসিক অবস্থায় আছি যেখানে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।'

'তুমি কিন্তু এক গ্লাসের বেশি পান করো না।'

'প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো মেয়েটাকে আমার টেবিলে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোস্তফা ওয়েটারের খোঁজে উঠে গেল। লিলি ফুলের সুঘ্রাণ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে চমকপ্রদ একটা জীবনে প্রবেশ করার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। আশ্চর্যরকম দেখতে সব মানুষগুলো তার চোখের সামনে দিয়ে ঘুরাঘুরি করছে। সে নিজেই নিজেকে কৈফিয়তের সুরে বলছিল যে যা দেখছে এখন সব তার অসুস্থতার প্রভাবেই দেখছে।

মার্গারেট তার সন্ধ্যাকালীন গাঢ় রং-এর গাউনটা পরে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। তাদেরকে মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে অভিবাদন জানালো। হাসির কারণে মুক্তোর মতো বাঁধানো দাঁতগুলো দেখা গেল।

তার ঠিক পেছনেই ওয়েটার দাঁড়িয়ে ছিল।

'শ্যামপেন।' ওমর নির্দেশ দিল।

তুমি এটা প্রথম তোমার বিয়ের রাতে পান করেছিল। এটা খুব সস্তা একটা ব্রান্ড। মোস্তফা আর ওসমান যৌথভাবে এটা তোমাকে উপহার দিয়েছিল। তোমার এই অদ্ভুত রোগ তুমি যদি বন্দিদের কাছে প্রকাশ করো তাহলে তাদের কিইবা করার আছে?'

মোস্তফা এমনভাবে মেয়েটাকে অভিবাদন জানালো যেন সে অনেক আগে থেকেই তাকে চেনে।

'মিস মার্গারেট।' সে বলল। 'আপনার কণ্ঠস্বর আমাদের দুজনকেই মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে আমার বন্ধু আপনার ব্যক্তিত্বে ও সৌন্দর্যে বিশেষভাবে মুগ্ধ। সত্যি কথা বলতে কি সে যখনই আপনাকে দেখেছে তখনই তার ভেতরে ..' কথা শেষ না করেই মোস্তফা হাসতে লাগল। তারপর আবার বলল, 'আমার বন্ধু কিন্তু খুব খ্যাতিমান উকিল। তবে আমি আশা করি তার পেশাগত দক্ষতা আপনার প্রয়োজন পড়বে না।'

মার্গারেট শব্দ ছাড়া মুচকি একটা হাসি দিল। তারপর বলল, 'আমি সব সময় এমন একজনকে চাই যে আমাকে রক্ষা করতে পারবে। একজন মেয়ে মানুষের ক্ষেত্রে এটাইতো স্বাভাবিক ঠিক না।'

ওমর একটু তোষামদের সুরে বলল যে সুরে সে দীর্ঘ দিন কথা বলে না ।

'তবে আপনার রূপ সৌন্দর্য আর কণ্ঠের সুরের বিষয়টা আলাদা।'

মোস্তফা বেশ ধূর্ততার সাথে তার নাটকীয় চোখ দুটি একটু নাচিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি, সে কবি হতে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও তেমন মানসম্মত জায়গায় পৌঁছতে পারেনি।'

মার্গারেট ওমরকে বেশ সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করে বলল, 'একজন কবি..! কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ বলার সময় তাকে তো বেশ শান্ত মনে হচ্ছে।'

কথার উত্তরে ওমর বলল, 'এই জন্যই আমি খুব দ্রুত কবিতাকে ছেড়ে দিচ্ছি।'

'এই জন্যই সে সৌন্দর্যকে একটা প্রতিষেধক হিসেবে গ্রহণ করেছে যা তাকে দীর্ঘ দিনের অসুখ থেকে মুক্তি দিবে যে অসুখে সে অনেক দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্যামপেনের বোতলটা খুলে গ্লাসে ঢালার পর গ্লাসগুলো থেকে শ্যামপেনের বুদবুদি উঠছিল।

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমি এক ধরনের ঔষুধ।' মার্গারেট বলল।

মোস্তফা একটু হেসে খুব দ্রুত বলল, 'হ্যা কেন নয়। রাতে ঘুমানোর আগে যেভাবে ঔষুধ খাওয়া হয় তেমনটা হতে সমস্যা কোথায়।'

'এত তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি যত সহজে ভাবছেন রোগমুক্তি কিন্তু তত সহজে হচ্ছে না।'

ওমর তাকে নাচের আমন্ত্রণ জানালো। মার্গারেটের কোমর তার হাত দিয়ে পেচিয়ে ধরেছিল। খুব সুন্দর একটা সুঘ্রাণ তার চেতনাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। গাছ আর তার ডালপালাগুলো নানা রংএর বাতির আলো দিয়ে অপরূপ সাজে সজ্জিত ছিল।

'এটা খুবই সুন্দর আনন্দময় সুখী একটা মুহূর্ত।'

'আপনি দেখতে যেমন লম্বা তেমনি খুব মুগ্ধকর।'

'আপনি নিজেও কিন্তু দেখতে খাটো নন।'

'কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ চোখ কেমন ভয় ধরিয়ে দেয়।'

'এগুলো এখন আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু আমি ভালো নাচতে পারি না। আমি এই সব ভুলে গেছি।'

'কিন্তু আপনি সুন্দর নাচের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লম্বা আছেন।'

'আধুনিক প্যারিসে একটা ক্লাবে আমার বন্ধু যখন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল তখনো সে এই রকম কথা বলেছিল।'

'তাই নাকি।'

শরতের এই মৃদু বাতাসে কত সুন্দর করেই না মিথ্যা কথাগুলো আসছিল। তারা দুজন যখন নিজ নিজ আসনে এসে বসল তখন মোস্তফা তাদের হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানালো।

ওমরের চোখে মুখে বালকসুলভ একটা হাসিখুশি ভাব দেখা যাচ্ছিল। কয়েকটা মুহূর্তের জন্য সে রাতের সৌন্দর্যে সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল।

মার্গারেট ওমরের বা হাতের আংটিটা স্পর্শ করে বিড়বিড় করে বলল, 'বিবাহিত .. আপনারা বিবাহিতরা সত্যিই অবিবাহিতদের জন্য কোনো সুযোগই রাখেননি।'

মোস্তফা হাসতে হাসতে বলল, 'আপনারা দুজন খুব শিগ্‌গির এক হয়ে যাবেন। আমি বাজি ধরতে পারি আজ রাতে আপনারা একসাথে বের হবেন।'

'আপনি বাজিতে হেরেছেন।' মার্গারেট বলল।

'কেন মাননীয় মার্গারেট। আমাদের আইনজ্ঞ বন্ধু দেরি সহ্য করতে পারে না।'

'তাহলে তাকে অবশ্যই কিছু শিখতে হবে।'

তাদের কথার মাঝখানে ওমর খুব নরমভাবে বলল, 'যে কোনো পরিস্থিতিতে আমার গাড়ি আপনি যেখানে চান সেখানে নামিয়ে দিতে পারবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্গারেট যখন ওমরের গাড়িতে উঠল তখন ওমর খুব উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ল।

'কোথায় যাব?'

'এথেন্স হোটেলে।'

'আপনি কি মধ্যরাতের পর পিরামিডের সৌন্দর্য দেখেছেন?'

'আজকের রাতটা অনেক অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই।'

সে গাড়িটা পিরামিডের পথে ঘুরিয়ে নিল।

'নগর সভ্যতা আমাদের রাতের অপরূপ রূপ দেখা থেকে বঞ্চিত করেছে।'

'কিন্তু ...' মার্গারেট বলল।

ওমর পুনরায় নিশ্চয়তার সুরে বলল, 'আমি একজন আইনবিদ। কোনো প্লেবয় না কিংবা বড় রাস্তার ডাকাতও নই।'

সে এখন তার পরিবারের কথা মনে করতে পারে। জয়নাবের মুখ। এবং সত্যিকার অর্থে তার বিয়ের ছবিগুলোকেও যেগুলো সে গত দশবছরে একবারও খুলে দেখেনি।

ওমর আবার বলল, 'পিরামিডের পাশে এই খোলা আকাশের নিচে কত ঐতিহাসিক আর বিখ্যাত সব ঘটনা ঘটেছে।'

মার্গারেট তার ঘাড়ের উপর থেকে ওমরের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'দয়া করে আজকে যেন সেরকম কোনো বিখ্যাত ঘটনা না ঘটে।'

সে তার হাতটা মৃদু চাপ দিল।

মার্গারেট বলল, 'সবচেয়ে ভালো হয় আমরা যদি গাড়ি থেকে না নামি। আর গাড়িটা যদি না থামে। আপনি কি দেখছেন না বাইরে কি শক্ত বাতাস।'

'ভয় নেই আমরা গাড়ির ভেতর বেশ ভালো নিরাপদ।'

আহ! রাতের আঁধার কিভাবে আমাদের চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে। তোমার আত্মা ভালবাসার জন্য আর পরমআনন্দে আকুল হয়ে আছে।

'আমরা কেন আজকের রাতটা এখানে কাটাতে পারি না?'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখেন আর বোঝার চেষ্টা করেন। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলেন।'

'আপনিতো কখনোই শুনেননি যে রাতের বেলা পিরামিডে কত কিছুই না হয়ে থাকে।'

'আপনি আগামিকাল আমাকে এই ব্যাপারটা বলবেন।'

তারা একে অপরে চুমু খেল। ওমর মার্গারেটের গলায় চুমু খেয়ে আবার সাথে সাথেই সচেতন হয়ে উঠল। মরুভূমির উপর দিয়ে তার গাড়িটা আবার চালানো শুরু করল।

'দয়া করে আমার আচরণে রাগ করবেন না।' মার্গারেট বলল

'আমি আসলে অভ্যন্তরীণ কিছু অবস্থার কাছে বশ্যতা স্বীকার করছি।'

'অভ্যন্তরীণ?'

'আমি বলতে চাচ্ছি মেয়েলি সংক্রান্ত কিছু অবস্থা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সত্যি কথা বলতে কি আমি খুব ক্লান্ত আজ।'

'আমিও। কিন্তু আমি আমাদের জন্য উপযুক্ত একটা জায়গা ঠিক করতে পারব।'

'একটু ধৈর্য ধরেন। আমরা আগামীকাল আবার সাক্ষাৎ করি।'

'আমি কিন্তু সব ব্যবস্থা করতে পারব।'

'একটু ধৈর্য ধরেন।'

'আমরা কিন্তু একসাথে থাকতে পরব। আমি অনুভব করছি।'

'ঠিক আছে।' মার্গারেট রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল।

সে যখন বাড়িতে ফিরে এল তখন প্রায় সকাল হয়ে গেছে। লিফটে উঠতে উঠতে সে ভাবছিল তার বাবা তাকে বাড়িতে রাত করে ফেরার জন্য কত না তিরস্কার করত।

শোয়ার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে দেখল জয়নাব চেয়ারে বসে তার দিকে খুব নিভু নিভু আর দুঃখী চোখে তাকিয়ে আছে।

সে খুব শান্ত ভাবে বলল, 'তোমার ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিল।'

জয়নাব হতাশ হয়ে তার হাত দুটো নেড়ে বলল, 'এটা তৃতীয় রাত তুমি এত দেরি করে ফিরেছ।'

সে কাপড় না খুলেই দূর থেকেই দাঁড়িয়ে বলল, 'এটা খুব দরকার ছিল।'

জয়নাব খুব তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'ঘর কি তোমাকে বিরক্ত করছে?'

'না সেরকম না। কিন্তু এটা সত্য যে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'তো শুনি তুমি কিভাবে রাতটা কাটালে।'

'কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় না। এই সিনেমা হলে ছবি দেখলাম, কফি হাউজে কফি খেলাম, গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম।'

'আর আমার মাথার ভেতর তোমার এই সবই ঘুরপাক খাচ্ছিল।'

'কিন্তু তোমার উচিত ছিল ঠাণ্ডা একটা ঘুম দেয়া।'

'শেষ পর্যন্ত মনে হয় আমিও অসুস্থ হয়ে যাব।'

'আমার কথা অনুযায়ী চলো।'

জয়নাব খুব গভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমার সাথে খুব ভয়াবহ ঠাণ্ডা আচরণ করছ।'

এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। তোমার পুরাতন সত্তাটার চামড়াটা খসে পড়েছে। এখন সে রহস্যময় কোনো আহ্বানের জন্য দিগ্‌বিদিক হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। সে তার পাশে গতকালের সব আনন্দ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তার আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে ফেলে দিয়ে এমনকি যে বালিকাটার তারুণ্যের রূপ যখন চার্চের ঘণ্টা বাজছিল তখন একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া তৈরী করেছিল তাও ভুলে গেছে। এমন কি একসময় তুমি সেই সবুজ চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বলতে, 'ভালবাসা হলো অকুতোভয় নির্ভীক।'

জয়নাব তোমার সাথে মিশে বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু আমার পরিবার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমিই তোমার পরিবার। আমিই তোমার একমাত্র পৃথিবী। মহা বিচারের দিন পর্যন্ত আমরা এক সাথেই থাকব।'

আজকে তোমার জীবনটা খুব সস্তা একটা গানের কারণে প্রায় ঝুলে পড়েছিল।

জয়নাব তুমি তোমার জন্য আর আমার জন্য ঘুমিয়ে পড়ো।

অন্যদিকে আরেকজন মেয়ে মানুষ লাল একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গাইছে

"তোমাকে যতই দেখি ততই পাবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে
এর সাথে জ্বলে উঠে কামনার আগুন"

সে মোস্তফার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'মার্গারেট কোথায়?'

মোস্তফা বলল, 'একটা চমক আছে?'

'কি সেটা?'

'সে চলে গেছে।'

'কোথায়?'

'মহা পৃথিবীতে।'

'বিষয়টা কি খুব অনাকাঙ্ক্ষিত হলো না?'

মোস্তফা অবজ্ঞাভরে তার হাতটা একটু ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'চলো আমরা অন্য কাউকে খুঁজে বের করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আট.

বিশ্বাসঘাতকের মতো তার এই কাজটার প্রতিক্রিয়া আরো ক্ষিপ্র এবং দ্বিগুণ গতিতে প্রকাশ পেল। সে আরো তীব্রভাবে তার পাগলামাটো টের পেতে থাকল। শেষ পর্যন্ত হয়তো গাছের ঐ শাখাগুলো কথা বলতে থাকবে।

মোস্তফা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মনে করছ যে এটাই তোমার একমাত্র প্রতিষেধক?'

ওমর বলল, 'সম্ভবত এটাই একমাত্র বিষয় যা আমাকে অনেক বেশি সাহায্য করবে।'

সে কাবেরি ক্লাবের কাছে তার গাড়িটা থামালো।

গাড়ি থেকে বের হতে হতে বলল, 'তুমি তো জানো আমি অনেক অকেজো নিস্ফলা বিষয় নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছি অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করেছি। মার্গারেটকে নিয়ে আমি আসলেই বুকের ভেতর একধরনের কাঁপন অনুভব করছি। তাকে নিয়ে যে অনুভূতি অতিক্রম হয়েছে সেটা আসলেই সত্যিকার অর্থে হৃদয় কাঁপানো অনুভূতি।'

তারা দুজনেই মাচা জাতীয় একটা ছাদের নিচে বসল। হাল্কা আলোতে ক্লাবে আসা আরো লোকজন অন্যান্য টেবিলে বসছিল।

মোস্তফা বলল, 'এই ক্লাবের ম্যানেজার তোমার এক বন্ধু।'

সে হাত দিয়ে দূরে মঞ্চের এক কর্ণারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোককে ইশারা দিয়ে দেখাল। ম্যানেজার দেখতে ছোট্টখাটো কলসির মতো। খুব মাংসল শাদা চেহারা। তার ঘন পল্লবের চোখদুটিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন আর ভারী মনে হচ্ছিল। লোকটা যখন মোস্তফাকে দেখতে পেল তখন আশ্চর্য হয়ে খুব দ্রুতগতিতে তাদের টেবিলের দিকে আসতে থাকল।

ওমর লোকটাকে চিনতে পারল। এই লোকটা তার একজন মক্কেল। সে এই লোকটার হয়ে দুটো আইনি লড়াইয়ে জিতেছে। লোকটা খুব উষ্ণ সংবর্ধনার সাথে তাদের হাত দুটি ধরে অভিবাদন জানালো। তারপর পাশে বসতে বসতে বলল, 'ওমর বেক এটা সত্যিই অভিভূত আর বিস্মিত হবার মতো ঘটনা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে হুইস্কির অর্ডার দিয়ে তাদের দিকে আবার ফিরে বলল, 'আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি আপনি এখানে আসবেন। বিশেষ করে আপনাদের মতো লোক যারা কঠিন খেলার কাজ করে থাকে।'

মোস্তফা তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ষড়যন্ত্রের সুরে বলল, 'ফর্মালিটি ছাড়েন মি. ইয়াযবেক।'

তার কথায় ম্যানেজার একটু সতর্ক আর উদ্বেগের চোখে তার দিকে তাকাল।

মোস্তফা হেসে বলল, 'আপনি যা সন্দেহ করছেন বিষয়টা তেমনই। সময় এসেছে আপনার ল ইয়ারকে উত্তম সেবা ফিরিয়ে দেয়ার।'

'ওমর বেক?'

'আমি ভাবছিলাম আপনাকে বলব তার জন্য ভালো উপযুক্ত একটা মেয়ের ব্যবস্থা করে দিতে।'

ম্যানেজার খুব প্রশস্ত হাসি দিয়ে বলল, 'সতী, সুন্দরী মেয়ে.. ভালো পরিবারের।'

'আহা ! আমি বলছিলাম ভালবাসার জন্য একটা মেয়ে। বিয়ের জন্য না।'

'মাননীয় আসলেই কি তেমন কিছু।'

'আপনার কাছে তেমন সুন্দরী আকর্ষণীয় মেয়ে আছে নাকি?'

ম্যানেজার তার ছোট্ট হাতটা কচলাতে কচলাতে বলল, এটাইতো কাবরির মূল আর্কষণ।'

সে ওমরের দিকে সংশয়ের সাথে তাকাতে তাকাতে আরো বলল, 'মেয়েটা ড্রামা ইনস্টিটিউটের ছাত্রী। তবে সে অভিনয়ে তেমন ভালো না। সে নাচতে ভালবাসে। কাবরি ক্লাবে সে ভালো অবস্থায় আছে।'

'ওয়ারদা !'

'সে ছাড়া অন্য কেউ।'

মোস্তফা একটু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'আমি আসলে এই মেয়েটাকে ভাবছি না। কারণ তার উচ্চতাটা স্বাভাবিকভাবে আমাকে নিরুৎসাহিত করেছে।'

ইয়াযবেক বেশ আত্মবিশ্বাসে মঞ্চের দিকে ইশারা করল সেখানে মিউজিশিয়ানরা প্রাচ্য একটা নাচ মঞ্চস্থ করছিল। মঞ্চে একজন নর্তকী পুরো ঝড় তুলে ফেলেছে। তাকে সবাই বেশ বাহবা দিচ্ছিল। খুব চমৎকার আর্কষণীয় একজন রমণী তার দীর্ঘ পল্লবের চোখ, প্রশস্ত কপালে চেহারায় বিশেষ একটা অভিজাত ভাব ফুটে উঠেছিল।

মোস্তফা বিড়বিড় করে বলল, 'চমৎকার। অসাধারণ।'

ইয়াযবেক বলল, 'আপনি এর বিষয়ে যে কোনো ধরনের বিপদ থেকে নিরাপদ।'

'আমার জন্য আমি নিজেই যথেষ্ট। এটা হলো আদর্শ স্বামীদের জন্য আনন্দপূর্ণ সময় কাটানোর একটা উপায়।'

মোস্তফার কথা শুনে ওমর একটু মুচকি হাসল। সে মনে করার চেষ্টা করল একবার মোস্তফা বলেছিল যে সে তার স্ত্রীর সাথে কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। এটা অবশ্য তখন মোস্তফা যখন তার স্ত্রী ছাড়া আর অন্য কোনো মেয়েকে পটাতে পারেনি।

ওমর হঠাৎ করেই তার পাশে বেশ সোরগোলের শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে খুব সুন্দর আকর্ষণীয় একটা শরীরের নড়াচড়া দেখতে পেল। মেয়েটার শারীরিক উচ্চতা সত্ত্বেও তার চলাফেরা ছিল খুব নমনীয় আর স্বাভাবিক। সে মেয়েটার হাসিটাকে খুব পছন্দ করল যেমন সে পছন্দ করে চিরহিরৎ গাছ। চিরসবুজ গাছের মতোই মেয়েটার হাসিটা ছিল সতেজ। ইয়াযবেক হাত নেড়ে ক্লাবের অন্যান্য সবাইকে বিদায় জানাল। তারা সবাই চলে যাওয়ার পর মোস্তফা খুব সতর্ক আর সিরিয়াস চোখে ইয়াযবেকের দিকে তাকাল।

'ভালবাসার পরমানন্দগুলো খুব কদাচিৎ রাতের ক্লাবগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়।'

ওমর বেশ শ্লেষাত্মকভাবে বিড়বিড় করে বলল, 'যে চেষ্টা করে সেই পৌঁছাতে পারে। তুমিতো জানো এখন এই সময়গুলোতে আমি যখনই জয়নাবের মুখোমুখি হই তখনই আমার কষ্ট হয়।'

'এই ব্যথা বেদনাগুলো অন্তরের বিলাসিতার চেয়ে আরো বেশি তীব্র।'

মোস্তফা সমস্যাটাকে প্রণয়ের সাথে যুক্ত হওয়ার ইশারা করল।

কিন্তু ওমর বলল, 'আমি মেয়েদের সাথে দৈহিক বিষয়টাকে যেমন দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে জীবনটা দুইটা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে।'

ওয়ারদা নামের মেয়েটা সোজা তাদের দিকে হেঁটে আসল। কোনো রকম ভনিতায় না গিয়ে সে সরাসরি তার প্রশস্ত পল্লবের দীর্ঘ আর উজ্জ্বল চোখ দিয়ে এক দৃষ্টিতে ওমরের দিকে তাকাল। তার হাতের ব্রেসলেটে মাখা জেসমিন ফুলের সুঘ্রাণ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েটা ওমরের হাতটা ধরে একটু ঝাঁকি দিয়ে বেশ খুশি খুশি ভাব নিয়ে বলল, 'অবশেষে বেশ উঁচু দরের সম্ভ্রান্ত একজন লোকের সন্ধান আমি পেলাম।'

সে বসল ওমর আর মোস্তফার মাঝে। হাতটা রাখল টেবিলের উপর ছড়িয়ে। ফলে টেবিল ক্লথের উপর জেসমিন ফুলের আরো সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল। শ্যামপেনের বোতল চলে আসল। ভেতর থেকে বুদবুদি উঠছিল।

ওয়ারদাকে খুব পরিপাটি লাগছে। সে মোস্তফার দিকে তাকিয়ে খুব আন্তরিকভাবে মুচকি হাসি দিল তারপর তার নাচ আর রূপগুণের প্রশংসা শুনতে থাকল।

ওমর যখন তার ধূসর বাদামি চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজছিল তখন ওয়ারদাও ওমরকে বেশ সম্ভ্রমের সাথে দেখছিল।

ওমর ভাবছে আমি এখানে এসেছি শুধু মাত্র ভালবাসার উদ্দেশ্যে। সব রকম জটিলতা আর অস্পষ্টতা পরিষ্কার। চারপাশের সুঘ্রাণটা ছিল মনোমুগ্ধকর আর তার চোখের দীর্ঘ পল্লব ছিল সম্মোহিত করার মতো।

'তাহলে আপনি একজন বিখ্যাত আইনবিদ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে এটার গুরুত্ব খুবই কম।'

'আমার সমস্যাগুলো দুর্ভাগ্যবশত কোর্টের মাধ্যমে সমাধান হয়ে যাবে।'

'দুর্ভাগ্যবশত কেন?'

'কারণ সেগুলো হয়তো আপনিই সমাধান করে দেবেন।'

মোস্তফা হাসতে হাসতে বলল, 'তার বিশ্বস্ততা কোর্টের ভেতরে এবং বাহিরে এক সমান।'

ওমর মেয়েটার লম্বা উন্মুক্ত ফর্সা গলার দিকে তাকাল। সেখানে একটা সাধারণ মুক্তোর মালা পেচিয়ে আছে। তার বুকের উপরের অংশ বেশ প্রশস্ত আর অর্ধ উন্মুক্ত। রাঙানো ঠোঁট আর দীর্ঘ পল্লবের চোখের দৃষ্টি থেকে বেশ রহস্যপূর্ণ প্রায় অপরিচিত এক আকর্ষণ খুঁজে পাচ্ছিল। দুর্বোধ্য সেই আকর্ষণ যেন রাতের শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে।

সে অনেক কিছুই এখানে দেখতে পেল। নিষিদ্ধ আনন্দ, অপরিমিত মদ পান, তার গ্লাসে ওয়ারদার হাত লাগার ফলে সেখান থেকে জেসমিন ফুলের সুঘ্রাণ, ওয়ারদার উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টি এই সব কিছুই তাকে মোহিত করে ফেলেছে।

ক্লাব যখন বন্ধ হয়ে যাবে সে তখন বলল, 'আমরা কি এখন যেতে পারি?'

মোস্তফা বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

ওয়ারদা তার কেডিলাক গাড়িটা দেখে বেশ মুগ্ধ হয়ে গেল।

ওমর জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাসা কোথায়?'

'এটা একটা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন। আপনারও নিশ্চই একটা ঘর আছে।'

'হ্যা। একজন স্ত্রী আর দুই মেয়ে।'

'ঠিক আছে তাহলে আমাকে বাড়ি নিয়ে চলেন যেভাবে খেয়ালি লোকেরা নিয়ে যায়।'

সে পিরামিডের পাশ দিয়ে উন্মাদের মতো গাড়ি চালাল। খোলা আকাশের নিচে একটা আশ্রয় খুঁজছিল যেভাবে সে মার্গারেটের সাথে খুঁজেছিল।

পশ্চিমের আকাশে আধা চাঁদটা ডুবে যাচ্ছিল। সে তার দিকে ঝুঁকে খুব মোলায়েমভাবে একটা আলতো চুমু খেল। তারপর তারা দুজন একে অপরকে দীর্ঘ চুমু খেল।

ওয়ারদা ফিসফিস করে বলল, 'এটা খুব চমৎকার।'

খোলা উন্মুক্ত মরুভূমিতে সে ওয়ারদাকে বেশ আসক্তির সাথে নিজের দিকে টেনে আনল।

তার হাতের আঙুলগুলো ওয়ারদার চুলের ভেতর বিলি কেটে দিচ্ছিল। সে খুব অদ্ভুত এক স্বরে বলল, 'কখন সকাল হবে।'

সে তার গালকে ওয়ারদার গালের সাথে ঘষল। তারা তাদের চোখ বরাবর ডুবে যাওয়া ঘুমন্ত চাঁদটাকে দেখতে থাকল। বালুচরের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এর বিবর্ণ আলোটার দিকে চেয়ে থাকল। হৃদয়কে তৃষ্ণাতুর করে চাঁদের আলোটুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃশেষ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে এই ঐশ্বরিক মুহূর্তটাকে ধরে রাখতে পারবে যে মুহূর্তটা গোপন রহস্যময় একটা অর্থ পৃথিবীকে জানিয়ে যাচ্ছে।

তুমি দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকার দিগন্ত আর চাদের ডুবে যাওয়া গভীরতার দিকে মিনতি ভরা হাতকে বিস্তৃত করে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার বুকের ভেতর জ্বলন্ত কাঠের টুকরা ধিকধিক করে জ্বলছিল।

'তুমি কি স্বপ্নবিলাসী একজন মানুষ?' ওয়ারদা জিজ্ঞেস করল।

'না আমি খুবই বাস্তববাদী।'

ওয়ারদা হাসল।

'কিন্তু তুমি মেয়েদেরকে পরাস্ত করতে পারো না।'

'আমি কিন্তু পুরুষদেরকেও হারাতে পারি না।'

'খুব ভালো।'

ওয়ারদাকে আরেকটু কাছে টেনে এনে সে বলল, 'কিন্তু এক সময় আমি যে কাউকে হত্যা করতে পারতাম।'

'একজন মেয়েমানুষের জন্য?'

'না।'

'থাক চাঁদের আলোতে এই সব কথাবার্তা বলার কোনো দরকার নেই।'

'তুমি হয়তো জানো না একটা মুহূর্তে আমি নিজেকেই শেষ পর্যন্ত খুন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।'

'আমার উপস্থিতিতেই?'

'না তোমার বাহুর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে।'

'এই চাঁদের আলোতে?'

'চাঁদের আলো এখন চলে গেছে।'

ওমর যখন বাড়ি ফিরে এসে তার শোবার ঘরের বাতির সুইচ জ্বালালো দেখল জয়নাব তার নিস্প্রাণ চোখে তাকিয়ে আছে। সে জয়নাবকে উদাসীনভাবেই তার কথা জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু জয়নাব বেশ উদ্বেগের সাথেই বলল, 'এর মধ্যেই সকাল কিন্তু হয়ে গেছে।'

'তো কি হয়েছে?'

জয়নাব বিছানায় বসে পড়ল। তার চোখ দুটি নামিয়ে নিল। চোখ ছলছল করছিল ।

'আমাদের বিয়ের পর এতগুলো বছরের মধ্যে আমি কখনোই তোমার কণ্ঠে এমন স্বর শুনিনি।'

ওমর কিছু না শোনার ভান করে তার প্যান্ট খুলতে লাগল। তখন জয়নাব প্রায় চিৎকার করে বলল, 'আমি কখনোই তোমার কাছ থেকে এমন কিছু শুনিনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওমর বিড়বিড় করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'অসুস্থতটা এরকমই।'

'এরকম একটা জীবন আমি কিভাবে সহ্য করে যাব।'

'আমার দিনগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। রাতগুলো এখন আর নষ্ট করো না।'

'তোমার মেয়েরা নানা রকম প্রশ্ন করছে।'

'ঠিক আছে একটু সমজদারের মতো পরিস্থিতিটা সামাল দেয়ার চেষ্টা কর।'

জয়নাব দেয়ালের দিকে তার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমার যদি অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকত।'

সে বিছানায় শুয়ে বাতি নিভিয়ে দিয়ে চোখ বুজে ফেলল।

শুক্রবার সে দেখল বড় মেয়ে বাছিনা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ফুলের টবে পানি দিচ্ছে। সে খুব মোলায়েমভাবে তার দিকে তাকিয়ে হাসি দিল। কিন্তু বাছিনা তাকে খুব উষ্ণ অভিবাদন জানাল। কাঁধটা বাড়িয়ে দিল বাবাকে চুমু খাওয়ার জন্য। বাছিনার হাসিখুশির মাঝেও একধরনের কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া আর তার প্রতি খুব মিহি একটা ভর্ৎসনা সে টের পেল।

'বাবা আমি তোমাকে খুব মিস করছি।' বাছিনা বলল।

সে মেয়ের থুতনিতে আলতো করে হাত রেখে বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু দেখ আমি অবশ্যই ভালো হয়ে যাব। এখন আমার ক্ষমা দরকার।'

বাছিনা আবার তার ফুলের টবের দিকে চলে গেল।

ওমর বলল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যা।' সে বলল। একটু থেমে তারপর আবার বলল, 'কিন্তু মা ভালো নেই।'

'সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল। তবে সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য ধারণ করো।'

বাছিনা জেসমিন ফুলের একটা কুড়ির দিকে তাকাল। মাত্র ফুটতে যাচ্ছে। সে খুব উল্লসিত হয়ে বলল, 'প্রথম জেসমিন এটা। ফুলটা খুব ছোট কিন্তু এর ঘ্রাণ অনেক তীব্র। বাবা আমি কি এটা তোমার জন্য ছিঁড়ে আনতে পারি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়.

একটা অর্থহীন অবাস্তব অফিসে প্রতিদিন যাওয়া আসাটা কি অদ্ভুতই না মনে হয়। এটাকে বন্ধ করে দেয়ার মতো শক্তি সাহস তার কবে হবে। অফিসের প্রধান কারণিক এর মধ্যে বলেছে, 'আমরা প্রত্যেকদিন একটা করে আইনি লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছি। আমি নিজেও প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ছি।'

সত্যি কথা বলতে কি সে নিজেও কাজের সমস্ত বোঝা অন্যদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। অফিসিয়াল বিষয়গুলো খুব কমই সে এখন নজরদারি করছে। দেয়াল থেকে নিষ্প্রাণ চোখগুলো তার দিকে বিমূর্ত তাকিয়ে আছে।

তবে তার সৃজনশীল আর শৈল্পিক ক্ষমতাগুলো এখন সোলায়মান পাশা স্কয়ারের একটা নতুন ফ্লাটে বেশ ভালোই কাজ করছে।

'আমি আনন্দিত যে আমরা আমাদের নিজেদের নিরাপদ জায়গাতেই এখন বসে আছি।' সে ওয়ারদাকে বলল। 'শীতের মধ্যে বাইরে পিরামিড দেখতে যাওয়া ঠিক হবে না।'

ওয়ারদা তার কাঁধটাকে একটু ঝাঁকিয়ে কাবরির বিশেষ মাচার নিচে বসে বলল, 'শীত পর্যন্ত আমার প্রতি তোমার মনোযোগ থাকবে কি?'

সে শ্যামপেনের গ্লাসটা তুলে ধরল।

'তোমার প্রতি আমার মনোযোগ থাকবে আজীবন।'

ইয়াযবেক একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওমর তার সাথে একটু হাসি বিনিময় করে ওয়ারদার হাতটা ধরে বলল, 'আমি ওর কাছে আসলেই ঋণী।'

'সে আসলেই ভালো এটা সত্যি, কিন্তু তুমি যতটুকু আশা করছ তার চেয়ে বেশি লোভী সে।'

'কিন্তু তুমিতো জানো আমি হলাম তার মানে শ্যামপেনের একজন খরিদ্দার।'

ওয়ারদা একটু ভ্রূকুচকে বলল, 'কিন্তু এখানে প্রতিদিন আসাটা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ।'

তার চোখেমুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। সে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমিইতো শুভ্র অভিবাদন, তোমার জন্যইতো আসা।'

ওয়ারদা তার দুচোখ দিয়ে ওমরকে একবার আলিঙ্গন করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঐ পিরামিডটা কি এখনো দেখা হয়নি?'

'হ্যা আমার ভালবাসা। আমার পক্ষ থেকে আমি যেমন বলেছিলাম এটা শুধু তেমন প্রেমই নয় বরং.. ..'

ওয়ারদা মৃদুভাবে ওমরের হাতে চাপ দিল।

'থাক তার নাম বলার দরকার নেই। এটা নিজেই নিজের নাম ঠিক করে নিক। সবচেয়ে ভালো হবে সেটা।'

'তুমি দেখতে এত সুন্দর যে আমি পাগল হয়ে গেছি।'

'আমি যেহেতু একজন অভিনেত্রী তাই কথাকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'আর একজন অভিনেত্রীতো শব্দের অর্থটাকেই পরিপূর্ণ জোর দেয়।'

'তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি কি জানো অধিকাংশ লোকই শিল্প সংস্কৃতির বিষয়ে ভুল ধারণা নিয়ে থাকে। এই জন্য আমার পরিবারকে আমি ত্যাগ করেছি। বিষয়টা এমন যে এখন আমার কোনো ভাই নেই কোনো বাবা নেই।'

ওমর তার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'অভিনয়টা নিঃসন্দেহে কাবরির ক্লাবে নাচানাচি করার চেয়ে অনেক ভালো।'

'অভিনয়ের প্রতি আমি পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে পারিনি। তারা বলে এতে নাকি আমার তেমন দক্ষতা নেই। তবে নাচই আমার সত্যিকার ভালবাসা। সুতরাং সেটা কাবরিতেই হোক বা এরকম আর অন্য কোথাও যেখানেই হোকনা কেন সেটাই আমার জন্য দরকার।'

ওমর বেশ উষ্ণ স্বরে বলল, 'কিন্তু তোমার হৃদয়টাতো সোনা দিয়ে বাঁধানো।'

'আমি অবশ্য এই ধরনের কথা এর আগে কখনো শুনিনি।'

সে একাধিক লোককে তার নতুন ফ্লাটটা গোছানোর কাজে লাগিয়ে দিল। নতুন ফার্নিচার,

মদ্যশালা, নানা ধরনের শৈল্পিক নকশা, চিত্রকর্ম সব কিছুর আয়োজন করা হলো। সবশেষে ফ্লাটটা বেশ চমৎকারভাবেই গোছানো হলো। পৃথক পৃথক শোবার ঘর, আপ্যায়ন কক্ষ, আর সহস্র আরব্যরজনীর মতো করে সাজানো হয়েছে বিশাল একটা হল রুম। সে টাকার যন্ত্রণাকে পাত্তা না দিয়ে দুই হাতে খরচ করল। মোস্তফা মানুবি যখন আসল দেখতে তখন সে বন্ধুর হতবাক হয়ে যাওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'কোনো প্রকার ঠাট্টা বা তিরস্কার ছাড়া তুমি আমাকে বলোতো জীবনের অর্থ কি?'

'জীবন!' মোস্তফা একটু অবাক হওয়ার সুরে বলল।

'আমি এই বোধির দেয়ালটার প্রতিটি অংশে আঘাত করেছি, অবশেষে এর ভেতরের গোপন ঐশ্বর্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম।'

মোস্তফা বেশ শান্তভাবে তার কাঁধটাকে একটু ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'পাগলামি করার মাঝেও এক ধরনের সৌন্দর্য আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গত কয়েকদিনে আমি জীবনের যে স্বাদ পেয়েছি তা এর আগে কখনো আমি পাইনি। কোনো কিছুই এখন কোনো ব্যাপার না।'

মোস্তফা হাসতে হাসতে বলল, 'ইয়াযবেকের অস্বস্তিটাই তাহলে এই মেয়েটার বিশ্বস্ততাকে প্রমাণ করল।'

'মেয়েটা সৎ হতে পারে আবার অনেক বড় অভিনেত্রীও হতে পারে।'

'কিন্তু সেতো অভিনয়ে ব্যর্থ হয়েছে।'

মেয়েটা যখন প্রথম এই ফ্লাটে ঢুকেছিল তখন সে বেশ অবাক হয়েছিল। সে বেশ প্রশ্রয়ের সুরেই বলেছিল, 'তুমি শ্যামপেন সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি খাও কিন্তু সত্যিকার অর্থে তুমি খুব অপব্যয়ী। টাকা নষ্ট করতে তোমার কষ্ট লাগে না।'

ওমর ওয়ারদাকে খুব আলতোভাবে চুমু খেয়ে বলেছিল, 'এটাই আমাদের পাখির নীড়ের মতো ছোট্ট বাসা।'

'আমি তোমাকে কোনোভাবেই চাপ দিতে চাই না আমি চাই তুমি আমার প্রকৃতটাকে ভালোভাবে চিনে নাও।'

'যদি আমি আমার ওয়ারদাকে ভালোভাবে নাও চিনতে পারি তাহলেও আমি কোনো ধরনের পাগলামি করব না।'

ওয়ারদা বেশ প্রশস্ত হাসি দিয়ে বলল, 'তাহলে তোমার চেনা না চেনার জন্য আমি কিন্তু দায়ী নই।'

'কিন্তু পিরামিড?'

'এটা কিন্তু আগুন যখন আমাদের একটু তাতিয়ে দিয়েছিল তার চিৎকার। এর মানে কিন্তু এই নয় যে চিৎকার করাই আমাদের স্বভাব।'

ওমর সোফার মধ্যে একটু হেলান দিয়ে শুয়ে বলল, 'মোস্তফা আমাকে বলেছে ইয়াযবেক নাকি বেশ দুঃশ্চিন্তায় আছে।'

'আমি অন্য কারো সাথে বের হতে অস্বীকার করতেই পারি। সে ইচ্ছা করলে যেখানে খুশি চলে যাক।'

'আর সেখানে চিরজীবন থাকুক।'

'আমি কাবরি ক্লাবে আমার নাচার কাজটা কমিয়ে দেব ।'

'তুমি আমাকে বলো গোলাপের সুগন্ধি পানি কি তোমাকে সিক্ত করেছে? তুমি অনেক সুন্দর।'

ওয়ারদা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আজ খুব গরম পড়েছে। আমি ফ্লাটের নতুন এই বাথরুমে একটা গোসল দেব।'

ওমর তার বাইরের কাপড় পাল্টালো। হলরুমে ঢুকে সে বুঝতে পারল তার মনের রোগটা দূর করার জন্য যথেষ্ট আনন্দ আর সুখ এখন আছে। তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছে, 'গোসলখানার ঝর্নার পানি এখন কি করছে?'

গোসলখানার দরজার ওপার থেকে ওয়ারদার কণ্ঠ ভেসে এল।

'কিছু একটা ঠিক মনে হচ্ছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজা খুলে গেল। ওয়ারদা একটা তোয়ালে দিয়ে নিজেকে পেচিয়ে তড়িৎ একবার তার দিকে তাকিয়ে দ্রুত শোয়ার ঘরে চলে গেল। বেশ পুলকিত হয়ে ওমর তার চোখটা একটু বন্ধ করল। তার ছোট্ট এই ফ্লাটটা হয়তো পিরামিডের আনন্দটা আবার পুনরাবৃত্তি করবে। তার হাতে এখন এমন জিনিস আছে যেটা হয়তো তার হৃদয়ের আকুল আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করবে। ওয়ারদা হয়তো মার্গারেটের মতো হারিয়ে যাবে না।

তোমার এক ঘনিষ্ঠ উকিল বন্ধু একবার অফিসে তোমাকে বলেছিল, 'একজন পরিশ্রমী সফল আইনজীবী হওয়ার জন্য যে প্রণোদেনার দরকার তোমার মাঝে ইদানীং সেটা দেখা যাচ্ছে।'

তুমি হেসে বলেছিলে, 'সফল হওয়ার জন্য যতটুকু হাস্যোজ্জ্বল দরকার আমার মনে হয় তার চেয়ে কম আছে।'

সে তোমার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য তার পছন্দের বিষয় রাজনীতিকে নিয়ে আসল।

সে বলল, 'লোকজন বর্তমানে আসলে কি ভাবছে। তাদের চাওয়াপাওয়াটা কি?'

রাজনীতিতে তোমার অনাগ্রহতা নিয়ে তুমি উত্তর দিলে, 'পাগলের মতো আনন্দ অন্বেষণ করা।'

সে তোমার কথার কিছুই বুঝল না। সে একটু নারীঘেঁষা। কিন্তু তুমি কিন্তু সেরকম নও।

শোয়ার ঘরের দরজা অর্ধেক খুলে গেল। তার ভেতর দিয়ে ওয়ারদা মাথা বের করে বলল, 'অনেক সময় পার হয়ে গেছে। এখন একটা চুমু না খেলে আমি মরে যাব।'

ওমর তার দিকে দৌড়ে গেল। ওয়ারদার চিবুকটা দুই হাত দিয়ে ধরে তার মুখটা সামনে এনে সে ওয়ারদাকে চুমু খেল। ওয়ারদার শরীরের মিষ্টি সাবানের ঘ্রাণ সে পেল। সে ফিসফিস করে বলল, 'আমি কি ভিতরে আসতে পারি।'

ওয়ারদা তাকে হাসতে হাসতে একটু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, সেকেলের মতো ঢং করো না।'

সে আবার সোফার মাঝে গা এলিয়ে দিল। তার সামনে রেডিও টেলিভিশন রাখার ট্রের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ পর আবার উঠে দাঁড়িয়ে সে শোয়ার ঘরের দরজায় নক করল।

ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এল, 'হাই!'

'আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি।'

'আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে।'

'তুমি তোমার সমস্ত জীবনে আর কী চাও।'

'ভালবাসা।'

ওমর বেশ নাটকীয় সুরে বলতে থাকল, 'জীবনের অর্থ কি এই বিষয়টা নিয়ে তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভালবাসা ছাড়া এর কোনো অর্থ নেই।' ওয়ারদা বলল।

'তুমি কি কখনো এর সৌন্দর্য থেকে দূরে থেকেছ?'

'খুব কম।'

ওমর তার কথা চালিয়ে যেতে থাকল। সে জিজ্ঞেস করল, 'প্রিয়তমা তুমি কি এতে অস্থির হও না যে যখন আমরা আনন্দফুর্তি করে বেড়াচ্ছি তখন আমাদের চারপাশের পৃথিবী খুব গুরুত্বের সাথে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।'

তার কথা শুনে ওয়ারদা বেশ জোরে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'তুমি কি দেখছ না এই আমরা যখন বেঁচে থাকার খুব চেষ্টা করছি তখন আমাদের চারপাশের পৃথিবী কি রকম আনন্দফুর্তি আর খেলাধুলায় মত্ত।'

'তুমি এত সুন্দর সাজিয়ে অলংকারপূর্ণ কথা বলা কোত্থেকে শিখেছ?'

'কিছুক্ষণ পর তুমিও এর রহস্যটা জানতে পারবে।'

রাত যখন অতিক্রান্ত হয়ে যায় আর নির্দয় সকালটা আমাদের কাছে এসে পৌছায় তখন তুমি অপরিহার্যভাবে তোমার হতাশাগ্রস্ত ডেরায় ফিরে যাও। সেখানে কোনো সংগীত নেই, কোনো আনন্দ নেই, সেখানে দুঃখী চোখগুলো আর পাথরের দেয়ালগুলো নির্বাক তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিষণ্ন তারের সংগীত বালুঝড়ের মতো কর্কশ সুরে তোমার পাশে ঘুরপাক খেতে থাকে। বার বার তোমার ভেতর থেকে একটা কথাই বের হয়ে আসতে থাকে, 'আমাকে বিরক্ত করো না।'

শব্দগুলো তোমার কানে লাগার মতো চলতেই থাকে।

'আমি বলেছি আমাকে বিরক্ত করো না। আমি এভাবেই আজকে আগামীকাল প্রত্যেকদিন থাকতে চাই। যেটা যেভাবে আছে সেভাবেই মেনে নাও। আমার মেয়েগুলোকে ঝগড়ার মাঝে এনো না। ওদেরকে এর থেকে দূরে রাখ। সমঝোতার কোনো পথ নেই। যা আমাকে আনন্দ দেয় আমি তাই করব। তুমি কি চাও সেটা নিয়ে তুমি ভাবতে পার। আমি এই সব কিছু নিয়ে খুব ক্লান্ত।'

ঘরের দরজা খুলে ওয়ারদা তার পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে বের হয়ে গেল। যাওয়ার সময় বলল, 'আমার সুইট হার্ট তুমি আমাকে নিয়ে কি ভাবছ।'

সে তার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে এমন কিছু বলার সুযোগ দাও যেটা ইতিপূর্বে কেউ কোনো দিন বলেনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ.

শুক্রবার ছুটির দিনে মেয়েটা তার সামনে মুখোমুখি বসল। ভাবনা চিন্তা করে সে মনে মনে নিজেকে বেশ উৎফুল্লতার সাথেই বলল ব্যাপারটাতো সত্যি যে আমি মেয়েটাকে এক সপ্তাহ ধরে দেখছি না।

সূর্যের আলো মেয়েটার জামার কিনারা আর পায়ের উপর এসে পড়ছে। নিচে বয়ে চলা নীল নদের উপর সূর্যের কিরণ লক্ষ মুক্তোর মতো ঝিকমিক করছিল।

তার ভেবে অবাক লাগছে যে সে মেয়েটার ছোটবেলার কথা একদম বেমালুম ভুলে গেছে। যখন সে জামিলার মতো ছোট ছিল আর দুষ্ট ছিল। মেয়েটা এখন বেশ সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, আর কাব্যিক মনোভাব নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তবে মেয়েটা তার মার কাছ থেকে যে সমস্ত গুণ আর আকৃতি হুবহু পেয়েছে সে চেষ্টা করে সেগুলো না দেখে ভুলে থাকত।

'কবি ও কবিতার বিষয়ে তোমাকে বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে।'

জামিলা বারান্দায় ঢোকার মুখেই দাঁড়িয়েছিল। সে বাবার দিকে চেয়ে বেশ শব্দ করে বলল, 'কবি!'

সে জামিলার দিকে তার হাতটা একটু নাড়িয়ে আবার বাছিনার দিকে ফিরে তাকাল। বাছিনার চোখে মুখে কেমন একটা অসন্তুষ্টির ছাপ।

'তুমি বেশ হাল্কা পাতলা কিন্তু তোমার বোন তুলনামূলকভাবে খুব মোটা। তোমরা দুজন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কি খাও?'

জামিলা আবার চিৎকার করে বলল, 'বাছিনা শুধু খায়।'

উম্মে মুহাম্মদ জয়নাব তখন আসল আর জামিলাকে সাথে করে নিয়ে চলে গেল।

'মা ভালো নেই। অসুস্থ।' বাছিনা বলল।

'তোমার মা ভালো আছে। তাকে নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমাকে তোমার বিষয়ে কিছু বলো।'

'আমার বিষয়ে খুব বেশি বলার মতো কিছু নেই। কিন্তু আমি মাকে নিয়ে চিন্তিত। মা সুস্থ নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের ভেতর একজন দুষ্ট শিকারি সব সময় পেছন পেছন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ তুমি আর বাছিনা কবিতা, গণিত, বিজ্ঞান, রসায়ন ছাড়া আর কোনো বিষয়ের প্রতিই তেমন আগ্রহী নও, উৎকণ্ঠিত নও।

একাকি স্রষ্টাই কি শুধু তোমার প্রেমের আধার।

বাছিনা বলল, 'তুমি মার বিষয়ে কথা বলতে পছন্দ করো না। কিন্তু কেন?'

'সে কখনোই আমার অসুস্থতাটা বুঝতে চায়নি।'

মেয়ে আর বাপ এক পলকের জন্য চোখে চোখে তাকাল। তারপর সে মেয়ের চোখ থেকে নিজের চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে নিচে অনেক দূরে বয়ে যাওয়া নীল নদের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কিন্তু বাবা ডাক্তার.. ..'

সে খুব মোলায়েমভাবে মেয়েকে কথার মাঝখানে বাধা দিল।

'আমিই চিকিৎসক। আর কেউ না।'

'বাবা আমি দুঃখিত। কিন্তু তুমি আমাকে বলেছিলে তোমার সাথে যেন খোলামেলা কথা বলি।'

'অবশ্যই।'

তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই হঠাৎ করে একটা গলার স্বর শোনা গেল।

'অবশ্যই!'

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সে মেয়ের হাতটা চেপে ধরল। এই সময় উম্মে মুহাম্মদ জয়নাবকে এক পলকের জন্য দেখা গেল। সে এসেই আবার চলে গেল।

'আমরা কি তোমাকে খুব বেশি বিরক্ত করছি বাবা।'

'আল্লাহ ক্ষমা করুক। কিন্তু মানুষ যখন নিজেই নিজের কাছে খুব সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখনই পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা করে।'

'মা কষ্ট পেয়ে অনেক কান্নাকাটি করেছে।'

'তোমার উচিত তার ভুল বোঝাবুঝিগুলো ঠিক করে দেয়া।'

বাছিনা তার হাতের ব্রেসলেটটা নাড়াচাড়া করে খেলতে খেলতে বলল, 'কিন্তু তুমি ইদানীং মায়ের সাথে একটু অন্যরকম আচরণ করছ। তুমি তার সাথে বেশ রুক্ষ স্বরে কথা বলেছ।'

'সে তোমাকে এই কথা বলেছে?'

'সেতো এক মাত্র আমার কাছেই তার অভিযোগগুলো করে থাকে।'

ওমর বেশ হতাশ হয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি কি বুঝতে পারছ এটা এক ধরনের ক্ষোভ।'

বাছিনা বলল, 'মা যেভাবেই হোক তোমাকে সাহায্য করতে চাইছে।'

'এখানে তার করার কিছুই নেই।'

বাছিনা একটা মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু মাত্রো সব সময়ই তোমাকে নিয়ে চিন্তা করে...। যাই হোক আমাদের উচিত হবে এখন তোমার নতুন কাব্য ভাবনা নিয়ে কিছু বলার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখানে আর বলার মতো নতুন কিছু নেই।'

'তোমার বান্ধবী নিশ্চয়ই তোমাকে এই বিষয়ে প্রেরণা দিচ্ছে।

'হতে পারে সে ভাবছে... তুমি জানো সেটা।'

'সে হয়তো তোমাকে হাস্যকর আর কাল্পনিক কোনো ভীতির মধ্যে রেখেছে।'

'এটা আমাকেও খুব চিন্তায় ফেলেছে।'ওমর বলল। সে লাইটার দিয়ে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বলল, 'হাস্যকর কল্পনা।'

বাছিনা একটু উৎকণ্ঠার সুরে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি সব সময়ই আমার কাছে সত্যের প্রতীক হয়ে আছ। এগুলি কি আমার সত্য ভাবনা নয়?'

সে ঘরের একটা কোণায় ঘুরে গেল। তারপর মেয়েকে বলল, 'তোমার মা তোমাকে খুব দুঃশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বুঝতে পারছি।'

'তার আগে তুমি বলো আমার ভাবনাগুলো কি শুধুই অলীক কল্পনা।'

ওমর মেয়ের দিকে একটু উপেক্ষার চোখে তাকাল। কিন্তু বাছিনা সেই দৃষ্টিকে পাত্তা দিল না। সে নিচে বয়ে চলা নীল নদের দিকে তাকিয়ে তারপর আবার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা এখানে তোমার এই সমস্যার মাঝে অন্য কোনো মেয়েলোক আছে?'

'একজন মানুষ!' তার মুখ থেকে ছোট্ট করে শব্দটা বের হয়ে আসল।

সে মেয়েকে কাছে টেনে কোলে এনে বসাল। পিতৃসুলভভাবে মেয়ের সাথে একটু ঠাট্টা করার চেষ্টা করল। তার এই বিচ্ছু মেয়েটার সাথে এখন এইভাবেই আচরণ করতে হবে। কিন্তু বাছিনা সেটাকে পাত্তা না দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাবা আমি একটা উত্তর চাই। তুমি আমার কথার উত্তর দাও।'

'তোমার বাবার বিষয়ে কি ধারণা তোমার?'

'আমি তো বলেছি আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার জীবনের শপথ আমি সেটা করি।'

ওমর বেশ বিষণ্ন হয়ে বলল, 'তেমন কিছু হয়নি। চিন্তা করো না।'

বাবার উত্তর শুনে বাছিনার চোখে মুখে আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠল। কিন্তু তার বুকটা কাঁপতে লাগল। বিজয়ী হওয়ার আনন্দে বুকের ভেতরে একটা প্রশান্তিতে বাছিনার চোখদুটি চকমক করে উঠল। বাইরের পৃথিবীর বাতাসে তখন শরৎ ভেসে বেড়াচ্ছে। হলুদের একটা আভা গাছের মাথার উপর দেখা যাচ্ছে। ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের প্রতিচ্ছবি ধুসর পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছিল। শূন্যস্থানগুলো নিরব আর বিষণ্ন সুর দিয়ে পরিপূর্ণ হচ্ছিল। ক্লান্তিকর প্রশ্নগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে কঠিন কোনো উত্তর। তার মিথ্যাগুলো তাকে আরো বেশি ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

ওমরের হতাশা আর মানসিকতার সংকীর্ণতার সর্বশেষ প্রান্তে একদিন সে মোস্তফার অফিসে হাজির হল। দীর্ঘক্ষণ ব্যর্থ আলোচনার পর মোস্তফা বলল, 'আমি এত দিন তোমাকে সঙ্গ দিলাম তোমার সাথে চললাম শুধু তোমাকে বোঝাতে যে এই সমস্ত কাজে কোনো ফলাফল নেই। এইগুলো হলো নিস্ফলা কাজ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তুমি এর মধ্যে ডুবে গেছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওমর একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোস্তফার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি জানো না আমি এমন এক শৈল্পিক সময়ে বাস করছি যেটা আমি সব সময় তৈরী করতে চেয়েছি।'

মোস্তফা তার লেখার কাজটা শেষ করে সেটাকে ছাপাখানায় মুদ্রণের জন্য পাঠিয়ে দিল। তারপর বলল, 'তুমি যেই সমস্যাটা দীর্ঘ দিন ধরে অনুভব করছ এটা নিয়ে আমি সব সময় ভেবেছি। আমার মনে হয় এটা তোমার গোপন অদমনীয় শিল্প আর সৃজনশীল তাড়নার ফল।'

সে মোস্তফার কথাটা মাথা ঝাঁকিয়ে উড়িয়ে দিল। তারপর বলল, 'না এটা শিল্প নয়। বরং এটা আমরা যে বিষয়টা অন্বেষণ করার জন্য শিল্পের প্রতি ঝুঁকে পড়ি তার ফল হতে পারে।'

তার কথা শুনে মোস্তফা এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'আমরা যদি কোনো বিজ্ঞানী হতাম আর অঙ্কের একটা সমাধানের জন্য বিশটা বছর পার করে দিতাম তাহলেও হতাশা আর দুর্বিপাক আমাদের আচ্ছন্ন করত।'

কিন্তু তার কথা শুনে ওমর আবারো মাথা নেড়ে বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য হয়তো এই জন্য যে আমি কোনো বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা বা পদ্ধতি ছাড়াই একটা অঙ্কের সমাধান খুঁজছি।'

তার কথা শুনে মোস্তফা হাসতে হাসতে বলল, 'এই জন্যই আমাদের সময় আমরা কোনো প্রত্যাদেশ পাইনি। আর তোমার মতো লোকগুলো শুধু সাহায্য প্রার্থনার জন্যই যেতে পারে।'

দিন রাত শুধু লক্ষ্যহীন পড়াশুনা, নিস্ফলা কবিতা, প্রকৃতি পূজারীর প্রার্থনা আর নাইট ক্লাবে হৈ হুল্লোড়ের মাঝে আশ্রয় খুঁজে বেড়ানো, সাহায্য প্রার্থনা করা।

মোস্তফা জয়নাবের বিষয়ে তার সাথে কথা বলল। জয়নাব মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে। আবার সে এর মধ্যে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। সে সত্যিকার অর্থেই খুব বাজে অবস্থায় আছে।

মোস্তফার কথা শুনে তোমার মনের চাপ আরো বেড়ে গেল। তোমার কাছে মনে হল এই মহিলাটা তোমাদের মৃত ভালবাসা থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে পারে।

'হ্যা জয়নাব আরেকজন মহিলা যাকে তুমি চেনার চেষ্টা করছ।'

অস্বস্তি আর একধরনের বাজে বিরক্তিভাব তোমার মনের মধ্যে গাছপালার শাখার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। তোমার আত্মাটা যেন একটা অশুভ কলসের মধ্যে সিল মেরে দেয়া হয়েছে। তোমার হৃদয়টা যেন উদাসীনতা আর নোংরা ধোঁয়ার আস্তরণে দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে।

অনাসক্তিতা সব কিছুকেই ধ্বংস করে ফেলে। কখনো কখনো কিছু প্রশ্ন জীবনের ভিতকে কাঁপিয়ে দেয়।

'আমি তাকে বলেছিলাম, 'ধরুন আগামীকাল আপনারা আইনি লড়াইয়ে জিতে গেলেন আর সরকার আপনাদের জমিটার দখল নিয়ে নিল।' তখন তার উত্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা বলল, 'আমাদের ভাগ্য নিয়ে খোদা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এটা জেনেও কি আমরা সামনে এগুচ্ছি না?'

ওমর একদিন তার অফিসে বসে একটা স্মারকের উপর চোখ বুলিয়ে বৃথাই সময় পার করছিল। তখন অফিসের ছেলেটা বলল মি. ইয়াযবেক এসেছে।

লোকটা হেঁটে তার সামনে আসল, মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বসে পড়ল।

তারপর বলল, 'আল আযহার স্কয়ার পার হওয়ার সময় মনে হলো আপনাকে একটু দেখে যাই।'

ওমর তার দিকে তাকিয়ে একটু ঠাট্টাচ্ছলে হেসে বলল, 'আপনি অনেক দূর পৃথিবী থেকে শুধুমাত্র ওয়ারদার সন্ধানের জন্যই আমার কাছে এসেছেন। আমি কি ভুল বললাম?'

'মাননীয় আপনিতো জানেন আমার বাগানটা অনেক অনেক ওয়ারদা (গোলপ ফুল) দিয়ে পরিপূর্ণ।'

'খুব ভালো কথা। তাহলে ওয়ারদার বিষয়ে কোনো কথা বলবেন না।' সে কথা শেষ করে ইয়াযবেকের দিকে একটু হেসে আবার বলল, 'আমি আপনাকে প্যাচে ফেলে দেব বা পরাজিত করব এটা চিন্তা করাটা বোকামি হবে। তার চেয়ে ভালো আসুন আপনার আর আমার মাঝে যে দূরত্ব তৈরী হয়েছে সেটাকে ঘুচাতে চেষ্টা করি।'

'জি মহামান্য?' ইয়াযবেক কিছু না বোঝার মতো করে বলল।

ওমরের চোখ দুটি সরু হয়ে আসল। সে খুব গুরুত্বের সাথেই বলল, 'ওয়ারদাকে তার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করতে দেয়া হচ্ছে না। নাচ ছাড়া কি তার আর কোনো দায়িত্ব আছে?'

'মহামান্য সে রাতে আপনি আমাদেরকে নাচ দেখা বা সেবা করার তেমন কোনো সুযোগই দেননি।'

'তাহলে?'

'তাহলে আমি নিজেই বড় মানুষটার কাছে তার ব্যাপারে অভিযোগ করতে পারি।'

ওমর একটু ভ্রূকুটি করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল কিন্তু কিছু বলল না। কিন্তু ইয়াযবেক কথা বলে যেতে লাগল।

'ব্যবসা ব্যবসাই স্যার। এখানে আমি পছন্দ করি না কোনো ধরনের...'

ওমর বেশ দৃঢ়ভাবেই তার কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার যা ইচ্ছা আপনি করতে পারেন।'

'স্যার আমি আপনাকে রাগাতে চাইনি।'

'কিন্তু আমি আপনাকে তার আগেই ক্ষমা করে দিলাম।'

ইয়াযবেক কৃতজ্ঞতায় তার মাথাটা আরেকবার নুইয়ে বলল, 'স্যার আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভবিষ্যতে আপনার কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও আমি ওয়ারদাকে আবার তার কাজে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।'

'মি. ইয়াযবেক ঐ দিনটা আর কখনোই আসবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি আপনার সুখী জীবন কামনা করছি স্যার।'

ইয়াযবেক চলে যাওয়ার জন্য যেই উঠে দাঁড়িয়েছে তখন হঠাৎ করেই ওমর তাকে তীব্রভাবে প্রশ্ন করল।

'মি. ইয়াযবেক আমাকে বলুন জীবন আপনার কাছে কী অর্থ নিয়ে এসেছে?'

ইয়াযবেক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার চোখ দুটি বড় করে ফেলল। তারপর ওমরের প্রশ্নের গুরুত্বটা বোঝার চেষ্টা করে বলল, 'জীবনতো জীবনই.. ..'

'আপনি কি সুখী?'

'প্রশংসা আল্লাহর। ব্যবসা কখনো কখনো খুব ধীর গতিতে চলে। আবার কখনো কখনো অহেতুক প্রেমঘটিত সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায়। যেমন ওয়ারদা। কিন্তু সব কিছুই চলতে থাকে।'

'তাহলে খোদা আপনার ভাগ্য নিয়ে যাই করুক না কেন সেটা জেনেই আপনি জীবন চালিয়ে যাচ্ছেন।'

'অবশ্যই এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু আমার খুব সুন্দর একটা ঘর আছে, ভালো একটা স্ত্রী আছে। একটা ছেলে আছে যে সুইজারল্যান্ডে রসায়নে উচ্চতর পড়াশোনা করছে। সেখানেই সে স্থায়ী হয়ে যাবে।'

ওমর তার কথা শুনে হাসল। তারপর বলল, 'আপনি কি আল্লা খোদাতে বিশ্বাস করেন?'

ইয়াযবেক অবাক হয়ে উত্তর দিল।

'স্বাভাবিক। এটা আবার কেমন ধরনের প্রশ্ন।'

'তাহলে আমাকে বলুন সে কেমন?'

ইয়াযবেক তার এই ধরনের উদ্ভট কথা শুনে হাসতে লাগল।

'মনে হচ্ছে ওয়ারদার প্রতি আপনার মোহটা এখনো কাটেনি।'

'অবশ্যই।'

'এটাকে দূর করা সম্ভব না .. ..?'

কিন্তু ওমর তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি আপনি যদি বলতে পারেন স্রষ্টা কি তাহলে আমি আপনার ওয়ারদাকে আবার আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব।'

ইয়াযবেক উঠে দাঁড়াল। একাধিকবার মাথাটা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বের হওয়ার সময় বলল, 'আমি সব সময় আপনার সেবায় আছি স্যার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারো.

সে ওয়ারদাকে বেশ কৃতজ্ঞচিত্তে চুমু খেল।

'আমি জানি চাকরিটা ছাড়তে তোমাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।'

ওয়ারদার চোখ দুটো পানিতে চিকচিক করছিল।

'এটাতো শুধু তোমার জন্যই।'

পুব দিকে মুখ করা ঘরটায় তখন ভালবাসার সুবাতাস ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে কখনো কল্পনাও করেনি যে ওয়ারদাকে এত তীব্রভাবে কখনো ভালবাসতে পারবে। ওয়ারদা বেশ গাঢ় নীল রংএর একটা বাক্স তার গাউনের পকেট থেকে বের করে ওমরের দিকে দিয়ে বলল, 'এটা একটা সোনার রিং তোমার কোর্টের সাথে পরার জন্য।'

ওমর উপহারটা পেয়ে এমন উচ্ছ্বাস দেখালো যে সে কখনো স্বর্ণ দেখেনি কিংবা ব্যবহার করেনি।

'আমার প্রিয়তমা!'

'তুমি এই যে রিংটা দেখছ এটার দুটো অংশ আছে। দুটো হৃদয় স্বর্ণের।'

'কেন হবে না। আমিতো আগেই বলেছি তোমার হৃদয়টাও স্বর্ণের তৈরী।'

ওয়ারদা তার আঙুলগুলো ওমরের ঘন কালো চুলের ভেতর বিলি কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আজ তোমার সমস্ত জামাকাপড় কেন সাথে করে নিয়ে আসলে?'

ওমরের চেহারায় কালো মেঘের ছায়া।

'আমি চিরতরে আমার ঘর ছেড়ে চলে এসেছি।'

ওয়ারদা খুব বিস্মিত হয়ে বলল, 'না এটা ঠিক হয়নি।'

'এটাই একমাত্র সমাধান।'

'কিন্তু আমিতো তোমাকে বলেছি আমি তোমার জন্য কোনো সমস্যা তৈরী করতে চাই না।'

'ঠিক আছে এই বিষয়ে আর কোনো কথা না বলি।'

সকালের শান্ত আবহাওয়ায় ঘরের ভেতরে হঠাৎ করেই বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে যখন নিজ বাড়িতে ফিরে এল তখন স্ত্রী জয়নাব তার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল। তার মুখের মেকাপ চোখের পানিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সত্যকে মেনে নেয়ার জন্য তোমার কিছু শিক্ষা নিতে হবে।' ওমর বলল।

'তার চেয়ে বলো তুমি একজন রক্ষিতার সাথে রাত কাটিয়ে এসেছ।'

'আস্তে কথা বলো। তোমার উঁচু স্বর সবাইকে জাগিয়ে তুলবে।'

'তাই। তোমার জামার কিনারে লিপিস্টিকের দাগটার দিকে তাকাও। কি বিশ্রী লাগছে দেখতে।'

ওমর বেশ রেগেমেগে চিৎকার করে বলল, 'তাহলে এর পর কি হতে যাচ্ছে।'

'তোমার এক মেয়ে বিবাহযোগ্য।'

'আমি নিজে মৃত্যুর জন্য ছুটে বেড়াচ্ছি।'

'তোমার কি লজ্জা হয় না ওমর? তোমার জন্য আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে।'

তার ক্রোধ আরো বেড়ে গেল। সে উত্তরে বলল, 'মৃত্যুকে গ্রহণ করা আরো বেশি লজ্জাজনক কাজ।'

জয়নাব মাথা নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বিশটা বছর তোমার নোংরামি না দেখেই কাটিয়ে দিলাম।'

ওমর পাগলের মতো বলল, 'তাহলে এটার শেষ হতে দাও।'

'আমি দুচোখ যেদিকে চায় সেদিকে চলে যাব।'

'না তোমার যাওয়ার দরকার নেই। এটা তোমার ঘর। সুতরাং তুমিই থাকো। আমিই চলে যাব।'

কথা শেষ করেই তুমি থপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ো। তীব্র ব্যথায় তোমার চোখ মুদে আসে। তুমি কিছু একটার শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখ বাছিনা তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘুম ঘুম চোখে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘরের আবহাওয়াটায় কেমন একটা অপরাধী অপরাধী ভাব। তোমার মিথ্যা কথাগুলো মনে পড়ে যায়। হঠাৎ তোমার এত লজ্জা অনুভব হয় যে তুমি সারা জীবনেও যার মুখোমুখি হওনি।

'বাছিনা আমি খুবই দুঃখিত যে তোমাকে উৎকণ্ঠায় ফেলে দিয়েছি।'

বাছিনা যে গর্ব করত সেটা মিথ্যে হয়ে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, 'কথা বলে কোনো লাভ নেই।। তারপর বাছিনা চুপ হয়ে গেল।

'তোমার মা ঘরে থাকবে। তোমাদের আনন্দ আর সুখের সব কিছু সেই ব্যবস্থা করে দিবে।'

সে মনে মনে খোদার কাছে প্রার্থনা করছিল মেয়েটা যেন কান্না শুরু না করে।

বাছিনা খুব দুঃখী চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা তুমি বলেছিলে তেমন কিছুই ঘটেনি। তুমি কিছুই করোনি।'

তার চেহারাটা তখন লজ্জায় পুড়ে যাচ্ছিল।

'সত্যটা এখানে উপযুক্ত না।'

'কিন্তু কেন বাবা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি চলে আসলে। বাছিনা তোমাকে ক্ষমা না করার আগ পর্যন্ত তার সাথে দেখা করার সাহস তোমার ছিল না।

তোমার কথা শুনে ওয়ারদা বলল, 'তোমার এই ধরনের সিদ্ধান্তের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে।'

'না এই ধরনের ভণ্ডামির মুখোমুখি আমি আর হতে পারব না।'

ওয়ারদা খুব চিন্তিতভাবে বলল, 'আমি খুব ভয় পাচ্ছি যে শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে সুখী করতে পারব কিনা?'

'কিন্তু বিশ্বাস করো আমি সত্যিকার অর্থেই এখন সুখী।'

সে নিজেকে সুখী রাখার চেষ্টা করতে থাকল। তার মাথা থেকে সমস্ত বিরক্তিকর চিন্তাভাবনাগুলো সে ঝেড়ে ফেলে দিল। তার কাজের প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হল। আইনি লড়াইগুলো খুব ঠাণ্ডা মাথায় সে চালিয়ে যেতে থাকল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে ওয়ারদার সাথে ফোনে কথা বলে। কাজ শেষ করে সে যখন তার ছোট্ট নতুন পাখির বাসার মতো ফ্লাটটায় এসে উপস্থিত হয় তখন ওয়ারদা তাকে বেশ উজ্জ্বল আর হাসিখুশি চোখে স্বাগতম জানায়। কখনো কখনো তারা দুজন পূবালি হাওয়ার ছোট্ট কক্ষটায় অবস্থান করে, আবার কখনো কায়রো থেকে বেশ দূরে কোথাও বেড়াতে চলে যায়। কখনো মরুভূমির পাশে বড় রাস্তার কোনো রেষ্ট হাউসে রাত কাটায়।

ওয়ারদা যখন বুঝতে পারল ওমরের পুরাতন কাব্যিক নেশাটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠছে সে তখন ওমরকে নিজের মুখস্থ করা কবিতা আবৃত্তি করে আরো বেশি করে উৎসাহ দিতে থাকল। নাট্যকলার ছাত্রী হিসেবে শাওকির কাব্যনাটকের অনেক কবিতাই তার মুখস্থ ছিল। সাথে সাথে অনেক প্রেমের কবিতাও তার জানা ছিল।

ওমর ওয়ারদাকে বেশ প্রশংসা করেই একদিন বলল, 'তোমার প্রেমের কবিতাগুলো সত্যিই চমৎকার।'

ওয়ারদা তাকে বারবার পীড়াপীড়ি করত কবিতা লেখার জন্য। কিন্তু ওমর ছিল খুব শান্ত।

'কবিতা যখন জীবন্ত তখন তা লেখার কি দরকার।'

ওয়ারদা একদিন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার অতীতের বিষয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন করোনি।'

সে ওয়ারদাকে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'আমরা যখন ভালবাসায় আছি তখন বিশ্বাস দিয়েই আমরা সব কিছু গ্রহণ করব। এখানে প্রশ্ন করার কোনো দরকার নেই।'

কিন্তু ওয়ারদা তার অতীতের বিষয়ে বলতে চাচ্ছিল।

'আমার বাবা ছিলেন ইংরেজির শিক্ষক। খুব চমৎকার একজন শিক্ষক। তিনি এমন একজন শিক্ষক ছিলেন যে ছাত্রছাত্রীরা তাকে কখনো ভুলতে পারবে না। আমি যখন নাট্যকলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন যদি তিনি বেঁচে থাকতেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে তিনি অবশ্যই আমাকে আশীর্বাদ করতেন আর উৎসাহ দিয়ে যেতেন। কিন্তু আমার মা ছিলেন খুবই ধার্মিক আর সংকীর্ণমনা। আমি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নাট্যকলায় ভর্তি হলাম। আর আমি যখন নাচের সিদ্ধান্ত নিলাম তখন তিনি রাগে প্রায় ফেটে পড়লেন। আমার চাচারাও একই আচরণ করল। আর এটার সমাপ্তি ঘটল তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মাধ্যমে। আমি আমার পরিবারকে ফেলে আসলাম।'

'কিন্তু তুমি নিজের ব্যবস্থাটা কিভাবে করলে।'

'আমার এক অভিনেত্রী বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম কিছু দিন।'

সে ওয়ারদার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সবসময় নৃত্যকে ভালবেসেছ?'

'হ্যা আমি নাচতে ভালবাসতাম। কিন্তু অভিনয়ের প্রতি আমার বাড়তি একটা আগ্রহ ছিল। আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। সবশেষে আমি নৃত্যকেই বেছে নিলাম।'

ওমর বেশ বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল, 'ইয়াযবেক কি তোমার সাথে কখনো দুর্বব্যবহার করেছে?'

'আসলে মূল কথা হলো সে অন্যদের চেয়ে ভালো। আমিতো জানি নাইট ক্লাবগুলোতে কি ধরনের কার্যকলাপ হয়ে থাকে।'

'তুমি আমার প্রথম আর শেষ ভালবাসা।' সে ওয়ারদাকে একটু নিজের দিকে টেনে নিয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে বলল। 'তুমি যখন অভিনয়ে ব্যর্থ হলে তখন আবার তোমার মার কাছে ফিরে গেলে না কেন?'

'ততক্ষণে খুব দেরি হয়ে গেছে। এ ছাড়া আমি কারো কাছে ছোট হতে চাই না। আমার ব্যর্থতাটা অভিমানটাকে আরো তীব্রতর করেছে।'

ব্যর্থতা! উফ এটা একটা অভিশাপ। এই অভিশাপ কখনোই শেষ হয় না। এটা এমনই বিরক্তিকর যে তখন কেউ তোমার কথা শুনতে চাইবে না।

তার অফিসে তার একমাত্র বোন আর খালু আসল। তারা এই নর্তকী মেয়েটাকে বিয়ে না করতে বারবার নিষেধ করল। তার খালু হুসেইন কারাম বলল, 'সম্পর্কটা এভাবে চলতে থাকলে তোমার বিচারিক কার্যক্রমের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।'

সে খুব কর্কশ ভাবেই উত্তর দিল, 'এই গুলি নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। আমি এগুলো আর চাই না।'

তাকে যে হতাশাগুলো কণ্ঠ চেপে ধরেছিল সে ঐগুলোকে পাত্তা না দিয়ে বেশ দৃঢ়তার সাথেই তার সুখটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। সে এতই শিশুদের মতো আচরণ করছিল যে মোস্তফা তাকে একদিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন আমাদেরকে জীবনের অর্থ কি সেটা বলো।'

ওমর প্রশ্ন শুনে বেশ উচ্চঃস্বরে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'আমাদের অন্তর যখন শূন্য হয়ে পড়ে তখনই এই প্রশ্নটা আমাদের খুব বিরক্ত করে। আনন্দই সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূন্যস্থানটা পূরণ করতে পারে। আর আমি আশা করি ভালবাসাই সেই সর্বকালীন আনন্দটা দিতে পারে।'

তার কথা শুনে মোস্তফা হাসতে হাসতে বলল, 'কখনো কখনো তোমার জন্য আমার খুব সমবেদনা হয় আবার কখনো কখনো আমি তোমাকে খুব ঈর্ষা করি। জীবনের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করলে মাঝে মাঝে আমার অন্তরের গভীর থেকে অনেক ধরনের ব্যর্থতার কাহিনী এসে হাজির হয়। কিন্তু আমি তারপরেও জীবনের অর্থ খোঁজায় বিশ্বাস করি।'

শীতের ঠাণ্ডা একটা বাতাস ওমরের অফিসের জানালা গলে ভেতরে ঢুকছিল। শেষ অপরাহ্নটা রাত্রিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। মোস্তফার মাথার চকচকে টাকটায় ঠাণ্ডা এসে লাগছে। তার চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

সে আবার বলল, 'আমরা কেন জীবনের অর্থ খুঁজি। ধর্মীয় বিশ্বাসতো আমাদেরকে সেই অর্থের সন্ধান দিতে পারে। দেখ গতকালটা খুব অসন্তুষ্টি আর বাজে অবস্থায় গেছে। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি আমার শিল্পী কর্মীরা তারা অর্থবহ ছিল। আমার অতীতের আর বর্তমানের রেডিও অনুষ্ঠানগুলো অর্থবহ, টেলিভিশনে আমার যে নাটকগুলো চলছে সেগুলো অর্থবহ, সুতরাং জীবনের অর্থ কি কিংবা এটা কতটুকু অর্থবহ এই প্রশ্ন করার অধিকার আমার নেই।'

তারা খুব চুপচাপ অফিসের ভেতর সিগারেট টানছে। হঠাৎ করেই ওমর মোস্তফাকে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির সবাই কেমন আছে?'

মোস্তফা একটু মুচকি হাসল।

'জয়নাব ভালো আছে। সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। যদিও সে এখন গর্ভবতী। কিন্তু এখানে তোমার আরো কিছু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত।'

ওমরের চোখে মুখে একটু আগ্রহ দেখা গেল।

'জয়নাব সন্তান জন্ম দেয়ার পর কাজ করার চিন্তা করছে।' মোস্তফা একটু থামল। তারপর আবার বলল, 'এই মনে করো অনুবাদকের কাজ কিংবা অন্য কিছু। তবে আমি ভয় পাচ্ছি সে হয়তো একদিন ঘর ছেড়ে দিবে।'

'কিন্তু সে কেন ঘর ছাড়বে। এটাতো তার বাড়ি।'ওমর বলল।

মোস্তফা তার দিকে একটু অবজ্ঞার চোখেই তাকিয়ে বলল, 'বাছিনা তার পড়ালেখায় বেশ আনন্দে আছে। জামিলা তোমাকে প্রায় ভুলেই গেছে।'

ওমর তার চোখ দুটি নামিয়ে নিল।

'কিন্তু আমি তোমাকে বার বার সতর্ক করে আর সমালোচনা করে আমার দায়িত্ব ঠিকই পালন করেছি।'

ওমর তার কথা শুনে এবার হেসে উঠল।

'তুমি হলে পুরাতন ভণ্ড।'ওমর বলল।

'আমার স্ত্রী পরিবারের পক্ষ থেকে কখনোই তোমাকে আক্রমণ করা হবে না।'

'সেটাতো অবশ্যই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা যখনই একা হয়ে পড়ি তখনই আমি তোমাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি। তোমার মানসিক অসুস্থতায় দাঁড়াতে চাই। আমি তোমার স্ত্রীকে বারবার বোঝাতে চাই যে এটা সংক্রমিত কোনো রোগ নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারো.

ভালবাসার ক্ষেত্রে ওয়ারদার মতো তুলনীয় আর কেউ নেই। সে তার মানুষটার জন্য আর তাদের ছোট্ট বাসাটার জন্য পাগল। সে ভালবাসার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিচ্ছে। ওমর ঘরের দেয়ালসহ চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। ফুলদানিতে রাখা ফুল থেকে গোলাপের মিষ্টি ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে। পুব দিকের ছোট্ট ঘর থেকে মিহি সুরে সংগীত বেজে চলছে। ওমরের মনে হল সে এখন বেহেস্তে আছে। যদিও ওয়ারদা তার কাছে কোনো কিছুই চায়নি তারপরেও ওমর ওয়ারদাকে কাপড়চোপর থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সবকিছু কেনার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল।

ওয়ারদা প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে আর নিয়ন্ত্রিত খাবার খেয়ে নিজের ওজন আর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখছিল। সে ওমরকেও খাবার আর পানীয়ের ব্যাপারে সতর্ক রাখছিল। ওমর বুঝতে পারছিল যে ওয়ারদা তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশ হয়ে যাচ্ছে আর তার সর্বশেষ আশা আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হচ্ছে।

শীতের সেই দীর্ঘ রাতে তারা একে অপরে পুবের ঘরটায় রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকল। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, সত্য মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতা, স্বপ্ন ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে তারা কথা বলল যার কোনো মাথামুণ্ড নেই। তারা একে অপরে চুমু খেল। আলিঙ্গন করল। শীতের তীব্র বাতাস আর বৃষ্টির ধারা তাদেরকে কোনোভাবেই বিরক্ত করছিল না। তাদের কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর ঘরের ভেতর পারস্পরিক সমঝোতা আর প্রশান্তির একধরনের নিরবতা নেমে আসল। ঠিক সেই সময় তার ভেতরে অলীক সব কল্পনা ঘুরপাক খেতে লাগল। তার কতগুলো বেশ হাস্যকর আবার কতগুলো বিরক্তিকর। কল্পনায় সে তখন ভাবছিল বাঁক খাওয়া রাস্তার মুখে দুটো গাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো, একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ছিটকে বাতাসের উপর ভেসে উঠল।

'কি ব্যাপার কি হলো। কোথায় তুমি?' একটা নরম কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

সে বেশ লজ্জা পেয়ে উত্তর দিল, 'না তেমন কিছু হয়নি।'

ওয়ারদা হাত দিয়ে ওমরের গলা পেচিয়ে ধরল। 'মনে হচ্ছে কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখানে আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে নেতিবাচকভাবে তার মাথাটাকে একটু নাড়াল। কিছুক্ষণ নিরবতার পর ওয়ারদা আবার বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন বাছিনা আর জামিলা তোমার অফিসে তোমাকে দেখতে আসছে না?'

সে তখন ভাবছিল মাকড়শা পোকামাকড় শিকার করার জন্য কি অদ্ভুত উপায়ে তার ঘরটা তৈরী করে। সে বলল, 'বাছিনা কখনো চায় নাই।'

'সে কি তোমার ইচ্ছার কথা জানে?'

'মোস্তফা তাকে বিষয়টা জানিয়েছে।'

'তুমিতো আমাকে এই বিষয়ে কিছু বলোনি।'

'এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।'

'কিন্তু যে বিষয়টা তোমাকে উদ্বেলিত করে সেটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।'

তারা বসে খুব বেশি করে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে থাকল। কারণ টিভির অনুষ্ঠানগুলো অহেতুক ফালতু কল্পনা থেকে আগেভাগেই নিজেদের দূরে রাখতে পারত। এর মধ্যে মোস্তফা একদিন তাদের এই ফ্লাটে ফোন করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। ওয়ারদা মোস্তফাকে তাদের ফ্লাটে আসার আমন্ত্রণ জানানোর পর মোস্তফা আবার সেখানে আসা শুরু করল। সে ওমরকে তার কবিতার উন্নতির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'সে কবিতা লিখতেছে।' ওয়ারদা উত্তরে বলল।

কিন্তু ওমর তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'এটা তেমন কিছু নয়। অসময়ের গর্ভপাত।'

মোস্তফা প্রবোধ দেয়ার মতো করে বলল, 'কবিতার চেয়ে সুখী হওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

সে আবার শেষ প্রশ্ন করার মতো বলল, 'সুখ বিষয়টা কি?'

কিন্তু তখন মোস্তফার বাদামি চোখে একধরনের উদ্বেগ দেখে সে আবার চুপ করে গেল। মোস্তফা, রেডিও, টেলিভিশন এরা লোকদেরকে পুনরাবৃত্তিমূলক কথা-বার্তা থেকে বিরত রাখে। আর ঠিক তখনই ওমরের মাথার ভেতর আবার সেই অলীক কল্পনাগুলো ভেসে উঠল।

'হায় খোদা!' সে নিজেকে দেখতে পেল একজন যাদুকরের ভূমিকায় যে তার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে। সে বিরাট অপেরা হাউসটাকে চোখের পলকে বাতাসে মিশিয়ে দিল। লোকজন বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আবার সবাইকে হতবুদ্ধি করে সে অপেরা হাউসটাকে চোখের পলকে আগের জায়গায় নিয়ে আসল। আহ! যাদুর ক্ষমতা পাওয়াটা মানুষের জন্য কতই না দরকার। সে আবার মনে মনে বলল, 'হায় খোদা!'

সে ওয়ারদার দিকে উদ্ভ্রান্তের মতো তাকালে ওয়ারদা তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেন তোমার বন্ধুদের এখানে এসে গল্পগুজব করে সময় কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ জানাও না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে খুব শান্তভাবে উত্তর দিল, 'মোস্তফা ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই।'

সে বুঝতে পারল ওয়ারদা তার কথাটা ধরতে পারেনি। তাই সে আবার ব্যাখ্যা করার জন্য বলল, 'আমার সাথে যারা কাজ করে বা উঠাবসা করে তাদেরকে আমি বন্ধুর কাতারে ফেলি না।'

ওয়ারদা নিজ উদ্যোগেই তাকে নিয়ে বেশি বেশি বাইরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারা সিনেমা হলে, থিয়েটারে এমনকি নাইটক্লাবগুলোতে যাওয়াআসা করতে থাকল।

ওয়ারদা বলল, 'আমরা নিজেরা এভাবে ঘরে একা একা বসে থাকার চেয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ানোটাই বেশি মঙ্গলজনক তাই না।'

সে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল।

ওয়ারদা একটু ঠাট্টা করে বলল, 'এই প্রথম আমার মনে হল তুমি কোনো তোষামোদ না করেই সত্য কথাটা বলেছ।'

বেশ কিছুক্ষণ পর সে আবার বলল, 'তোমার এই বাইরে যাওয়ার আয়োজনটা নিয়ে একটু প্রশংসা করতে চেয়েছিলাম।'

'তোমার সংস্পর্শে আমি কখনোই ক্লান্ত হবো না।'

'বিশ্বাস করো আমি একমাত্র তোমারই।'

কিন্তু তারপরেও ওমর তার হঠাৎ হঠাৎ অমনোযোগিতার জন্য নিজের উপর নিজেই বেশ বিরক্ত ছিল। হায় খোদা কি এমন ঘটেছে। কেন এমন হয়।

মোস্তফা যদিও তার এই নতুন সুখ শান্তি নিয়ে বেশ খুশি ছিল। একদিন তার অফিসে বসে গল্প করতে করতে মোস্তফা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে প্রেম ভালবাসার বিষয়ে কিছু বলো। কারণ শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে জীবনের নতুন এক দর্শন গ্রহণ করার জন্য প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়েছ।'

ওমর তার প্রশ্নটাকে পাত্তা না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি বাছিনার কাছে একেবারেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছি।'

'তুমিতো জানো বাছিনা খুবই আদর্শবাদী। সে অন্তরের ভেতর থেকে তোমাকে ভক্তি করে।'

'সে আমার মতো বিশ্বাসঘাতককে কি মনে রেখেছে?'

'সে হয়তো একদিন তোমাকে দেখতে আসবে। কিন্তু খোদার দোহাই তার আগে তুমি আমাকে তোমার নতুন এই প্রণয়ের বিষয়ে কিছু বলো।'

সে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার মতো করে বলল, 'এটা আগের অনেক কিছুর চাইতে শক্তিশালী।'

'এটা কি কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।'

'তোমার মতো কপট ভণ্ডের হৃদয়ের গোপন জিনিস জানার কোনো অধিকার নেই।'

তার কথা শুনে মোস্তফা লম্বা সময় নিয়ে গা দুলিয়ে হাসল। তারপর বলল, 'আসলে আমি তোমার ব্যাপারটা যেমন দেখেছি সেটা বলি। মজাদার সেই কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বার্তাগুলো শেষ হয়েছে, প্রেম প্রেম এই খেলা ফিকে হয়ে গেছে, আর তুমি অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করছ।'

'এই সব বন্ধ করো।'

আহ ! কি ভয়ংকর অবস্থা।

ওয়ারদা সত্যিকার অর্থেই একজন প্রেমিকা। সাথে সাথে সে খুবই সুন্দরী। হায় খোদা কিভাবে আবার বেঁচে থাকার স্বতঃস্ফূর্ততা জেগে উঠবে।

একরাতে ওয়ারদা আর ওমর নিউ প্যারিসে গেল। সেখানে হঠাৎ করেই মার্গারেট মঞ্চে এসে হাজির হল। তার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। মার্গারেটকে নিয়ে তার সে রাতের কথা মনে পড়ে গেল। অনেক কষ্টে সে তার স্নায়ুর উত্তেজনাটাকে নিয়ন্ত্রণ করল।

মার্গারেট তখন গাইছিল,

"তোমাকে যতই দেখি ততই পাবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে
এর সাথে জ্বলে উঠে কামনার আগুন"

ওয়ারদা ফিসফিস করে বলল, 'কি সত্য কথাই না বলছে সে!'

মার্গারেটের সাথে তার একবার চোখাচোখি হলো। ওমর সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে ওয়ারদাকে সাথে নিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসল। শীতের রাতে উদ্দেশ্যহীনভাবে খালি রাস্তায় গাড়ি চালাল। তার এত উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না বা দরকার ছিল না। কিন্তু কেমন একধরনের হতাশা আর উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসল।

সে একদিন অফিস থেকে ওয়ারদাকে ফোন করে বলল যে বিচারবিভাগে নতুন যোগ দেয়া তার এক সহকর্মীর সম্মানে বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

তার পর সে আবার একদিন নিউ প্যারিস ক্লাবে গেল। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মার্গারেটের গান শুনল। মনে মনে ভাবছিল কোনো জিনিস আমাকে এখানে নিয়ে আসল, আর এত তাড়াইবা ছিল কিসের। আমি আসলে কি খুঁজছি। ওয়ারদার সাথে তাহলে কি সব কিছু শেষ হয়ে গেল?'

মার্গারেট একটা শ্যামপেন সাথে করে নিয়ে টেবিলে আসল। তার চেহারায় কেমন একটা উদ্ভাস। সে বলল, 'আমি দুঃখিত যে আমাকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে চলে যেতে হয়েছিল।'

'অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে?'?

ওমর খুব মনোযোগ দিয়ে মার্গারেটকে দেখছিল। তার আকর্ষণের ক্ষমতাটা অনুভব করছিল। ওমর মার্গারেটকে তার সাথে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

কিন্তু মার্গারেট বলল, 'না আজ রাতে নয়।'

সে তার অস্থিরতাটাকে দমন করার চেষ্টা করছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে কবে?'

'আগামীকাল হতে পারে।'

সে যখন তার ছোট্ট বাসাটায় ফিরে আসল তখন প্রায় রাত একটা বেজে গেছে। ওয়ারদা তখন পুবের ঘরটায় বসে ছিল। সে ওয়ারদাকে চুমু খেল। তারপর এক সময় সে যেভাবে জয়নাবকে জিজ্ঞেস করত সেভাবে ওয়ারদাকে বলল, 'তুমি এখনো জেগে আছ?'

ওয়ারদা বেশ ভর্ৎসনার সুরে জবাব দিল, 'অবশ্যই।'

ওয়ারদা তার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি আশা করি তুমি অতিরিক্ত মদ পান করে আসোনি।'

কিছুক্ষণ পরে সে যখন তার পায়জামাটা পরে বিছানায় শুলো তখন ওয়ারদা তাকে জড়িয়ে ধরল। তার ঠোঁট চেপে ধরল ওমরের ঠোঁটের উপর। কিন্তু সে তখন কোনো তাড়না অনুভব করছিল না।

'রাতটাকে নিষ্পাপ থাকতে দাও।' সে মনে মনে নিজেকে বলল।

পরদিন ওমর অফিসে গেল না। ওয়ারদা তার অফিসে ফোন করে তাকে না পেয়ে বুঝতে পারছিল না ওমর কোথায় যেতে পারে। কারণ ওমর তার অনুপস্থিতির বিষয়ে আগ থেকে কিছুই বলেনি।

ওমর নিউ প্যারিস ক্লাবে চলে গেল সময় কাটানোর জন্য। মঞ্চের বাতিগুলোর নানা রকম লাল আলোয় মার্গারেটকে বেশ অদ্ভুত লাগছিল। তার চকচকে গলা উঁচু গানের কণ্ঠস্বর বারবার ওমরকে কাঁপিয়ে তুলছিল।

ক্লাবের দেয়াল আর ছাদের মেঝেতে স্প্যানিশ বাতির নিচে নগ্ন মহিলাদের ছবি শোভা বৃদ্ধি করছিল। চারদিকে সিগারেটের ধোঁয়া আর মদের গন্ধ। বড় একটা খাম্বার পাশে দাঁড়িয়ে এক জোড়া কপোত-কপোতী মৃত্যুযন্ত্রণার মতো অস্থির হয়ে জড়াজড়ি করছিল আর চুমু খাচ্ছিল।

ওয়ারদা কি তাহলে অন্তর থেকে এত সহজেই উৎপাটিত হয়ে গেল। যেভাবে কৃত্রিম ফুলগুলোকে ছুঁড়ে ফেলা হয়। কেন আমরা বারবার মৃত্যুকে স্মরণ করি। কেন আমরা যা ইচ্ছা তা করতে পারি না। কে নিশ্চয়তা দিবে যে এই মদ্যপায়ী আত্মাগুলো বেঁচে আছে।

সে আর মার্গারেট তার গাড়িতে করে পিরামিডের দিকে রওনা দিল।

'রাতটা বেশ ঠাণ্ডা।' মার্গারেট বলল।

সে গাড়ির হিটারটা চালিয়ে দিল। মার্গারেট তার কথা বলা থামাল না।

'আমরা কেন তোমার বাড়িতে যাচ্ছি না?'

'আমার কোনো ঘর নেই।'

অন্ধকারে গাড়িটা থামিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। খুব ঘন মেঘে আকাশটা ছেয়ে আছে।

'আকাশে একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না।' সে বেশ খুশি হয়ে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্গারেটকে ক্ষিপ্রতার সাথে নিজের বুকের উপর টেনে আনল। মার্গারেট দম বন্ধ করে ফিসফিস করে বলল, 'অন্ধকার খুব ভীতিপ্রদ।'

সে মার্গারেটকে আরেকটা চুমু খেয়ে থামিয়ে দিল। তারপর বলল, 'এখন ভয় পাওয়ার সময় না।'

আহ মার্গারেটের স্পর্শ কি সুখকর। যদিও এর কোনো অর্থ নেই। জীবনের রহস্যময়তাকেই স্পর্শ করা একটা জরুরী ব্যাপার। দীর্ঘশ্বাস প্রশ্বাসের মাঝে তাদের কথাবার্তা হারিয়ে গিয়েছিল। রাতের নিরবতা, সুরেলা এক ছন্দময় গানের সুর তাদের জন্য চমৎকার আরেকটা জীবনের আগমনবার্তা নিয়ে আসছিল। অন্ধকারটা লজ্জায় আধবোজা চোখ থেকে মুক্ত ছিল। অন্তর এখন বেশ শান্ত আনন্দ উপভোগ করার জন্য। সে গভীর উচ্ছ্বাস আনন্দ আর দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে চারদিক দেখতে থাকল। কিন্তু হায় খোদা হঠাৎ করেই সে যেন সব কিছুর মধ্যে কেমন ভয় আর নিদারুণ যন্ত্রণা টের পেল। সে কালো অন্ধকার রাতের দিকে তাকিয়ে দেখল কোথায় আনন্দ, কোথায় প্রমোদ, কোথায় মার্গারেট কোথায় কি? কিছুই নেই কোথাও।

সে প্রচুর বিরক্তি আর অসন্তোষ নিয়ে তার ছোট্ট বাসাটিতে ফিরে আসল। ওয়ারদা বেশ কঠোরভাবেই তার সামনে দাঁড়াল। সে ওয়ারদার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দিল। তারা দুজনেই কয়েক পলক বেশ অস্বস্তি নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল। সে হঠাৎ করেই তার বিছানার উপর হেলান দিয়ে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত।'

'ক্ষমা চাওয়ার কোনো কিছু দেখছি না।' ওয়ারদা একটু পেছনে হেঁটে গিয়ে ঘরের এক পাশে একটা চেয়ারে তার মুখোমুখি বসল। তারপর আবার বলল, 'এটা আমার কাছে পরিষ্কার যে তোমার একটা পরিবর্তন দরকার।'

'বিষয়গুলো আমার কাছে অত সহজ মনে হচ্ছে না।'

ওয়ারদা তার নিজের উদ্বেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। সে বলল, 'আমি কোনো অকৃতকার্য পরীক্ষা পরিচালনা করতে যাচ্ছি না। তোমাকে শুধু খুব সহজ একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমাদের সম্পর্কটা কি তাহলে ব্যর্থ হয়েছে? আমরা কি তাহলে..?'

সে বেশ বিশ্বস্ততার সাথে কিন্তু কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে বলল, 'কেউ তোমার সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে না। আমি নিশ্চিত।'

ওয়ারদা মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি কি কোনো মেয়ে মানুষের সাথে ছিলে?'

সে বেশ অস্বস্তির সাথেই উত্তরটা দিল।

'তোমাকে সত্যি কথাটাই বলতে হয়। আমি আসলে এখনো আমার অসুস্থতা থেকে মুক্ত হইনি।'

এই প্রথমবারের মতো ওয়ারদা খুব তীব্র স্বরে তাকে বলল, 'এমন একটা অসুস্থতা যেটাকে কেবল একজন মেয়েমানুষই সুস্থ করতে পারে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর সে আবার ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমার কাছে তোমার জন্য ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নেই। তুমি যদি সেটা উপেক্ষা করো তাহলে সব কিছুই শেষ হয়ে গেল।'

কথা শেষ করে ওয়ারদা খুব মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখছিল। তারপর আবার বলল, 'কোনো অল্প বয়সের তরুণ যুবকের হৃদয়ের পাগলামি সারানো সম্ভব কিন্তু তোমার মতো বিজ্ঞ বুঝদার মানুষের যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে তার চিকিৎসা সম্ভব না।'

ওয়ারদার কথা শুনে সে খুব হতাশ হয়ে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'তাহলে কি আমি পাগল হয়ে গেছি?'

'আশ্চর্য! তোমার ব্যক্তিত্বে সুস্থিরতার কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

'আমার আচরণের জন্যই বলা হচ্ছে আমি পাগল।'

তার কথা শুনে এবার ওয়ারদা চিৎকার করে উঠল।

'তুমি যদি আমার সাথেই বাস করতে চাও তাহলে তোমার স্ত্রীর কাছে চলে যাও।'

'আমার কোনো স্ত্রী নেই।'

'ঠিক আছে তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। আমার সমস্যা তোমার স্ত্রীর চেয়ে প্রকট নয়। কেননা ইচ্ছে করলেই আমি একটা চাকরি আর খাকার জায়গা জোগাড় করে নিতে পারব।'

ওয়ারদার কথাবার্তায় সেও বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'যাও।'

কথা শেষ করে সে চোখ নামিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

'তাহলে তুমি একজন মেয়েমানুষের সাথেই ছিলে?'

সে বেশ হাল্কা সুরেই উত্তর দিল।

'তুমি তাকে চেন।'

'কে সে?'

'একজন মেয়ে মানুষ।'

'কিন্তু কে সে?'

'এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।'

'তুমি কি তাকে আমার সাথে পরিচিত হওয়ার আগে থেকেই চিনতে?'

'আমরা এমনিই দু-একবার সাক্ষাৎ করেছিলাম।'

'তুমি কি তাকে ভালবাস?'

'না।'

'তাহলে কেন তুমি তার সাথে বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলে।'

'এটা হঠাৎ একধরনের কৌতূহল হতে পারে।'

'এর মানে কি? তুমি কি সব সময় তোমার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দাও?'

'না সব সময় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে কখন।'

'যখন আমি অসুস্থ অনুভব করি।'

'তুমি কি আসলেই মেয়েদের প্রতি খুব বেশি পরিমাণে আসক্ত।'

'না।'

'তুমি কি আমাকে ভালবাস না?'

'হ্যা অবশ্যই।'

'কিন্তু মনে হয় খুব বেশি সময়ের জন্য না।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার অসুস্থতাটা মনে হয় আবার শুরু হচ্ছে।'

ওয়ারদা বেশ অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'আমি গত কয়েক দিন ধরেই তোমার মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন দেখছি।'

'তখন থেকেই অসুস্থতা আবার শুরু হয়েছে।'

'অসুস্থতা ! অসুস্থতা।'

হঠাৎ করেই ওয়ারদা তার গলার স্বর পাল্টে প্রায় চিৎকার করে বলল, 'তুমি কি আবার ঐ মেয়েটার সাথে দেখা করতে যাচ্ছ?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'তুমি কি আমাকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাচ্ছ?'

সে একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'দয়া করে একটু থামো। একটু বিশ্রাম দাও আমাকে।'

সে আবার মার্গারেটকে নিয়ে শীতের ঠাণ্ডা রাতে ডেজার্ট রোডের পাশে রেষ্ট হাউজে সময় কাটাল। রাতটা তখন ছিল নক্ষত্র দিয়ে চকচকে আর ঝকমকে। ফেরার সময় মার্গারেট বলল, আমাদের নিজেদের একটা জায়াগা থাকলে ভালো হতো না?'

'না .. ..।' সে বেশ গম্ভীর গলায় বলল। সে এ বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছিল না। কিন্তু মার্গারেট তার উত্তর দেয়ার পরেই আবার বলল, 'সত্যিকার অর্থে আমি গাড়ি নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রেম করতে আনন্দ পাচ্ছি না।'

সে মার্গারেটকে কোনো কথা না বলেই হোটেলে ফিরিয়ে দিয়ে আসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেরো.

ভালবাসার উন্মাদনা কখনো স্থায়ী হয় না আর যৌনতাড়না সেটাও সংকুচিত হয়ে আসে। যদিও এদের প্রভাব থেকে যায়। আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্য যদি কোনো খাবার না পাই তখন আমরা কিই বা করতে পারি?' তুমি হয়তো একটি ভংয়কর ঝড়ে ভেসে যাবে আর ধ্বংস হয়ে যাবে। এই স্থিরতা মরে গেছে আর একে ফিরিয়ে আনার কোনো পথ নেই।

বাদামি তাম্রবর্ণের এক নর্তকী নিউ প্যারিস ক্লাবে তাকে মুগ্ধ করেছিল নিজের হাল্কা পাতলা শরীর আর প্রফুল্লতা দিয়ে। সে মার্গারেটকে দেখেছিল মঞ্চে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার পর সে এই তাম্রবর্ণকে তার টেবিলে আমন্ত্রণ জানালো। মার্গারেটের কাছে এটা খুব একটা অপটু ভালবাসার খেলা মনে হয়েছিল। কিন্তু সে এই ঝড়ে সব অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। পিঙ্গল বর্ণের মেয়েটি তার সাথে ঘুরতে বের হয়ে গেল শুধুমাত্র টাকার জন্য। এটা খুব একটা ভালো বিষয় ছিল না। কিন্তু তার কাছে মনে হল মেয়েটা যখন হাসছে তখন তার অন্তর কেঁপে উঠছে। তার হৃদয়টা যদি আন্দোলিত না হয়ে উঠে তাহলে এটা মরে যাবে। কবিতা, মদ, ভালবাসা কোনোটাই বিস্মৃতিপ্রবণ এই পরমানন্দকে নিয়ে আসতে পারে না।

প্রতি রাতেই সে কোনো না কোনো ক্লাব থেকে একটা করে মেয়েকে সাথে নিয়ে ঘুরতে বের হয়। কখনো কখনো রাস্তা থেকেও।

কাবরি ক্লাবে একদিন সে মুনা নামের একজন নর্তকীর সাথে বসল। ক্লাবের ম্যানেজার ইয়াযবেক তাকে দেখে অভিবাদন জানানোর জন্য দৌড়ে তার কাছে চলে আসল। ইয়াযবেকের এই আচরণ দেখে তার কাছে মনে হলো এটা আরেকটা মৃত্যুর ঘোষণা।

'কি সৌভাগ্য আমার !.. মাননীয়..।'

ওমর তার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়েই মুনাকে নিয়ে বের হয়ে গেল। সে যখন মুনাকে তার কাছে চেপে ধরল তখন তার ভেতরে মুনাকে হত্যা করার জন্য ভয়ংকর এক ইচ্ছা জেগে উঠল। সে ভাবছিল একটা ছুরি দিয়ে এখন মুনার বুকটা চিরে ফেললে খুব ভালো হতো। হঠাৎ করে বুঝতে পারল সে কি অন্বেষণ করছে। মৃত্যু হলো সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরেকটা কারণ, নিরবতার সমাপ্তি। আহ কি রহস্যময় চক্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনো সমস্যা । কি হয়েছে?' মুনা বলল।

সে হঠাৎ করেই যেন জেগে উঠল।

'নাহ তেমন কিছু না। এই অন্ধকার।'

'কিন্তু এখানে আমাদের পাশেতো কেউ নেই।'

সে পাগলের মতো দ্রুততায় তার গাড়িটা চালাতে লাগল। মুনা ভয়ে তার হাতদুটো চেপে ধরে চিৎকার করতে লাগল।

পরে বাড়িতে ফিরে সে যখন কাপড় পাল্টাচ্ছিল তখন ভাবছিল কিছুই নেই, সমাপ্তি চলে আসছে, পাগলামি অথবা মৃত্যু।

ওয়ারদা বিছানায় বসে ছিল।

'আমি চলে যাচ্ছি।' ওয়ারদা বলল।

সে খুব মোলায়েমভাবে উত্তর দিল, 'আমি তোমার সব কিছুর জন্য দায়ী। তোমার জন্য দায়িত্ব অনুভব করছি।'

'আমি কিছুই চাই না।' ওয়ারদা কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'কি বাজে একটা ব্যাপার যে আমি সত্যি সত্যিই তোমাকে ভালবেসেছিলাম।'

সে বেশ উদ্বেগের সাথে বলল, 'কিন্তু তুমি তো আমার সাথে ধৈর্য্যধারণ করতে পারলে না।'

'আমার ধৈর্যের সীমা শেষ হয়ে গেছে।'

সে তার আত্মার ভেতর ওয়ারদাকে নিয়ে একটা অনুভূতি টের পেল। কিন্তু সে কিছুই বলল না।

পরের রাতে ঘরে ফিরে এসে সে যখন ওয়ারদার কোনো চিহ্নই খুঁজে পেল না তখন মনে মনে সে প্রশান্তির হাসি হাসল। বিছানায় শুয়ে সে পুরো ফ্ল্যাট জুড়ে নিরবতা আর শূন্যতাটাকে উপভোগ করতে থাকল। প্রতি রাতে সে একজন করে নতুন মেয়ে মানুষ নিয়ে ফ্লাটে উপস্থিত হয়।

মোস্তফা তাকে একদিন হাসতে হাসতে বলল, 'বিশাল এই আফ্রিকা মহাদেশে বিখ্যাত নারী কামুককে স্বাগতম।'

ওমর মোস্তফার কথা শুনে খুব বিষণ্নভাবে হাসল। মোস্তফা তার কথা চালিয়ে যেতে থাকল।

'বিষয়টা এখন আর গোপন নেই। আমার বেশ কয়েকজন সহকর্মী তোমাকে নিয়ে আলোচনা করেছে। ক্লাবগুলোতে তোমাকে নিয়ে খবরগুলি ছড়িয়ে পড়েছে। তোমার যৌনজীবন নিয়ে যে কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপারটা সবাইকে অবাক করেছে।'

ওমর খুব ঘৃণার সাথেই উত্তর দিল। 'সত্যি করে বলছি আমি মেয়ে মানুষদের ঘৃণা করি।'

মোস্তফা বলল, 'তোমার ভেতরে যত অস্থিরতা আছে সেটাকে খালি করে দাও যাতে শেষ পর্যন্ত তুমি একটু স্থির হয়ে থাকতে পারো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসন্ত কাল আসার পর সে নাইটক্লাবের বাইরের বাগানে ভেতরের হল রুমে বসার চেয়ে বেশ আরাম করেই বসতে পারল। তার ভেতরে অস্থিরতা যদিও ছিল আর স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবে এর মাঝেই ভারতীয় আর ফার্সি কবিতা নিয়ে পড়াশুনা করে সে বেশ প্রশান্তি পাচ্ছিল।

রাতের এই অভিসারগুলোতে সে প্রায়ই কাবরি ক্লাবে যাওয়াআসা করত। এর মধ্যে একদিন সে কাবরি ক্লাবের তৈরী একটা মাচার নিচে বসেছিল। মদ খাচ্ছিল আর বসন্তের বাতাস উপভোগ করছিল। তখনই সে দেখতে পেল ওয়ারদা মঞ্চে যাচ্ছে।

সে ভেতরে কোনো আবেগ, বিস্ময়, উত্তেজনা, কিংবা আনন্দের গমক টের পেল না। ওয়ারদা তাকে দেখল। সে নাচ শুরু করল। ক্লাবের ম্যানেজার ইয়াযবেক খুব উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়েছিল। শো শেষ হওয়ার পর সে ওয়ারদাকে খুব স্বাভাবিক ভাবে তার টেবিলে ডাকল। ওয়ারদা মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে প্রতি উত্তর জানালো। যেন তাদের মাঝে কিছুই হয়নি। সে খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্লাবগুলোতে আসলে যে সমস্ত পানীয়ের অর্ডার দেয় সেগুলো আনতে বলল। তারপর ওয়ারদার দিকে তাকিয়ে খুব গম্ভীরভাবে বলল, 'ওয়ারদা আমি সত্যিকার অর্থেই খুব দুঃখিত।'

ওয়ারদা খুব হেয়ালিপূণভাবে হেসে বলল, 'যা ঘটে গেছে তা নিয়ে তোমার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত হবে না। তবে ভালবাসার অভিজ্ঞতা সত্যিকার অর্থেই খুব চমৎকার যদিও এটা প্রচুর দুঃখ বয়ে নিয়ে এসেছে।'

ওমর ঠোঁটটা একটু কামড়ে ধরে বলল, 'আমি ভালো নেই।'

ওয়ারদা ফিসফিস করে বলল, 'তাহলে খোদার কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করে দেন।'

তার চোখের সামনে ঐ সমস্ত মেয়েলোকগুলোর চেহারা ভাসতে লাগল যারা রাতের পর রাত তার সাথে বাড়িতে গিয়েছিল। ওয়ারদা তখনো হাসছিল। সে ওয়ারদার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ওদের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ ছিল না।'

ওয়ারদা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার ভ্রূ দুটি একটু উঁচু করল।

ওমর আবার বলল, 'আমি তাদের সবাইকেই চিনতাম কিন্তু তাদের প্রতি আমার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না।'

'তাহলে কেন?'

'হতে পারে স্বর্গীয় কোনো মুহূর্ত এর উত্তর দিতে পারে।'

ওয়ারদা বেশ ক্রুদ্ধ হয়েই বলল, 'তুমি কি নিষ্ঠুর। তোমরা পুরুষরা কখনোই ভালবাসতে পারো না। '

'হতে পারে। কিন্তু আমার সমস্যাটা অন্য।'

কমলার মিষ্টি একটা ঘ্রাণ খোলা অন্ধকার মাঠ থেকে ভেসে আসছিল। সেই ঘ্রাণ হৃদয়ের অনুভূতিগুলোকে খুলে দিচ্ছিল। সে হঠাৎ করেই ওয়ারদাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়ারদা আমাকে বলো তুমি কেন বেঁচে থেকে জীবনযাপন করছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়ারদা তার কাঁধটাকে একটু ঝাঁকিয়ে পানীয়টা শেষ করল। কিন্তু উত্তরের আশায় সে আবার যখন প্রশ্ন করল তখন ওয়ারদা বলল, 'এই প্রশ্নের কি কোনো মানে আছে?'

'আমি প্রায়ই এই প্রশ্নটা করি এতে তো কোনো ক্ষতি নেই।'

'আমি বেঁচে আছি। জীবনযাপন করছি। ব্যস হয়ে গেল।'

'আমি তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কোনো উত্তর আশা করছিলাম।'

ওয়ারদা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আমি নাচতে ভালবাসি, প্রশংসা শুনতে ভালবাসি, আর আমি সত্যিকারের ভালবাসাকে খুঁজে বের করতে চাই।'

'তাহলে তোমার কাছে জীবনের অর্থ হলো ভালবাসা।'

'কেন নয়?'

'একবার ভালবাসার পর আবার সেই ভালবাসায় কি তোমার ঘৃণা জন্মাবে না?'

ওয়ারদা বেশ বিরক্তির সাথেই বলল, 'সেটা অন্য কারো জন্য সত্য হতে পারে।'

'তাহলে তোমার জন্য কি?'

'না আমার জন্য সত্য না।'

'তুমি কতবার ভালবেসেছ?'

'আমি তোমাকে এটা একবার বলেছি।'

ওমর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি একবার কি বলেছিলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিষয়টা এখন খোলামেলা আলোচনা করতে চাই।'

'তোমার আক্রমণাত্মক আচরণই মনে হচ্ছে সত্য এখন।'

'তুমি কি তাহলে কথা বলতে চাচ্ছ না।'

'আমার যা বলার বলে দিয়েছি। আমি তাকে.. '

ওমর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'হায় খোদা তাহলে এখানে তোমার অবস্থান কোথায়? তুমি তাকে নিয়ে কি ভাবছ?'

ওয়ারদা তার দিকে খুব সন্দেহপূর্ণ চোখে তাকালে ওমর আবার বলল, 'ওয়ারদা দয়া করে উত্তর দাও।'

'আমি তাকে বিশ্বাস করতাম।'

'আসলেই কি?'

'অবশ্যই।'

'তোমার এই বিশ্বাস কোত্থেকে আসল?'

'এটা আছে এবং এটাই যথেষ্ট।'

'তুমি কি প্রায়ই তার সম্পর্কে ভাব।'

ওয়ারদা বেশ শব্দ করে হাসল। তারপর বলল, 'যখনই আমার প্রয়োজন হয় তখনই।'

'এ ছাড়া অন্য সময়।'

ওয়ারদা এবার বেশ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'তুমি শুধু আরেকজনকে কষ্ট দিতেই ভালবাস। বাস না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওমর রাত তিনটা পর্যন্ত ক্লাবে থাকল। তারপর নিজের গাড়িটাকে পিরামিডের রাস্তায় ছুটিয়ে নিয়ে গেল। রাতে একা একা বের হয়ে সে আশ্চর্য একটা উন্নতি নিজের মাঝে টের পেল। সে গাড়িটাকে মরুভূমির রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্ধকারে বের হয়ে গেল। অন্ধকারটা ছিল খুব বেশি নিবিড়, ঘন। তার মনে পড়া অন্য কোনো রাতের মতো না। পৃথিবী আর মহাশূন্য তার কাছে মনে হয়েছিল অনুপস্থিত। আর সে যেন হারিয়ে গেছে অন্ধকারের মাঝে। সে মাথাটা উঠিয়ে অন্ধকারে চোখ মেলে তাকাল। দেখতে পেল পশ্চিমে হাজার হাজার নক্ষত্র একা একা বিচ্ছিন্নভাবে আবার দলবদ্ধভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হাল্কা মিহি নরম মিষ্টি একটা বাতাস ভেসে বেড়াচ্ছে। মরুভূমির বালুচর অন্ধকার কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। প্রজন্মের পর প্রজন্মের অসংখ্য আশা আকাঙ্ক্ষা তাদের সর্বশেষ জিজ্ঞাসা আর ফিসফিসানিগুলো লুকিয়ে আছে এখানে।

এই যে আমি এখানে এই নিরবতায় কিছু একটা বলার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। আমি তো জানি চিৎকার করলে এখান থেকে কোনো প্রতি উত্তর ফিরে আসবে না। তাহলে কোনো জিনিস আমাকে চিৎকার করতে বাধা দিচ্ছে?

সে আবার তার গাড়ির কাছে চলে গেল। আকাশের দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। আস্তে আস্তে অন্ধকারটা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। হাল্কা একটা রেখা ফুটে উঠছে। এটা ধীরে ধীরে আলোর তরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে। তার অন্তরটা হঠাৎ করেই এক ধরনের অজানিত আনন্দে নেচে উঠল। অন্তর থেকে ভয় আর শঙ্কা কেটে গেল। খুব উষ্ণ এক ধরনের সুখ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আনন্দের নৃত্য সমগ্র সৃষ্টিকে যেন জড়িয়ে ধরল। তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জেগে উঠল, তার অনুভূতিগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। সন্দেহ, সংশয়, ভয় সব কিছু যেন মাটি চাপা পড়ে গেল। তাকে হঠাৎ করে মনে হলো শক্তি, আত্মবিশ্বাসীর প্রতীক। তার মনে হচ্ছিল এখন সে যা ইচ্ছা করবে তাই অর্জন করতে পারবে। সে শক্ত হয়ে আবার দাঁড়াল। পৃথিবীটা ধুলোবালির মতো তার পায়ের নিচে পড়ে গেল। সে কিছুই করতে চাইল না।

আমি স্বাস্থ্য, শান্তি, নিরাপত্তা কোনো কিছুই চাই না। সমাপ্তিকে কাছে আসতে দাও। এটাই সব চেয়ে সেরা মুহূর্ত।

এই বিকারগ্রস্ততা তাকে আরো ছেকে ধরল।

সে গাড়িতে এসে বসল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে মনে হলো কাউকে যেন উদ্দেশ্য করে বলছে, 'এই হলো আনন্দ।'

সে একবার থামল। তারপর আবার বলা শুরু করল, 'কোনো যুক্তি তর্ক ছাড়াই।' তারপর আবার থেমে বেশ বড় একটা শ্বাস নিয়ে বলল, 'গোপনীয়তার ফিসফিসানি, অজানার প্রশ্বাস।' তার গাড়ি চালু করে সে জিজ্ঞেস করল, 'এই জন্য পৃথিবীর সব কিছু কি ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দ.

খালি বাসায় ফোনের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। ফোনের রিসিভারটা কানে লাগাতেই শুনতে পেল মোস্তফার ফোন।

'সারা রাত তুমি কোথায় ছিলে?'

সে কোনো উত্তর দিল না।

মোস্তফা আবার বলল, 'জয়নাব হাসপাতালে।'

কয়েক মুহূর্ত লাগল তাকে ব্যাপারটা বুঝতে। এর পরই তার মনে হলো সে একজন স্বামী, একজন বাবা এবং খুব বেশি হলে একদিন দাদা হবে।

হাসপাতালের অভ্যর্থনা কক্ষে সে বাছিনা মোস্তফা এবং মোস্তফার স্ত্রী আলিয়াকে দেখতে পেল। আলিয়া গোলাকার মুখ আর আকৃতির চল্লিশ বছর বয়সের খুব দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মহিলা। তাকে দেখেই বাছিনা ছুটে আসল। তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মাথাটা নিচু করে রাখল।

মোস্তফা বলল, 'সে ডেলিভারি কক্ষে আছে। সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে।'

যখন সে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইল তখন আলিয়া তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমিই তার সাথে ভেতরে ছিলাম। এখন আমি আবার যাচ্ছি।'

'আমার কি এখন যাওয়া উচিত হবে না?'

মোস্তফা বলল, 'হঠাৎ উত্তেজনাকে এখন পরিহার করে চলাটাই ভালো হবে।'

কিছুক্ষণ পরই আলিয়া বেশ হাস্যোজ্জ্বল মুখে ঘর থেকে বের হয়ে এসে বলল, 'অভিনন্দন! আপনার ছেলে হয়েছে। জয়নাব তার ঘরে সুস্থ আছে।'

সে বাছিনার দিকে ভালবাসায় তাকাল। কোনো কিছু না বলে সে তার হাতটাকে বাছিনার হাতের উপর রাখল। বাছিনা একটু লজ্জা পেয়ে কিছুক্ষণ হাতটা বাবার হাতে রাখল। তারপর হাতটা খুব নরমভাবে আবার সরিয়ে নিল।

মোস্তফা বাপ মেয়ের চুপি চুপি এই কাণ্ডটা দেখছিল। সে বলল, 'যাই হোক সৌভাগ্যবশত হাসপাতাল এমন একটা জায়গা যেখানে ঝগড়া বিবাদের অবসান হয়।'

মেয়ে হাতটা সরিয়ে নেয়াতে ওমর একটু হতাশ হলেও সে এটাকে গোপন করে জিজ্ঞেস করল, 'জয়নাবকে কখন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?'

'প্রায় মধ্যরাতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন সে আর ওয়ারদা শ্যামপান খাচ্ছিল আর কথাবার্তা বলছিল।

'তুমি কি স্কুলে যাওনি?'

'প্রশ্নই ওঠে না। সেতো তার মার সাথে এসেছে।' মোস্তফা বলল।

'আলিয়া তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনাকে স্বাগতম।' আলিয়া জয়নাবের ঘরে যেতে যেতে বলল।

'সকালের দিকে সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।' মোস্তফা বলল।

আহ! মরুভূমির সকাল। একটা পূর্ণাঙ্গ কাল্পনিক আনন্দ। কিন্তু কোথায় সেটা?..

মোস্তফা অনুমতি নিয়ে একটু ঘুমাতে চলে গেল। সে আর বাছিনা বসে অপেক্ষা করছিল। বেতাল এই পরিস্থিতিতে সে একটু নরম স্বরে বাছিনাকে বলল, 'তুমি কি ঘুমাওনি বাছিনা?'

বাছিনা হাসপাতালের বিশাল করিডোরের কার্পেটের দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে শুধুমাত্র মাথাটা একটু নাড়ল।

'তুমি কি আমার সাথে কথা বলতে চাও না?'

বাছিনা কিছুটা লজ্জা আর দ্বিধা নিয়ে বলল, 'আমি কি বলতে পারি?'

'যে কোনো কিছু। তোমার মনের মধ্যে যা আছে সব। আমি তোমার বাবা আবার তোমার বন্ধুও বটে। আমাদের এই সম্পর্কটাতে ফাটল ধরা সম্ভব না।'

বাছিনা তবু চুপ থাকল। কিছু বলল না।

'আমরা কি আমাদের সেই চুক্তিতে একমত থাকতে পারি না?' ওমর বলল।

বাছিনা মাথাটাকে সম্মতিসূচক ভাবে একটু নাড়াল।

ওমর বলল'বোঝা যাচ্ছে তুমি খুব ক্ষেপে আছ। সে যাই হোক আজকের এই সমস্যাটা তোমাকে কোনো প্রভাব ফেলছে না। আমার থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ এটা কোনো ভাবেই সহ্য করা যায় না। তোমাকে বার বার বলেছি আমাকে দেখে যাওয়ার জন্য কিন্তু তুমি আসো নি? কেন তুমি আসো নি?'

'আমি আসতে পারি নি।'

'কেউ কি তোমাকে বাধা দিয়েছিল?'

'না। কিন্তু আমার খুব মন খারাপ ছিল।'

'তোমার দুঃখবোধ কি আমাদের ভালবাসার চেয়েও বড়।'

বাবার কথা শুনে এবার বাছিনা খুব শক্তভাবে উত্তর দিল। 'তুমিওতো বাবা একবারের জন্যও আমাদের দেখতে আসোনি।'

'সেটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি যখন তোমাকে বারবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি তখন তোমার আসা উচিত ছিল। তোমার প্রত্যাখ্যান বিষয়টাকে আরো বিরক্তিকর আর অসহনীয় করে তুলেছে।'

বাছিনা চেষ্টা করছিল তার চোখের পানি লুকিয়ে রাখতে।

'আমার খুব কষ্ট হয়েছিল তাই আমি আসিনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কোনো কিছু নিয়ে জড়তা আমার পছন্দ না। আমি চলে যাওয়ার পর তোমাকে খুব অনুভব করেছিলাম।' কথা শেষ করে ওমর একটু মিষ্টি করে হাসল পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্য। তারপর বলল, 'ঠিক আছে এখন তিরস্কার করার কোনো সময় নেই।' সে বাছিনার কাঁধটা ধরে হাল্কা ঝাঁকি দিল। তারপর বলল, 'তোমার কবিতার খবর কি?'

এই প্রথমবারের মতো বাছিনা সহজভাবে হাসল।

ওমর খুব আগ্রহের সাথে মেয়েকে বলল, 'তুমি কি বুঝতে পারছ আজ আমরা দুজন যেভাবে কাছে এসেছি এভাবে আগে কখনো আসিনি।'

'তুমি কি বলতে চাও বাবা?'

'এর মানে হচ্ছে আমরা দুজন এক উৎস থেকেই বেড়ে উঠেছি।'

বাছিনা তার সবুজ চোখ দুটি বাবার দিকে ফিরিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে বলল।

ওমর বলল, 'তুমি কি জানো আমি আবার কবিতা পড়ছি। আবার চেষ্টা করছি কবিতা লিখতে।'

'সত্যি বাবা?'

'এটা একধরনের ব্যর্থ চেষ্টা।'

'কেন এমন মনে করছ?'

'আমি জানি না। মনে হয় অন্তরের মাঝে অনেক ধুলো জমে গেছে যেটাকে একবারে ঝেড়ে ফেলা যাবে না। হতে পারে এই সমস্যাটাই কবিতাকে বাধা দিচ্ছে।'

'সমস্যা?'

'আমি বলতে চাচ্ছি আমার অসুস্থতা।'

বাছিনা মাটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে লাগল।

'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করছ না।'

'আমি সব সময় তোমাকে বিশ্বাস করি।'

বাছিনার কথাগুলো তাকে খুব কষ্ট দিল।

সে বলল, 'বাছিনা আমাকে অবশ্যই তোমার বিশ্বাস করতে হবে। ঐ মিথ্যাটা সত্ত্বেও। এটা খুব প্রয়োজনীয় একটা মিথ্যা ছিল। কিন্তু বিশ্বাস করো এটা আর কখনো দ্বিতীয়বার হবে না। আমি সত্যি সত্যিই অসুস্থ।'

'তুমি কি এখনো খুঁজে বের করতে পারোনি সমস্যাটা কি?'

ওমর কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'এক ধরনের কষ্ট এটা। দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্য ধারণই এটার একমাত্র ঔষধ।'

বাছিনা খুব কৌতূহলী হয়ে বলল, 'তুমি কি সেটা আমাদের মাঝে খুঁজে পাওনি?'

সে খুব শান্তভাবে বলল, 'আমি একদম একা বাস করছি।'

বাছিনা খুব অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওমর বলল, 'একদম একা বিশ্বাস করো।'

'কিন্তু...'

'এখন একদম একা।'

বাছিনা খুব নরমভাবে বলল, 'বাবা তুমি ফিরে আসছ না কেন?'

সে মেয়ের গালে ছোট্ট করে একটা চুমু খেল।

'মনে হয় এভাবেই থাকাটা সব চেয়ে ভালো হবে।'

'না।' বাছিনা বাবার হাতটা শক্ত করে ধরল। আবার বলল, 'না।'

আলিয়া ফিরে এসে ওমরকে বলল সে এখন জয়নাবকে দেখতে যেতে পারে। সে রুমে ঢুকে দেখতে পেল জয়নাব গলা পর্যন্ত একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে শুয়ে আছে। চেহারাটা খুব মলিন আর চোখ দুটি আধবোজা। সে জয়নাবের প্রতি একধরনের শ্রদ্ধা, আর সমবেদনা অনুভব করল। এখানে জয়নাব কিছু একটা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যখন কিছু একটা করার জন্য তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সে একটু হতবুদ্ধির মতোই বিড়বিড় করে বলল, 'আল্লাহকে ধন্যবাদ যে সবকিছু ভালোয় ভালোয় হয়েছে।'

জয়নাব একটু মুচকি হাসল।

'তোমাকে অভিনন্দন তুমি একটা রাজপুত্র জন্ম দিয়েছ।'

সে বসল কিন্তু তেমন স্বস্তি পাচ্ছিল না। বাছিনা আর আলিয়া ঘরের ভেতর ঢুকে তাকে এই অস্বস্তি থেকে রক্ষা করল। আলিয়া মজার মজার কথা বলে পরিবেশটাকে হাল্কা করছে। কিছুক্ষণ পর ছোট্ট একটা হুইল বিছানায় করে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসা হলো। তারা বাচ্চাটার মুখের উপর থেকে কাপড়টা একটু সরিয়ে দিল। ছোট্ট লাল মাংসের একটা প্রতিকৃতি। বাচ্চাটাকে দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে একদিন সে পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে। বাচ্চাটাকে দেখে তার তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। কিন্তু সে জানত ধীরে ধীরে তার প্রতি ভালবাসা জন্মাবে। শিশুটার প্রকৃতিগত চাহনিটাই সেই মুহূর্তের জন্য যথেষ্ট। হায় শিশু যদি তুমি নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতে তাহলে আমি তোমাকে তোমার অনুভূতির বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম আর তুমি যেই জগৎ থেকে এসেছ সেই জগতের স্মৃতির বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম।

'তার জন্য কোনো নাম ঠিক করেছ?' আলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'ছামির।' বাছিনা উত্তর দিল।

ছামির হলো সাথী আর বিনোদন দানকারী। আশা করি এই নাম তাকে সব দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা করবে।

আলিয়া সবার মনোযোগ আর্কষণ করে বলল, 'দোয়া করি বাচ্চাটা তার বাবা মা উভয়ের ভালবাসায় বেড়ে উঠবে ।'

ওমর আগের মতোই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সে বুঝতে পারছিল জয়নাব আর তার মাঝে যে শূন্যতা তৈরী হয়েছে সেটা এই বাচ্চাটা পূরণ করতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরের খাবারের সময় যখন ঘনিয়ে আসল তখন সে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। বাইরে বের হওয়ার সাথে সাথেই বাছিনা তার পিছু পিছু আসল। তারপর বলল, 'বাবা তুমি আর একা থাকতে পারবে না।'

সে নিজেও আর শূন্য ফ্লাটে কোনোভাবেই থাকতে চাইছিল না। যদিও সে নতুন ধরনের এক নির্জনতার স্বপ্ন দেখছিল।

'তুমি তাহলে কি চাও?' ওমর বেশ নরম সুরে জিজ্ঞেস করল।

'আমি চাই তুমি ফিরে আস।'

মেয়ের কপালে ছোট্ট করে একটা চুমু খেল সে। তারপর বলল, 'যে কোনো শর্তেই আমি তোমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠব।'

বাছিনা তার হাতদুটো ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাইরের দরজায় চলে আসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পনেরো.

সে বাড়িতে ফিরে আসল জয়নাবের প্রতি ভালবাসা বা ঘৃণা কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই। ঘৃণার অনুপস্থিতিটা আসলে জয়নাবের অনুপস্থিতিকেই প্রমাণ করে।

সে জয়নাবকে বলল, 'আমাদের এই ক্লেশকে আরো বীরত্বের সাথে মুখোমুখি হওয়া উচিত।'

জয়নাব মূলত বেশ সাহস আর ধৈর্যের সাথেই উপস্থিত হলো। তার আচরণ দেখে ওমর একদিন বলল, 'তুমি সত্যিকার অর্থেই ধৈর্যের প্রতিচ্ছবি।'

সে তার রাতের অভিসারগুলো থেকে দূরে থেকে সন্তানদের মাঝেই আনন্দ খুঁজে পেল। কিন্তু ব্যালকনির নিচে নীল নদের প্রবাহের দিকে তাকিয়ে সে আবার মরুভূমির ঐ সকালের শান্তির জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে থাকল।

সে তার ঘরে রাত কাটাতে লাগল বই পড়ে, ধ্যান করে, আর দিনের বেলা সে বারান্দায় চলে আসে। তারপর দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। ভাবে শান্তি কোথায়?'

আরবি কবিতা, পারসি কবিতা, আর ভারতীয় কবিতার মধ্যে শুধু রহস্য কিন্তু সুখ কোথায়।

'আল্লাহকে ধন্যবাদ।' মোস্তফা একদিন বলল। 'সব কিছুই আবার স্বাভাবিক ভাবে ফিরে এসেছে।'

সে খুব বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, 'কোনো কিছুই স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসেনি।'

মোস্তফা অবশ্য তর্কে যেতে চাচ্ছিল না কিন্তু ওমর ছাড়তে রাজি হলো না।

'আমি আমার ঘরে ফিরে আসিনি, কাজে ফিরে যাইনি।'

'কিন্তু প্রিয় বন্ধু আমার...'

'আর কেউ জানে না সামনের সময়গুলোতে কি পরিবর্তন অপেক্ষা করছে।'

এক বিকেলে ওমর তার অফিসে বসেছিল। এই সময় হঠাৎ করেই একজন লোক তার অফিসে ঢুকল। লোকটা মধ্য আকৃতির, গায়ের রঙ মলিন, মুখমণ্ডল লম্বাটে, মাথার চুল মুণ্ডানো, হাত আর নাক বেশ মজবুত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওমর এক মুহূর্ত অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে তারপর হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে গেল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওসমান খলিল!'

দুই বন্ধু পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ডেস্কের সামনে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসল। ওমর কিছুতেই নিজের উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখতে পারছিল না। বার বার সে ওসমানকে অভিবাদন জানাচ্ছিল, তার এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছিল। ওসমান শুধু মিটমিট করে হাসছে। সে বলার মতো কিছু পাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারা আবার একে অপরের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। আশ্চর্য সব ভাবনা তখন স্মৃতিতে ভেসে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তারপরেও ওমর তার একেবারে গভীরে পূর্বঘোষিত এক ভয়ের উপস্থিতি টের পাচ্ছিল। বন্ধুর সাথে এই ধরনের আড্ডাটা নিয়ে সে শঙ্কিত। কারণ তার অবস্থা এখন সে রকম নেই। সাম্প্রতিক সময়ে সে তার সময়চক্রসহ সব কিছুই হারিয়েছে। বন্দিজীবন এখনো শেষ হয় নাই। যদিও সে বুঝতে সক্ষম ছিল না যে তার এক তৃতীয়াংশ এর মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তার বর্তমান যে মানসিক অবস্থা সেখানে সে এরকম একটা বৈঠকের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

একজন লোক জেলখানা থেকে এই পৃথিবীতে আবার প্রবেশ করেছে আর অন্যজন পরিচিত এই পৃথিবীকে ত্যাগ করতে চাচ্ছে অজানা কোনো জগতের জন্য।

'অনেক দিন পর তাই না।'

ওসমান হাসল।

'তুমি একটা মুহূর্তের জন্যও আমাদের মন থেকে অনুপস্থিত ছিলে না। এখন আবার তুমি স্বাভাবিক জীবন কাটাতে চলে এসেছ।'

ওসমান বেশ গমগমে কণ্ঠে বলল, 'তোমার যদিও খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু তোমার স্বাস্থ্যটা যেমন হওয়ার কথা ছিল তেমন নেই।'

ওমরের খুব ভালো লাগল যে বন্ধু বিষয়টা লক্ষ্য করেছে। 'হ্যা আমি একটা অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত। কিন্তু বন্ধু দয়া করে এখন আমাকে নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমি এখন চাই যে তুমি কথা বলে যাও আর আমি শুনতে থাকি।'

ওসমান অপেক্ষা করছিল। একজন সেবক কোকাকোলা আর কফি নিয়ে আসল। তারপর ওসমান বলল, 'বছরের পর বছর পার হয়ে গেছে, দিনগুলোকে লম্বা বছরের মতো ঘৃণ্য মনে হতো আর বছরগুলোকে দিনের মতো অকিঞ্চিৎকর মনে হতো। এখন আর বন্দি জীবনের কাহিনী শুনতে চেয়ো না।'

'আমি বুঝতে পেরেছি। এটা সত্যিকার অর্থেই খুব দুঃখজনক।.. .. তুমি বের হয়ে এসেছ কবে?'

'দুই সপ্তাহ আগে।'

'তুমি এতদিন কেন আসোনি?'

'মুক্তি পেয়েই আমি সোজা গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে জ্বরে আক্রান্ত হলাম। অসুখ সারার পর চলে আসলাম কায়রোতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখান থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। এই মুহূর্তে তোমার ভেতরে একরকম অপরাধবোধ তৈরী হচ্ছিল।

'এটা আমাদেরকে খুব কষ্ট দিত যে আমরা তোমাকে দেখতে যেতে পারতাম না।'

'পরিবারের সদস্য ছাড়া কেউ দেখা করতে গেলেই তাকে গ্রেফতার করা হতো।'

'আমরা তোমাকে সম্ভবপর সহোযোগিতা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি।'

'শুরুতেই আমাদের সাথে খুব খারাপ আচরণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের পর এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।'

বন্ধুর কথা শুনে ওমরের ভেতরে অপরাধবোধ কাজ করতে লাগল। সে বলল, 'সবচেয়ে ভালো হতো আমরাও যদি তোমার সাথে জেলে যেতে পারতাম।'

ওসমান একটু শ্লেষের সাথে বলল, 'আমাকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে জেলখানায় ঢোকানো হয়েছিল।'

ওমর একটু সংকোচের সাথে বিড়বিড় করে বলল, 'আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য বিশেষ করে আমাদের জীবনের স্বাধীনতার জন্য তোমার কাছে ঋণী।'

'তুমি কি একই কাজ করতে না যদি তুমি জেলখানায় বন্দি থাকতে আর আমি মুক্ত থাকতাম।'

ওসমানের কথা শুনে ওমর লজ্জা আর সংকোচে চুপ মেরে বসে থাকল।

ওসমান তিক্ত স্বরে আবার বলল, 'এই যে আমি মধ্যবয়সে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে এসেছি।'

ওমর তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল।

'তুমি এখনো তরুণই আছ। তোমার সামনে দীর্ঘ একটা জীবন অপেক্ষা করছে।'

'শুধু তাই না আমার সামনে হতাশার চেয়েও কষ্টকর আর বিষণ্ন একটা অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে।'

ওমর একটু দুঃখিত হয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে আমার ভয় হয় যে আমরা কিছুই করতে পারলাম না।'

ওসমান বাধা দিয়ে বলল, 'এভাবে বলো না। আমার শেষ সান্ত্বনাটুকু কেড়ে নিও না।'

ভীতিপ্রদ একটা অনুভূতি ফিরে আসল। তার কাছে মনে হল পৃথিবীর পৃষ্ঠে পড়ে থাকা সে একটা মৃতদেহ। সে বলল, 'দেখ আমরা আমাদের কাজ করি, তারপর বিয়ে করি, সন্তান উৎপাদন করি, অথচ আমার মনে হয় কি জানো ? আমার মনে হয় শুধু চিটা শস্যগুলো ছাড়া আমার আর কোনো কিছু অর্জন করার মতো নেই। আমাকে তোমার অবশ্যই ক্ষমা করা উচিত। কারণ আমার নিজের বিষয়েই কথা বলার কোনো অধিকার আমার নেই।'

'কিন্তু আমরা দুজনেই তো একে অপরের জন্য অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীততো পার হয়ে গেছে। তার হিসেবনিকেশ বড় কঠিন। ওসমান একদিন মোস্তফা আল মিনাবির বাড়িতে বেশ সোরগোল করেই বলল, 'আমাদের কয়েদখানা এমন লোহায় তৈরী যা কখনো ভাঙা যাবে না। আমরা কাজ করব সমগ্র মানবতার জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট একক দেশের জন্য না। আমরা মানবজাতির জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানময় আর বিপ্লবের একটা পৃথিবী তৈরী করতে চাই।'

তার কথার সম্মতি জানিয়ে সবাই যখন হাততালি দিল তখন ওসমান আবার বলল, 'আমি খুব খুশি যে মোস্তফা সেই ভীতুই আছে আর ওমর নতুন বিয়ে করেছে। আগামীকালই ভোগবাদীদের কাছ থেকে একটা বোম এসে পড়বে আর তারা আমাদের রক্তগুলো চেটে চেটে খাবে।'

'তোমার চিন্তাভাবনা ঠিক আছে। যদি বন্দুকের গুলি তোমার পায়ে আঘাত না করে তাহলে তারাতো তোমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না।'

'ভালো কথা। কিন্তু তুমি আর মোস্তফা কি করবে?'

'আমরা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব, 'দুঃখবোধ করব।'

ওসমান একটু শুষ্ক হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি স্বীকারোক্তি দিব তোমরা কি এতে ভয় পাচ্ছ না?'

'মোস্তফা তার সাথে পালিয়ে যাবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছে। আমরা তারপর ভেবেছিলাম লুকিয়ে থাকব। বেশ কিছু দুর্বিষহ দিনের ভেতর দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি ক্ষমতাধর মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করলে। আমরা ছিলাম কিন্তু আমাদের কিছুই নেই।'

ওসমান তার বাবা মাকে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই সাহায্যের জন্য ওমরকে বলল। কিন্তু ওমর তার কথা শুনতে চাইল না। ওসমান সাথে সাথেই আবার বলল, 'আমি অতীতের জন্য বিলাপ করতে চাই না। যেহেতু আমি আমার ভাগ্যকে ঠিক করে নিয়েছি। আর বেশ ভালোভাবেই আমি জানি আমি কি করছি। কিন্তু এখন তোমাকে বলতে হবে পৃথিবীতে কি হতে যাচ্ছে।'

ওমর কথার প্যাচ থেকে পার পাওয়ার জন্য একটু হেয়ালি করে বলল, 'ভবিষ্যৎ এখন আমাদের মূল উদ্বেগের বিষয়।'

'ভবিষ্যৎ! ... ঠিক আছে আমি তাহলে আমার আইন ডিগ্রিটাকে আবর্জনায় ফেলে দেব।'

'তখন আমার অফিস থাকবে তোমার নিয়ন্ত্রণে।'

'চমৎকার। কাজ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কোনো বাধা নেই।'

'তাহলে তুমি এখন থেকেই কেন শুরু করছ না?'

'অনেক ধন্যবাদ। ... ... কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে বলো পৃথিবীতে কি ঘটতে যাচ্ছে।'

সে তার মনোভাব পাল্টাতে চাচ্ছিল না। ব্যাপারটা কত অদ্ভুত যে তুমি কখনোই তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তার সাথে এই ধরনের বৈঠকের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি আগ্রহীও ছিলে না। তোমাদের মাঝে মৃত ইতিহাস ভাগাভাগি করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর সে তোমার কাছে শুধু অপরাধবোধ, ভীতি, আর আত্মঘৃণাই নিয়ে আসে।

আর এইতো এখানে সে ভাগ্যের মতোই তোমার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে যখন তুমি পরিচিত এই পৃথিবী আর মানুষদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে চাইছ।

ওমর বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার অন্য বন্ধুদের খবর কি?'

'ও তারাতো নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। মোস্তফা আল মিনাবি ছাড়া কারো সাথেই আমার যোগাযোগ নেই।'

'তোমরা তাহলে কি করেছ?'

'সত্যি কথা বলতে কি তুমি যে বৎসর গ্রেফতার হলে তখন সময়টা খুব বাড়াবাড়ি রকম সহিংসতা আর ভীতিপ্রদ ছিল। আমাদের বাধ্য হয়েই চুপ করে যেতে হয়েছিল। এর পরতো যে যার কাজে ঢুকে গেল। আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম। বিপ্লব ভেঙে গেল। তার সাথে সাথে পুরাতন পৃথিবীটাও ভেঙে পড়ল।

ওসমান হাত দিয়ে তার প্রশস্ত চিবুকটা ধরল। তার চোখের দৃষ্টিতে ঠাণ্ডা একটা ভাব। মনে হচ্ছে চোখগুলো অতীত হয়ে যাওয়া নষ্ট বছরগুলোর জন্য আর্তনাদ করছে। কি বিরক্তিকর পরিস্থিতি। সে প্রায় সময়ই ভাবে এই অবস্থাগুলোই তার জন্য দুঃস্বপ্ন আকারে ঘুমের মধ্যে এসে হাজির হয়।

সে বলল, 'আমি প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করি কেন, হ্যা কেন? জীবন আমার কাছে কুৎসিত প্রতারণা নিয়ে হাজির হয়। আমার ভাগ্যকে নিয়ে আমি অবাক হই, যে মানুষগুলোর জন্য আমি কারাগারে গেলাম তাদের পা-গুলোই আমার কপালকে এখন ঠুকছে। কিন্তু কেন? আমি জিজ্ঞেস করি কেন? এই ব্যাপারটাতো পিপীলিকা সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণীদের ক্ষেত্রে সত্য না। আমি আমার কথা বাড়াতে চাই না। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমার বিশ্বাস থেকে আমি সরে আসব। কি দুর্ভাগ্য ! আমি এই প্রজ্বলিত সূর্যের নিচে, পাথুরে এই ভূমির উপর আবার নিজের বিশ্বাসকে আবিষ্কার করব। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে চাই যে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়নি।'

ওমর ওসমানের বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে সম্মান জানিয়ে তার মাথাটা একটু নিচু করল। কিন্তু ওসমান বেশ উত্তেজিত স্বরে তার কথা চালিয়ে যেতে থাকল।

'নষ্ট অতীত নিয়ে পড়ে থাকাটা বোকামি ছাড়া আর কিছু না যখন আমাদের ভীরুতার চেয়ে আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।'

ওমর সামনের এই খরপ্রবাহ থেকে বের হওয়ার একটা পথ খুঁজছিল।

'যেভাবেই হোক অতীতের নষ্ট পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে একটা সত্যিকারের বিপ্লবের মাধ্যমে। সুতরাং তোমাদের কোনো স্বপ্ন হয়তোবা বাস্তবায়িত হচ্ছে।'

তাকিয়ে দেখ তার চেহারাটা কিভাবে ক্রোধে কুচকে যাচ্ছে আর সেখানে ঝড় এসে একত্র হচ্ছে। আর এখানে তুমি এমন একটা ক্ষেত্রে পরাজয়কে চুমুক দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান করছ যেখানে তোমার কোনো আগ্রহই নেই। অথচ সে বুঝতেই পারছে না আমাকে কোনো কিছুই আর্কষণ করছে না।

ওসমান বেশ দুঃখ করে বলল, 'তুমি যদি পালানোর জন্য ছোটাছুটি না করতে তাহলে তোমার অবস্থানটা তুমি হারাতে না।'

'আমাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না অথবা জনগণের মধ্যে আমাদের কোনো অনুসারীও ছিল না যাকে কিছু বলা যায়। আর কোনো যাদুবলে আমরা যদি এগিয়ে যেতামও তাহলে এই উপমহাদেশ আমাদের ধ্বংস করে ফেলত।'

'এটা দুর্ভাগ্য যে অসুস্থ ব্যক্তিই শুধু অসুস্থতার চিন্তা করে।'

'তুমি কি মনে করো তাদেরকে উপেক্ষা করে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হতো।'

'না এটা যুক্তিপূর্ণ হতো না, বরং পাগলামিই হতো। কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ না পৃথিবীটা পাগলামির কাছে কতভাবে ঋণী।'

সে বেশ নরমভাবে বলল, 'যদি বিপ্লবটা সংঘটিত হতো আর সঠিক সমাজতন্ত্রের পথেই এগুতো তখন ...'

ওসমান খুব সরুভাবে তার দিকে তাকাল। ওমর ওসমানের এই মনোভঙ্গিটা পছন্দ করল না।

'যাই হোক এই বিপ্লব কখনোই আমার মতো পুঁজিবাদীদের স্পর্শ করত না। বরং এখানে আরো নানা রকম ট্যাক্স বসিয়ে দিত।'

সে বিরক্তির সাথে শ্বাস ছেড়ে তার কথা শেষ করল, 'বিশ্বাস করো আমি কোনো কিছুরই অনুগত নই। সুতরাং তাদেরকে জাহান্নামে যেতে দাও।'

ওসমান তার কথা শুনে হাসল। 'আমার প্রিয় বন্ধু একটু খোলাখুলি কথা বলো আমার সাথে। তুমি একসময় যেমন বিশ্বাসী ছিলে এখন কি সেরকম নও?'

ওমর তার নিজের জায়গায় বসে একটু ভাবল।

'বিপ্লবটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি একরকম ছিলাম। কিন্তু বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর আমি এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করলাম। রাজনীতি থেকে আমার কৌতূহল কমতে শুরু করল। আমি অন্য পথে ঘুরে গেলাম।'

'অন্য পথ?'

সে ইতস্তত করে বলল, 'মোস্তফা এটাকে আমার সৃজনশীল অতীতের নষ্টালজিয়া বলতে পছন্দ করে।'

ওসমান অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শিল্প আর মূলনীতির মাঝে কোনো বিরোধ আছে কি?'

ওমর বিরক্ত আর হতবুদ্ধি হয়ে উত্তর দিল, 'ব্যাপারটা খুব সহজ নয়।'

ওসমান হতাশ হল তার কথা শুনে।'আমি বুঝতে পারছি যে তুমি আর আগের মতো নও।'

জয়নাব আর ওয়ারদাও তার বিষয়ে একই কথা বলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলল, 'আমি স্বীকার করছি আমাকে নিয়ে তোমার আর উদ্বেগের কিছু নেই।' তারপর সে ওসমানের দিকে তাকিয়ে বেশ উৎফুল্লের সাথে বলল, 'এখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো অতীতকে ভুলে তুমি একটা নতুন জীবন শুরু করো।'

'আমি ভয় পাচ্ছি, কারণ যা অতীত হয়ে গেছে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো আমি কিছু পাব না ।'

'আমার অফিসটা এখন তোমারই। এখন তোমার শুধু দরকার শুরু করা।'

'আমি জানি না কিভাবে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো।'

'তার কোনো দরকার নেই। আমি সব সময়ই তোমার কাছে ঋণে আবদ্ধ।'

তারপর সে বেশ তরল গলায় বলল, 'কোনো সন্দেহ নেই যে তুমি জয়নাব আর মোস্তফা আর পরিবারের সবাইকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছ। চলো আজ রাতে আমার বাড়িতে একটা নৈশভোজ হয়ে যাক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোল.

নৈশভোজে চমৎকার সব খাবার, পানীয় আর সুন্দর সব স্মৃতি একত্র হয়েছিল। জয়নাব তার হাত ধরে অভিবাদন জানাল। জয়নাবের চোখ ভিজে উঠছিল। মোস্তফা তাকে দেখে বেশ উষ্ণভাবে আলিঙ্গন করল। আলিয়াকে এই প্রথম ওসমান দেখল। খাবার টেবিলে বাছিনা তার পাশে বসার পর ওসমান বাছিনার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল যে তার মা যখন ছোট্ট কিশোরী ছিল বাছিনা দেখতে ঠিক সে রকম।

তাকে যখন খাবার শুরু করতে বলা হলো সে বলল, 'এই সমস্ত খাবার চেখে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

তার পর সে বাছিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারা তোমাকে বলেছে যে আমি খুব পুরাতন একজন বন্ধু। এটা আসলে পুরোপুরি সত্য না। আংশিক সত্য। আসলে আমি পুরাতন বন্ধু যে মাত্র কয়েদখানা থেকে বের হয়ে এসেছে।'

বাছিনা এ কথায় মজা পেয়ে হাসল।

'হ্যা এটা সত্য আমি একজন পুরাতন বন্ধু। কিন্তু আমি একজন পুরাতন কয়েদিও বটে।'

এই সময় জয়নাব বাধা দিয়ে বলল, 'তাহলে বাছিনার এর সাথে সাথে এটাও জানা উচিত যে তুমি শুধু একজন কয়েদিই নও সাথে সাথে তুমি একজন রাজনৈতিক বীরও।'

বাছিনা তার দিকে খুব অবাক হয়ে তাকাল।

'বীর, আর অপরাধী। বিপরীত দুইটা নাম।'

ওমর তাকে বলল, 'ওসমান আমার খুব পুরাতন বন্ধু। এখন সে আমার ফার্মে আমারই একজন সহকর্মী। আমি অন্য কোনো সময় তার ব্যাপারে তোমাকে বিস্তারিত বলব। তুমি নিশ্চই এর মধ্যে রাজনৈতিক বন্দিদের বিষয়ে জেনেছ।'

'রাজা কি তোমাকে বন্দি করেছিল?' বাছিনা জিজ্ঞেস করল।

ঘরের পরিচারক ছেলেটি কিছু তুর্কি খাবার আর মটর সেদ্ধ তার প্লেটে রাখল।

ওসমান বলল, 'না পুরো সমাজ আমাকে বন্দি করেছিল।'

'তুমি কি এমন করেছিলে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রশ্নের উত্তর যখন সে দিল না তখন মোস্তফা হাসতে হাসতে বলল, 'সে একজন সমাজতন্ত্রবাদী।' মোস্তফা তার চোখটা একটু পিটপিট করে যোগ করল, 'সে বোমা নিয়ে খেলতে পছন্দ করে।'

বাছিনার সবুজ চোখ দুটি প্রশস্ত হয়ে গেল। জয়নাব কৌশলে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলল, 'বাছিনা কিন্তু কবি।'

ওসমান ওমরের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'এই পরিবারে কবিতা দেখি উত্তরাধিকারী সূত্রেই চলছে।'

মোস্তফা ওসমানকে সতর্ক করে বলল, 'বাছিনার কবিতায় কিন্তু রহস্যময় সত্তার প্রশংসায় রচিত।'

সবাই বেশ রসিকতার হালেই ছিল। কিন্তু ওসমান বেশ আদবের সাথেই বলল, 'আমি আশা করি তোমার কবিতা শুনে সেটা আমাকে আনন্দিত করবে।'

ওমর তার অস্বস্তিকে বেশ ভালভাবেই সামাল দিল। সে মুরগির একটা টুকরো নিতে নিতে মনে মনে ভাবল এটা যদি উড়তে পারত তাহলে তো এটাকে খাওয়ার টেবিলে আসতে হতো না। ওমর বেশ আনন্দের সাথে বাছিনা আর ওসমানের কথা বার্তাগুলো শুনছিল।

হঠাৎ করে বাছিনা জিজ্ঞেস করল, 'কয়েদি জীবন তুমি কিভাবে সহ্য করেছিলে।'

'এটা আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল। কারণ এ ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। এখান থেকেই আমি আরো ভালো পথটা চিনে নিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছি সমাজ আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেনি।'

সে হাসল। তারপর আবার বলল, 'আসলে কয়েদি জীবনেরও কিছু সুবিধা আছে। তবে সেখানে বন্দিদের জীবনের কোনো স্তর নেই।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমি যদি তোমার কবিতা পড়ে বুঝতে পারি তাহলে তুমিও আমার কথা বুঝতে পারবে।'

'তুমি কি বাবার কবিতা পড়েছ?'

'অবশ্যই।'

'কবিতাগুলো কি তোমার ভালো লেগেছে?'

ওমর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'খোদার দোহাই তোমরা যদি এভাবে কথা বলতেই থাকো তাহলে কিন্তু রাতের খাবার শেষ করতে পারবে না।'

কিন্তু ওসমান কথা চালিয়ে যেতে থাকল। মেয়েটার সাথে কথা বলতে তার খুব ভালো লাগছে।

'তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়বে?'

'বিজ্ঞান।'

'সাবাস। কিন্তু বিজ্ঞান কেন? যখন তুমি নিজেই একজন কবি ?'

জয়নাব বেশ গর্বের সাথে বলল, 'সে বিজ্ঞানেও খুব ভালো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাছিনা বলল, 'বিজ্ঞান পড়ার ব্যাপারে বাবার খুব আগ্রহ।'

ওসমান একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওমরের দিকে তাকাল। তারপর বাছিনার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'একদিন তুমি বুঝতে পারবে বিজ্ঞানই আসলে সব।'

'কিন্তু আমি কবিতাকে ছাড়তে চাই না।'

'কেনইবা তুমি সেটা করবে?'

'তুমি কত বছর জেলখানায় ছিলে?'

'প্রায় বিশ বছর।'

ওসমান বাছিনার অবাক হওয়া দেখে হাসল।

'সেখানে একজন লোককে আমি দেখেছি যে জেলখানা থেকে বের হয়ে আসতে চায় না। যখনই তার মুক্তির সময় কাছাকাছি চলে আসে তখনই সে কোনো একটা অপরাধ করে বসে শুধুমাত্র বন্দি জীবন দীর্ঘ করার জন্য।

'কি রকম পাগলামি এটা।'

'লোকজন তো প্রায় সময়ই নানা রকম পাগলামি করে থাকে।'

'তুমি কি তাকে খেতে দিবে না?' ওমর আবার বাছিনাকে বলল।

খাবার শেষ করে সবাই কফির জন্য বাইরে চলে গেল। কিন্তু বাছিনা আর ওসমান তাদের কথা চালিয়ে যেতে থাকল।

প্রায় দশটার দিকে মোস্তফার পরামর্শে তারা তিনজন পুরুষ বারান্দায় চলে গেল আর মেয়েরা গেল তাদের বসার ঘরে।

মোস্তফা এখন কি করছে সে বিষয়ে ওসমান জানতে চাইলে মোস্তফা বেশ খোলামেলাভাবেই তাকে সব বলল। কিন্তু ওসমান তাতে সন্তুষ্ট হলো না। মোস্তফা ওসমানকে জিজ্ঞেস করল, 'আমরাতো আমাদের অবস্থায় আছি এখন তুমি নিজেকে নিয়ে কি ভাবছ? কি করবে এখন?'

বাছিনা যেহেতু নেই তাই ওসমান স্বাভাবিকভাবে একটু উদাসীন হয়েই বলল, 'প্রথমেই আমি একজন আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করব।'

'ঠিক আছে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি তোমার মাথায় কোন বিষয়টা ঘুরপাক খাচ্ছে।'

'আমাকে এখন পরিস্থিতিটা ভালোভাবে দেখতে হবে।'

'তুমি যেটা ভালো মনে করো। আমাদের পুরাতন অবস্থার কিন্তু কোনোই প্রয়োজন নাই।'

'প্রয়োজন আছে।' ওসমান একটু অসহিষ্ণুভাবে বলল।

'আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম রাষ্ট্রতো এখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এটাইতো যথেষ্ট ঠিক না?'

ওমর বারান্দার বাইরে দূরে নীল নদের বয়ে যাওয়াটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। আকাশে আধখানা চাঁদ ঝুলে আছে।

ওসমান একটু তিক্ত স্বরে বলল, 'তুমি পরিবর্তিত হয়ে গেছ এর মানে কিন্তু এই নয় যে সত্য পরিবর্তন হয়ে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা যতটুকু উন্নত হয়েছি ততটুকু কিন্তু পরিবর্তিত হইনি।'

'তোমরা পেছনে পড়ে আছ।'

'দেশ নিঃসন্দেহে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

'হতে পারে। কিন্তু তোমরা পেছনে যাচ্ছ।'

ওমর তখনো চাঁদের দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। মোস্তফা একটু রসিকতা করে ওসমানকে বলল, 'তুমি তোমার জীবনে যা উৎসর্গ করেছ তাই নিয়ে কি এখনো সন্তুষ্ট নও।'

'সত্য কখনো পরিতৃপ্তকর হয় না।'

'প্রিয় বন্ধু এটা তোমার একার দায়িত্ব না।'

'মানুষ সে সামগ্রিকভাবেই মানবিকতা নিয়ে আছে। এছাড়া একা একা সে কিছুই না।'

মোস্তফা হাসতে হাসতে বলল, 'আমি যদি মোস্তফার বোঝাই বইতে না পারি তাহলে সমগ্র মানবজাতির বোঝা কিভাবে বইব।'

'কি আফসোস। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না তোমরা দুজন কি পরিমাণ অধঃপতনে গেছ।'

মোস্তফা খুব হাল্কাভাবেই আলোচনাটা নিয়েছে।

সে ওমরকে লক্ষ্য করে বলল, 'ঠিক আছে ওমরকে দেখ। সে এখন খুব খারাপ একটা সময় কাটাচ্ছে। কাজ সফলতা পরিবার কোনো কিছুই তার কাছে এখন ভালো লাগছে না।'

ওসমান জিজ্ঞাসু চোখে ওমরের দিকে তাকাল। কিন্তু ওমর তখনো নীল নদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মোস্তফা বলল, 'সে এখন নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

ওসমান বলল, 'হতে পারে সে নিজেকে হারিয়ে এসেছে সেটাকেই এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

তারপর সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকেই বলল, 'এই সব কিছুই একটা দার্শনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শেষ হতে পারে।'

মোস্তফা তার হাসিখুশি ভাবটা ফিরিয়ে আনতে আনতে বলল, 'আমি প্রায় সময়ই বিশ্বাস করি তার মধ্যে লেখালেখির গোপন যে সৃজনশীলতা আছে সে ওখানে ফিরে আসতে চায়। সে চেষ্টাও করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে খুব অদ্ভুত আনন্দ উল্লাসের কল্পনা করে।'

'তুমি কি আমাকে বিষয়টা একটু খোলামেলাভাবে বলবে?'

ওমর তাদের দুজনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা ছাড়ো তো। মনে করো এটা একটা অসুখ।'

ওসমান তীক্ষ্ণ চোখে ওমরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এটা সত্যিকার অর্থেই অসুখ। কারণ তুমি তোমার আগের সেই প্রাণোচ্ছলতা হারিয়েছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোস্তফা বলল, 'অথবা সে নিজে তার অস্তিত্বের খোঁজ করছে।'

'কিন্তু আমরা যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব নিয়ে সচেতন হব তখন ব্যক্তিগত বিষয় খুব অনর্থক হয়ে পড়বে।'

ওমর বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মনে করো যখন সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে তখন এই জাতীয় প্রশ্নের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে ।'

'কিন্তু এটাতো এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।'

সে তাদের দুজনার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর বলল, 'বিজ্ঞানীরা জীবন ও মৃত্যুর রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছে জ্ঞানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে, অসুস্থতা দিয়ে নয়।'

'এবং যদিও আমি কিন্তু কোনো বিজ্ঞানী নই।'

'তারপরেও তোমার কিন্তু উচিত হবে না শ্রমিকদের মুখের উপর কষ্ট আর যন্ত্রণার ধূলিকণা ছুঁড়ে মারতে।'

মোস্তফা বলল, 'তুমি আমাদের বন্ধুর দিকে বেশ শক্ত কিছু ভাষা নিক্ষেপ করলে যখন সে সত্যিকার অর্থেই কষ্টে আছে।'

'আমি দুঃখিত। আমি ভয় পাচ্ছি যে আমাকে সব সময় দুঃখিতই থাকতে হবে।'

ওমর জিজ্ঞেস করল, 'হার্ট কি আমাদের রক্ষা করত না যদি আমরা বিজ্ঞানী নাও হতাম?'

'হার্ট হলো একটা পাম্প যেটা নানা ধরনের টিস্যু শিরা উপশিরা দিয়ে কাজ করে। যদি তুমি সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য এটাকে দেখতে চাও তাহলে সেটা হবে একটা অলীক কল্পনা। হ্যা সত্যিকার অর্থেই আমি তোমাকে বুঝতে শুরু করেছি। তুমি একধরনের আনন্দ উল্লাস,বেঁচে থাকার উপকরণ খুঁজে বেড়াচ্ছ। অথবা যেটাকে বলা যায় তুমি একটা নিরেট সত্যকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছ। যেহেতু তুমি কোনো নির্দিষ্ট পথে এগুচ্ছ না সে জন্য হৃদয়ের কার্যকলাপ কি বোঝার চেষ্টা করছ। আমি তোমাকে বলি এতে তোমার জীবন বিপন্ন হবে সাথে সাথে আমার জীবনও বিপন্ন হবে, যে জীবন দীর্ঘদিন কয়েদখানায় কাটিয়ে এসেছে আর কোনো কিছুর জন্যই উৎসর্গিত হতে পারে নি। তুমি শুধু জ্ঞান, বির্তক, আর কাজ দিয়ে সত্যকে বের করার চেষ্টা করেছ।'

সে তো মরুভূমিতে সকাল হওয়া দেখেনি, কিংবা এমন কোনো পরমানন্দ পায়নি যেটা কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই আত্ম তৃপ্তি দিতে পারে।

পায়ের নিচে কোনো মাটি কিংবা ময়লা ছুঁড়ে মারার মতো পৃথিবীটাকে এত সহজে ছুঁড়ে মারা হয়নি।

মোস্তফা বলল, 'আমি বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞা দুটোতেই বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার কাছে কিছু কাসিদা কবিতা আছে যেটা ওমর লিখেছিল কবিতাকে সর্বশেষ নিক্ষেপ করার আগে। এখানেও সে প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।'

ওসমান নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে বলল, 'আমি এগুলো শুনতে চাচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওমর বাধা দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ততক্ষণে মোস্তফা লেখা কাগজগুলো খুলে পড়তে শুরু করেছে।

'যেহেতু আমি বাতাসের উপর খেলতে পারি না
আর বাস করতে পারি না দিগন্তরেখায়।
কোনো কিছুই আমাকে মুগ্ধ করে না শুধু নির্ঘুম রাত
আর এমন একটা গাছ যে শত ঝড়েও ভেঙে পড়ে না
এমন এক প্রাসাদ যা কখনো কেঁপে উঠে না।'

কবিতা পাঠের পর গভীর একটা নিরবতা নেমে আসল।

নিরবতা ভেঙে ওসমান কথা বলল, 'আমি অবশ্য এর কিছুই বুঝিনি।'

ওমর বলল, 'আমি কখনোই বলিনি এটা কবিতা। এটা এক ধরনের হেলুসিনেশন যখন আমি মানসিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত ছিলাম তখনকার।'

মোস্তফা বলল, 'কিন্তু আধুনিক শিল্পে এই ধরনের আন্দোলনই তো দেখা যাচ্ছে।'

ওসমান একটু অবজ্ঞার সুরে বলল, 'এটা হলো মৃত্যু পথযাত্রী কারো কান্নার আর্তস্বর।'

মোস্তফা বলল, 'এটা হয়তো সত্যি হতে পারে। কিন্তু পুরাতন শিল্পীদের মতো করে বলছি আমি এখানে একটা শিল্পগত সমস্যা দেখতে পাচ্ছি। সেটা হলো সবাই যে বিষয় নিয়ে কাজ করছে সেটার উপর বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে, আর তারা নতুন কোনো আঙ্গিক রূপ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'কেননা সে বিষয়বস্তু নিয়ে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে?'

'কেননা সে যাই পাচ্ছে অধিক ব্যবহারের কারণে সেগুলো ব্যর্থ মনে হচ্ছে ।'

তাদের কথা শুনে ওমর মনে মনে বলল আমি কেন এমন একটা আলোচনায় নিজেকে জড়িত করে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি যেখানে আমার কোনো আগ্রহই নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতেরো.

সকালটা ছিল নির্বাক।

নীলনদের তীর, কিংবা বারান্দা এমনকি মরুভূমিতেও সকালটা ছিল চুপচাপ নিরব। ভাঙা ভাঙা স্মৃতিগুলো প্রত্যক্ষদর্শীর মতো ঘুরে ফিরে কথা বলছে। লক্ষ্যহীনভাবে আকাশের দিকে তাকানো, অন্তরের পোড়া যন্ত্রণা আর এর চিৎকার শোনা, আশাহীনভাবে আকাশের বুকে চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

ঠাট্টাচ্ছলে কবিতা, মার্গারেটের সোনালী চুল, ওয়ারদার বাদামি চোখ আর জয়নাবের চার্চ ছেড়ে বেরিয়ে আসা এই সমস্ত ভাঙা স্মৃতি অস্পষ্ট ভূতের ছায়ার মতো মাথার ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মোস্তফা হাসছিল একটা কিছু নির্দেশ করে। আর ওসমান যেন হাজির হয়েছে নাস্তিবাদীর প্রচারক হিসেবে।

আমি কথা বলেছি ঘরের চেয়ারের সাথে, দেয়ালের সাথে, নক্ষত্র এবং অন্ধকারের সাথে। আমি শূন্যের সাথে তর্কবিতর্ক করেছি, আমি এমন কিছুর সাথে প্রেম করেছি যার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। আর সবশেষে আমি আনন্দ খুঁজে পেলাম আমার সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মধ্যে। যে নিয়ম দিয়ে পৃথিবী চলে এমনকি সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এর পরে আমি কিভাবে অফিসের ফাইল নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে পারি, অথবা ঘরের খরচপাতি নিয়ে আলোচনা করতে পারি, ভাবতে পারি।

আমি আমার ঘরের চার দেয়ালকে বলেছিলাম কি ভুলটাই করেছি এই বিরতি চুক্তি করে আর বাড়িতে ফিরে এসে।

আমি আমার বেড়ালটাকে বলেছি যে আমার পা চাটছিল, শোনো তোমার কথাই আমার আদেশের মতো। আমি আবেগে আর অনুভূতিপূর্ণ এই অস্থায়ী শরণার্থী আবাস ছেড়ে যাব যেটা সব সময় আমাকে বিরক্ত করছে আর বাধা দিচ্ছে।

কোন শান্তি নেই যদি না পিরামিডের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নাচানাচি করা যায়, কিংবা অনেক উঁচুতে ঝুলন্ত কোনো ব্রিজ থেকে লাফিয়ে নীল নদের একেবারে গভীরে পড়ে যাওয়া যায় রোম আগুনে পুড়ে গিয়েছিল তার প্রবল প্রেমানুভূতির কারণে। নিরোর জন্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবেই পৃথিবী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠছে আর আগ্নেয়গিরির লাভা বিদীর্ণ হয়ে ফেটে বের হচ্ছে।

ওয়ারদা একবার ফোন করে টেলিফোনে বলল, 'আমি অবাক হয়ে ভাবছি তুমি আমার গলার স্বরটা ভুলে গেছ।'

সে অনীহার সাথে বলল, 'হ্যালো ওয়ারদা।'

'তুমি কি বছরে একবারের জন্য হলেও আমাদের দেখতে আসবে না?'

'না। কিন্তু তুমি যখনই প্রয়োজন মনে করবে আমি তখনই তোমার সেবায় প্রস্তুত।'

'আমি কিন্তু তোমার সাথে হৃদয়ের গভীর থেকে কথা বলছি।'

'হৃদয়। ওটাতো একটা পাম্প যন্ত্র।'

উদ্বেগ আর বিষণ্নতা থেকে মুক্তি পেল দ্রুতগতিতে কায়রোর রাস্তাগুলোতে তার ক্যাডিলাক গাড়িটা চালিয়ে কিংবা ফাইউম, তানতা অথবা আলেকজান্দ্রিয়ায়।

প্রায় সময়ই সে সকালে কায়রো থেকে বের হয়ে যায় সারা রাত ঘুরেফিরে আসে তার পরের দিন। ঘুরতে ঘুরতে সে কখনো কোনো দোকানে সুরা পানের জন্য ঢুকে পড়ে, অথবা কারো জানাযায় গিয়ে অংশগ্রহণ করে যাকে সে চেনে না কিংবা সেও তাদের চেনে না। শেষ রাতের দিকে যখন ঘুমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন নিজের গাড়িতেই ঘুমিয়ে যায় কিংবা নীল নদের তীরে শুয়ে পড়ে। সকাল পর্যন্ত ঘুমায়।

একদিন সে অফিসে ফিরে দেখে ওসমান খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে।

অফিসের একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এই কয়দিন আপনি কোথায় ছিলেন?'

ওমর তাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'এমন জায়াগায় ছিলাম যার কোনো সীমা নেই।'

'আপনি অনেক ক্লান্ত। আমি অবাক হচ্ছি ভেবে যে আপনার কি হয়েছে।'

তার যন্ত্রণাপীড়িত মাথা তাকে নিজের উদ্বেগ আর সচেতনতা, ভয় থেকে মুক্ত করেছে। এমনকি ওসমান মুখোমুখি বসে আছে তাতেও কিছু মনে হচ্ছে না।

সে বলল, 'আমি ভাবছি কোনো পারমাণবিক বোমা ধ্বংস করে ফেলব। যদি ব্যর্থ হই তাহলে অন্তত আত্মহত্যা করব।'

ওসমান হাসল।

'কিন্তু তোমার অফিসের কি হবে?'

'তুমিতো আমার সাথে দীর্ঘ দিন ধরে আছ আমাকে বোঝার জন্য।'

'আমাকে বলো তুমি কি পরিকল্পনা করছ।'

সে বলল, 'যা আমি এর আগে করি নাই এখনই সময় কিছু একটা করার। আর সেটা হলো কোনো কিছুই না করা।'

'তুমি নিশ্চই ঠাট্টা করছ।'

'আমি কখনোই খুব বেশি সিরিয়াস ছিলাম না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওমরের এই ধরনের মনোভঙ্গি দেখে ওসমান তার গলার স্বর পাল্টে বলল, 'তুমি কি তোমার ডাক্তারের সাথে কথা বলেছ?'

'আমি কখনোই কারো সাথে কথা বলিনি এমন বিষয় নিয়ে যে বিষয়ে সে অজ্ঞ।'

ঘরের ভেতর জমাট একটা নিরবতা নেমে এল।

'হ্যা আইনপেশা করতে এসে কি তোমার শ্রম নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে?' ওমর চূড়ান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যা। কিন্তু আমি চিন্তাভাবনা করা বন্ধ করিনি।'

'তাহলে তুমিও দেশের নিরাপত্তায় আবার উদ্বেগের কারণ হবে।'

ওসমান হাসল। 'আমি দাবি করব না যে এটা ভালো।'

সত্যিকার অর্থেই তার আশেপাশে যা হচ্ছিল সেগুলো চুপচাপ শ্রবণ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠছিল। তাকে সব ছেড়ে দিতে হবে। তার স্নায়ু ছিল খুব উত্তেজিত। সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই সে একদিন জয়নাবকে বলল যে সে তার সমস্ত সহায় সম্পত্তির পুরো ক্ষমতা জয়নাবকে দিতে চায়। অফিসের দায়িত্ব থেকে সে মুক্তি চায়। সে তার কাঁধ থেকে পৃথিবীর সমস্ত বোঝা নামিয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর ছিল। জয়নাব তার এই আচরণকে একটা অসুখ বলে ধরে নিল। যদিও সে কিছুই বুঝছিল না। এমন কোনো মহিলা ছিল না যে ওমরকে বিশ্বাস করতে পারে।

জয়নাব তাকে কাকুতিমিনতি করে বলেছিল, 'ঠিক আছে আমরা তোমাকে একা থাকতে দেব। যদি তোমার কাজ করতে না ভালো লাগে তাহলে সেটা ছেড়ে দাও। যদি তোমার সৃজনশীল কাজ করতে ইচ্ছা জাগে তাহলে সেটা করো। কিন্তু আমাদের ছেড়ে যেও না। তোমার ছেলে মেয়ের দোহাই।'

তার কথাগুলো ওমরকে বেশ প্রভাব ফেলল। কিন্তু সে বলল অপরিহার্য ভাগ্যের মতো এই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার কোনো উপায় নেই।'

কথা শেষ হওয়ার পর জয়নাব বলল, 'মোস্তফা আমার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছে। অমি খুব দুঃখ পেয়েছি যে তুমি আমাদের কাছে যেটা লুকিয়েছ সেটা অনায়াসে মোস্তফার কাছে প্রকাশ করেছ। তোমার বর্তমান এই অবস্থায় তোমাকে দোষ দেয়া যাবে না। তোমার এই আত্মঅনুসন্ধান বিষয়টা আমি বুঝতে পারছি না। সে জন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমি বুঝতে পারছি না এর সাথে কিভাবে তোমার অফিস, পরিবার, ভবিষ্যৎ সব কিছু ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারটা জড়িত হল। তুমি তোমার ডাক্তারের সাথে আবার কেন সাক্ষাৎ করছ না?'

'এই জন্যই আমি তোমার সাথে খোলামেলা কথা বলতে পারি না।'

'কিন্তু তোমার এই অসুস্থতাটাতো কোনো লজ্জার কিছু না।'

'তুমি আমাকে পাগল মনে করছ।'

জয়নাব কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু সে খুব শান্তভাবেই আবার বলল, 'আমি যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি সেটাই আমাদের সবার জন্য মঙ্গল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়নাব বলল, 'ঠিক আছে তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। কিন্তু তোমার মানসিক আর শারীরিক সুস্থতার পর আবার ফিরে এসো।

'আমার মনে হয় আমাদের দুজনার মাঝে একটা স্থায়ী বিরতি করাটা সবচেয়ে ভালো হবে।'

এ কথা শুনে জয়নাব আবার কাঁদতে শুরু করল। কিন্তু ওমর বলল, 'আমি যদি তেমন কিছু না করি তাহলে হয় আমি পাগল হয়ে যাব না হয় আত্মহত্যা করব।'

জয়নাব দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বলল, 'বাছিনা এখন কচি খুকি নয়। তোমার উচিত তার কথা শোনা।'

ওমর চিৎকার করে বলল, 'আহ! আমার যন্ত্রণা আর বাড়িও না।'

সে কল্পনা করতে পারছে যে তার অসুস্থতা আর মানসিক সুস্থতা নিয়ে কি কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। হতে পারে এর চিকিৎসা সম্ভব।

সে প্রাণীর সাথে কথা বলেছে, তার চারপাশে যেসব বস্তু আছে তাদের সাথে কথা বলেছে। কখনো কখনো সে যখন দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়েছে তখন বাইরের পৃথিবীটা তার কাছে অনেকগুলো খণ্ডখণ্ড অংশ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে অণু পরমাণুতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সে তখন কেঁপে কেঁপে উঠেছে। তাকে থামতে হয়েছে। আবার কখনো কখনো সে যখন নীল নদের তীর ধরে হেঁটেছে, কিংবা কোনো গাছের নিচে বসেছে তখন তার কাছে মনে হয়েছে এরা জীবিত হয়ে উঠছে। এরা একটা একটা প্রতিকৃতি হয়ে তাদের সাথে তুলনা করে তার নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করছে। এইসব কিছু আসলে কিসের নির্দেশ দিচ্ছে?'

তার কাজ, পরিবার, বন্ধু সব কিছু ছেড়ে আসতে হয়েছে কেন?

তাকে সতর্ক হতে হবে আরো নয়তো সে কোনোদিন দেখবে নিজেকে মানসিক হাসপাতালে পড়ে আছে।

মোস্তফা আর ওসমান তাকে একদিন দেখতে আসল। সে বুঝতে পারল জয়নাব তাদের আসতে বলেছে। মোস্তফার প্রাণবন্ত হাসি তার উদ্বেগ কমাতে পারল না। ওমর নিজে তাদেরকে বিড়বিড় করে অভিবাদন জানালো। যখন হুইস্কি আসল তখন ওমর বন্ধুদের সম্মানে একটুখানি পান করল। তারা একটু অস্বস্তির সাথে ওমরের দিকে তাকাল। ভেতরে ওমরকে নিয়ে যে উদ্বেগটা ছিল সেটাকে ঢেকে রাখতে পারল না।

জয়নাব তাদেরকে অভিবাদন জানানোর জন্য এক মুহূর্তের জন্য হাজির হলো। কিন্তু সাথে সাথেই চলে যাওয়ার সময় আবার বলল, 'আমরা খুব সুখী পরিবার ছিলাম। এই লোকটাও খুব ভালো মানুষ ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই কি থেকে কি হয়ে গেল।'

জয়নাব এমনভাবে কথাগুলো বলছিল যে লুকানোর মতো কিছু ছিল না।

'যা শুনেছি এগুলো কি আসলেই সত্যি।' মোস্তফা জিজ্ঞেস করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু তার চুপ থাকার মনোভঙ্গি থেকেই বিষয়টার সত্যতা বোঝা যাচ্ছিল।

'তাহলে তুমি চলে যাচ্ছ।'

'হ্যা।' সে খুব তীব্রভাবে বলল।

'কোথায়?'

'কোথাও হয়তোবা।'

'কিন্তু কোথায়?'

ওমর চুপ থাকল। কোনো জায়গার যদি উদ্দেশ্যহীন কোনো সীমানা না থাকে তাহলে সেটা তো হলো কয়েদখানা।

মোস্তফা বোকার মতো অর্থহীন কিছু কথা বলে ফেলল।

'এখন আমাদেরকে একটা জঞ্জালের সিন্দুকের মধ্যে নিক্ষেপিত হতে হবে।'

সে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গতকাল বাছিনা কান্নাকাটি করেছিল। কিন্তু সে এই উত্তরটাই শুনেছিল।'

মোস্তফা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তোমার সাথে আমাদের বন্ধুত্ব কি শেষ হয়ে যাচ্ছে?'

'এটা হলো পৃথিবীর সব কিছুর সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়া।'

'তাহলেতো হৃদয় আর আত্মা দিয়ে তোমার জন্য আমাদের শোক করতে হবে।'

'আমি যে যন্ত্রণায় আছি সেটা আরো কঠিন।'

মোস্তফা জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোন উদ্দেশ্যে?'

সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'মাথা ঠুকে পাহাড় ভাঙার জন্যে।'

ওসমান বলল, 'আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মোস্তফা বলল, 'যাই ঘটুক না কেন তুমি আমাদের সাথে থাকতে পারো।'

'আমি অবশ্যই যাব।'

ওসমান ওমরের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি কি ডাক্তারের সাথে কথা বলোনি?'

সে বিরক্ত হয়ে বেশ তীব্রভাবে বলল, 'আমার কারো প্রয়োজন নেই।'

'তুমি একটা ভালো অবস্থানে আছো কোনো কিছুর জন্য এটা নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

'আসল কথা হলো আমি এখন কিছুই না।'

'মানুষের মাঝে থেকে একজন মানুষ ভালোভাবে চিন্তা করতে পারে না।'

'আমি কোনো কিছুই ভাবতে চাই না।'

'তাহলে তুমি কি করবে?'

সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমরা একে অপরকে কিছুতেই বুঝতে পারি না।'

'কিন্তু আমি নিশ্চিত তুমি ধ্বংস হওয়ার জন্য ঝাপ দিচ্ছ।'

'হতে পারে তুমি নিজেই তোমাকে ধ্বংসের দিকে ফেলে দিচ্ছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে ধ্বংসটাই যখন অপরিহার্য তখন ভালো হয় আমরা এক সাথেই সেদিকে আগাই।'

সে বেশ বিতৃষ্ণায় বলল, 'আমি কিছুতেই পিছনে তাকাতে চাই না।'

'যখন তুমি আসলে কোনো কিছুর জন্যই ছুটে বেড়াচ্ছ না।'

আহ মরুভূমিতে সকালের সেই অপূর্ব আনন্দ কি কিছুই না? তাহলে সত্য কি কোনো শূন্যের মাঝেই মিলিয়ে আছে। এই যন্ত্রণা কবে শেষ হবে?'

ওসমান বলল, 'ভেবে দেখ পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোকেরা যদি তোমার অনুসরণ করা শুরু করে তখন কি হবে?'

'বুদ্ধিমান লোকদেরকে এই পৃথিবীসহ তাদের নিজেদের বিষয়ে ভাবতে দাও।'

'কিন্তু তুমিওতো তাদের একজন।'

ওমর হাত দিয়ে তার কপালটা মুছে নিয়ে বিরক্তির সাথে বলল, 'আমার মাথাটা তোমার পায়ের নিচে ধরো।'

ওসমান বেশ দুঃখিত হয়ে বলল, 'এই ধরনের আলোচনায় কোনো লাভ নেই।'

'এটা শুধু নিস্ফলা চেষ্টা। এতে কোনো উপকার নেই। আগামীকাল তুমি আমাকে আর দেখবে না।'

মোস্তফা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে আমি তার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।'

সে তার চোখ দুটি নিচের দিকে রেখে বলল, 'তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় আমি যে কখনো বেঁচে ছিলাম সেটা ভুলে যাওয়া।'

মোস্তফা বলল, 'অনেক হয়েছে। আর সহ্য করতে পারছি না।'

ওসমানের চেহারাটা রাগ আর দুঃখে কঠিন হয়ে গেল। ওমর তার চেহারায় অপরিচিত এক উদাসীনতার মুখোশ ঝুলিয়ে দিল। সে যখন তাদের দিকে তাকাল তখন সবাইকে দুটো ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের গ্রুপ মনে হল। এর সাথে সাথে একটা সংঘাত তৈরী হলো। সে তাদের প্রতি ভালবাসা টের পেল। তার পরিবারের প্রতি ভালবাসা যেটা তার অন্তরের গভীরে গিয়ে প্রোথিত হয়েছে সেটা তাকে এত বেশি যন্ত্রণা দিতে লাগল যে সে আর সহ্য করতে পারল না। কিভাবে তার অন্তর সেই যন্ত্রণাকাতর বিজয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কিভাবে সেই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো.

যখনই তোমার অন্তর তার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল তখনই তুমি সময় এবং স্থানের সীমা ভেঙে বেরিয়ে গেলে। তোমার কাছে সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত আর চিরহরিৎ গাছ দিয়ে ঘেরাও করা ছোট্ট বাড়িটা অসহ্য মনে হলো। তুমি অপেক্ষা করছ সে দিনটা কখন আসবে যখন তোমার কাছ থেকে এই চিরহরিৎ গাছগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে, এবং রাতের এই ডালপালায় উদ্ভিদ আর পোকামাকড়ের ফিসফিসানি চুপ হয়ে যাবে। কবে সেই দিনটা আসবে যখন তোমার অতীত স্মৃতি কোনো ভাবেই তোমাকে পীড়াপীড়ি করবে না। কষ্ট দেবে না। ভারতীয় আর পারসী সংগীতগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তার স্থলে আসবে গোলাপ ফুলের আনন্দ নিয়ে সরাসরি অন্য ধরনের আনন্দ সুর। সকালের সেই উচ্ছলতা তোমাকে অজানা শক্তি দিয়ে আকাশের গম্বুজের সাথে বেঁধে রাখবে। সেখানে তোমার অন্তর ঘুম কি জিনিস বুঝবে না আবার জাগরণের কোনো অনুভূতি থাকবে না।

বাছিনা তার সামনে চিরসবুজ প্রাণবন্ত গাছের মতো দাঁড়াল। তার সবুজ চোখ দুটি বাগানের দিকে ফিরিয়ে গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যে পানির নালাটা প্রবাহিত হচ্ছে, তার সমানেই যে মাঠটা আছে সেদিকে তাকাল।

সে দাঁত চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শুধুমাত্র এই জন্য?'

বাছিনার উপস্থিতি তার চুলের ঢেউ কোমলতা তোমাকে কিছুটা নরম করল। তুমি বিড়বিড় করে বললে, 'কোনো কিছুর জন্যই না।'

'তুমি কি এই শূন্য জায়গায় একাকিত্বকে ভয় পাচ্ছ না?'

তুমি তার কানে কানে ফিসফিস করে বললে, 'জনতার ভীড়ের মাঝে একাকিত্ব আমাকে পীড়ন করে।'

সে এক কদম পিছনে গিয়ে বলল, 'গতকাল ওসমান বলেছিল...'

ওমর তাকে মৃদুভাবে বাধা দিল।

'প্রিয় কন্যা আমার তুমি কি এখনো বুঝতে পারোনি আমি কিছুই শুনতে চাই না। আমি বধির।'

বাছিনা কাঠের দরজা দিয়ে বাগানটা পেরিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ক্লান্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তারপর অন্ধকারের দিকে আমার চোখ দুটো খুললাম। এই স্বপ্নের একমাত্র অর্থ হতে পারে যে আমি জীবনের আহ্বান থেকে এখনো বের হতে পারিনি।

মোস্তফা গভীর আবেগে তোমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর খুব দুঃখী চোখে তোমার চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করল। তুমি লক্ষ্য করলে মোস্তফার চকচকে টাকে এখন ঘন কালো চুল চমকাচ্ছে।

'স্বাগতম। তুমি কিভাবে এটা জোগাড় করলে?'

সে অন্যরকম গুরুত্ব দিয়ে বলল, 'আমি সকালে পবিত্র কোরানের সব বরকতময় সুরাগুলো আবৃতি করেছি।'

উত্তর শুনে তুমি খুব বিস্মিত হলে।

'কবে থেকে তুমি স্রষ্টার পথ খুঁজে পেলে?'

'এই জায়গায় যখন থেকে তুমি পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন করলে।'

'তুমি কেন এসেছ?'

'তোমাকে এই কথাটা বলতে যে জয়নাব দশ জন পুরুষের শক্তি নিয়ে কাজ করছে।'

'আল্লাহ তাকে সাহায্য করুক ।'

সে ঘরের ভেতরে, বাগানে এবং মাঠটা ঘুরে ফিরে দেখল।

'কি একটা আইডিয়া! এই জায়াগটা হলো ভালবাসার ঘর কিংবা শিল্প সাহিত্যের স্থান।'

তুমি বললে, 'তাহলে তুমি এখানে ঠাট্টা মজা করার জন্য এসেছ।'

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমরা যখন থেকে প্রস্তর যুগের সন্তান তখন থেকেই ঠাট্টা রসিকতা করা ছাড়া আমাদের আর কি অবশিষ্ট আছে। কিন্তু আমিতো দেখতে পাচ্ছি তুমি হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ছ।'

তার কথা শুনে আমি একটু পিছনে এসে বললাম, 'তুমি কি বুঝতে পারছ না আমার সমস্ত অনুভূতিগুলো মরে গেছে?'

সে তার কাঁধটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে সাইপ্রাস গাছের উপর চড়ে বসল। তারপর সে দিগন্তের উপর চাঁদের কাছাকছি উঠে গেল। সেখানে সে একটা ঘন্টি হাতে নিয়ে বাজাতে থাকল। নানা রকমের পোকামাকড় গাছটা ঘিরে ধরে নাচানাচি করতে লাগল। চাঁদের আলোতে তার টেকো মাথাটা চকচক করতে লাগল।

আমি ব্যথাক্রান্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্ধকারে আমার চোখ দুটো মেললাম। এই ধরনের কল্পনার একমাত্র অর্থ হতে পারে যে আমি জীবনের আহ্বান থেকে এখনো বের হতে পারিনি। প্রায় সময়ই আমার জাগ্রত সময়গুলোতে আমি তোমাকে ভাবি। আর ভাবি যে এই সমস্ত অর্থহীন কল্পনা আমার ঘুমকে নিরাশ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতকাল সকালে আমি যখন বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম আর মাজনুনের কবিতা পাঠ করছিলাম তখন হঠাৎ করেই উত্তরের বেষ্টনী থেকে যেখানে একটা খাল বয়ে গেছে বেশ মোটা গলার একটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

'এই যে ভদ্রলোক বাড়িতে ঢোকার দরজা কই?'

সেদিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম ওসমান একটা মটর সাইকেলে বসে আছে। তার মটর সাইকেলটা বেশ অদ্ভুতভাবে সাজানো।

আমি বেশ অবঙ্কুসুলভ ভাবে বললাম, 'ভেতরে ঢুকো না।'

সে বেশ উল্লসিত হয়ে বলল, 'তুমি কি অলৌকিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে চাও না? আমি পুরো খালটা মটর সাইকেলে করে পার হয়েছি।'

'আমি কোনো অলৌকিকে বিশ্বাস করি না।'

ওসমান বেশ শব্দ করে হাসল।

'কিন্তু আমরাতো একটা অলৌকিক যুগেই বাস করছি।'

আমি এক পা এগিয়ে তাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি চাও?'

'আমি তোমার পরিবারের পক্ষ থেকে এসেছি।'

'আমার কোনো পরিবার নেই। তুমি কি জানো না আমাদের সত্যিকারের পরিবারের মূলত কিছুই না।'

সে ধমকের সুরে বলল, 'আমি তোমাকে একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে তাড়িয়ে বেড়াব।'

মটর সাইকেল স্টার্ট হওয়ার শব্দ শোনা গেল। তার পিছে পিছে এক দল কুকুরের ঘেউঘেউ শব্দ। আমি হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। অন্ধকারের দিকে আমার চোখ দুটি মেলে ধরলাম। এই স্বপ্নের একটাই অর্থ হতে পারে। আমি এখনো পলাতক হতে পারিনি। যাই হোক আমি প্রায় সময়ই আমার জাগ্রত সময়গুলোতে ভাবি এই সমস্ত অলীক কল্পনা আমার ঘুমকে নিরাশ.. ..।

আমি সারারাত বাগানের মাঝে কাটালাম। অন্ধকারে আমার সাথে কেউ ছিল না। আসমানের গম্বুজে তারকাগুলো মাথার উপর চিকিমিক করছিল। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম কবে আমার ইচ্ছাগুলো পরিপূর্ণ হবে। আমি চিৎকার করে উঠলাম। সেই চিৎকারে গাছের ফাঁকা জায়গাগুলো কেঁপে উঠল।

আমি সবকিছুকেই গালাগালি করলাম আবার কিছুই না-কেও তিরস্কার করলাম।

একটা তারকার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি বললাম, 'আমি দেখতে চাই।'

'তাহলে তাকাও।' তারকাটা ফিসফিস করে বলল।

আমি তাকিয়ে শুধুই শূন্যতা দেখলাম। কিন্তু আমিতো আকুলভাবে শুধু এই জিনিস দেখতে চাইনি।

'তাকাও।' সে আবার ফিসফিস করে বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অন্ধকারের দিকে তাকালাম। অন্ধকার থেকে একজন নগ্ন মানুষের প্রতিকৃতি বের হয়ে আসল। সে আদিম কালের হিংস্র মানুষ। তার দৃঢ় কাঁধ লম্বা চুল। তার হাতে যুদ্ধ করার জন্য পাথরের অস্ত্র। হঠাৎ করেই বিকট দর্শন একটা জন্তু বের হয়ে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। প্রাণীটাকে ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কোনো কুমিরের মতো। কিংবা না। এটা চারপায়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। মাথাটা মহিষের মতো। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হলো তাদের মাঝে। কিন্তু অবশেষে মানুষটা প্রাণিটাকে হত্যা করল। তার বুক মুখে রক্তের চিহ্ন। হাত দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। কিন্তু তার মুখে ছিল হাসি।

কিন্তু তুমি তো জানো এই ছবি দেখার জন্য আমি আকুলভাবে অপেক্ষা করিনি।

'তাকাও।' এটা আবার ফিসফিস করে বলল।

তখন অন্ধকারটা ফিকে হয়ে গেল। আর সেখানে বনের মাঝখানে পাহাড়ের নিচে একটা জায়াগা বের হয়ে আসল। পাহাড়ের অর্ধনগ্ন জনবসতির লোকেরা পাথুরে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকল। তাদেরকে বাধা দেয়ার জন্য বনের লোকেরাও প্রস্তুত। তারা একে অপরকে হত্যা করার জন্য চূড়ান্তভাবে মুখোমুখি হলো। তারা তুমুল যুদ্ধ করল। একে অপরকে হত্যা করল। রক্ত প্রবাহিত করল। তাদের আহতদের চিৎকারে বনের পশুরা কেউ গাছের উপরে কেউ গুহায় কেউ পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিল। অবশেষে পাহাড়ের লোকেরা বিজয়ী হয়ে বনের লোকগুলোকে বন্দি হিসেবে নিয়ে গেল।

নাহ। এই প্রতিচ্ছবিটাও আমি দেখতে চাইনি।

'তাকাও।' এটা আবার ফিসফিস করে বলল।

প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু হঠাৎ করেই আনন্দের একটা গমক আমার অন্তরকে পরিপূর্ণ করে ফেলল। এটা আচমকা এক ধরনের বিজয়ের আনন্দ। আমি অন্তরে মরুভূমির সেই সকালের প্রোজ্জ্বল আনন্দটুকু মনে করতে লাগলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম সেই কাঙ্ক্ষিত পরম আনন্দ তার সুর নিয়ে ঘনিয়ে আসছে। অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আরেকটা রূপ ধারণ করল। আস্তে আস্তে অন্ধকার কেটে কেমন আলোকিত হতে থাকল। আমার অন্তর এমনভাবে কাঁপছিল যে এই কম্পন আমি আগে কখনো অনুভব করিনি। আমি একটা তোড়া দেখতে পেলাম। কিন্তু সেটা কোনো গোলাপের তোড়া ছিল না। সেটা ছিল কতগুলো মানুষের মুখের ভিড়। আমি হতবাক হয়ে পড়লাম যখন মুখগুলি চিনতে শুরু করলাম। এতো জয়নাব, বাছিনা, সামির, জামিলা, ওসমান, মোস্তফা, ওয়ারদার মুখমণ্ডল। হঠাৎ করে আমি হতাশায় ভেঙে পড়লাম। তুমি তো জানো আমি আকুল আগ্রহে এটা দেখার জন্য বসে ছিলাম না। তাহলে কোথায় সেটা? কোথায়?

সময়ের সাথে সাথে খুব দ্রুত দৃশ্যপটগুলি পাল্টে যাচ্ছে। তারা আচমকা একটা হাস্যকর খেলা শুরু করল। জয়নাব আর ওয়ারদা তাদের মুখমণ্ডল একে অপরের সাথে পাল্টাপাল্টি করল। ওসমান মোস্তফার চকচকে টেকো মাথাটা তার নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথায় বসিয়ে নিল আর মোস্তফা আমার দিকে ওসমানের দু-চোখ দিয়ে তাকাল। হঠাৎ করে সামির মেঝেতে পড়ে ওসমানের মাথাটা নিজের মাথায় লাগিয়ে আমার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে লাগল। আমি আতঙ্কিত হয়ে সামির আর ওসমানের শংকর আকৃতি থেকে পালানোর জন্য দৌড় দিলাম। আমি যত দ্রুত দৌড়াই সেও তত দ্রুত আমাকে ধরতে চেষ্টা করল। আমি বাগানের উপর দিয়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে নালার পাশ দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু অবাধ্য পাগলা ষাড়ের মতো সেও আমার পিছু পিছু ছুটতে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতে আমার দম শেষ হয়ে যাওয়ার পর একেবারে নির্জীব হয়ে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আমি শুনতে পেলাম ভৌতিক সেই প্রতিমূর্তিগুলির পায়ের শব্দ।

শয়তান স্বপ্নগুলি নিয়ে খেলছে।

পরমানন্দ অভিশাপে পরিণত হয়েছে। আমি দীর্ঘক্ষণ সেখানে শুয়ে রইলাম। তার পর এক সময় মাথা তুলে চারদিকে তাকালাম।

দেখলাম সরু লম্বা একটা গাছ কবিতার লাইন আবৃত্তি করছে, একটা গাভী বলছে যে সে দুধের ব্যবসা দিবে কারণ এ দিয়ে সে রসায়ন গবেষণা করবে।

একটা সাপ তার জিভ আর বিষাক্ত দাঁত বের করে নাচছে, একটা শেয়াল মুরগি পাহাড়া দিচ্ছে, একটা গুবরে পোকা সুন্দর সুরেলা সুরে গান গাইতেছে, একটা কাঁকড়া বিছে একজন নার্সের পোশাক পরে আমার মুখোমুখি বসে আছে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে তাকালাম। এই স্বপ্নের একটাই অর্থ হতে পারে যে, ...

যাই হোক আমি প্রায় সময়ই তোমাকে ভাবি আমার জাগরণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ.

আমি ঘাসের উপর শুয়ে উপরে গাছের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। অন্ধকারে গাছের পাতাগুলো সকালের মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। আমি অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ করে আমি কয়েকটা পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তার পর ফিসফিস করে গলার স্বর।

'শুভ সকাল ওমর।'

একটা ভূত আমার পাশে এসে দাঁড়াল। এটা আরেকটা স্বপ্ন। কিন্তু এখন আমি আর কোনো কিছুই উপলব্ধি করতে পারছিলাম না। কোনো কিছুই দেখছিলাম না।

সে বলল, 'তোমাকে দেখার আশা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। তুমি এখানে কেন শুয়ে আছ। তুমি কি ভিজা স্যাঁতসেঁতে এই ঠাণ্ডাকে ভয় পাও না?'

সে ঘাসের উপর বসে আমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। আমি তার হাতটা ফিরিয়ে দিলাম।

'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না?' তুমি কি আমার গলার স্বর ভুলে গেছ?'

আমি যন্ত্রণাকাতর স্বরে বললাম, 'শয়তান কখনোই আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি।'

'তুমি কি বলছ ওমর? খোদার দোহাই তুমি আমার সাথে কথা বলো। আমি তোমাকে নিয়ে খুব ভয় পাচ্ছি।'

'তুমি কে?'

'কি আশ্চর্য! আমি ওসমান খলিল।'

'তুমি কি চাও?'

'আমি ওসমান। তুমি কি বুঝতে পারছ না। যা ঘটেছে সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া আমার কিছুতেই উচিত হবে না। '

আমি তাকে হাত দিয়ে ধরে বুঝতে চেষ্টা করলাম।

'কিন্তু এটাতো সমীরের শরীর নয়। তুমি কেন এই সময়ে এসেছ।'

'সমীর?... তুমি সত্যি সত্যিই আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।'

'কিন্তু আমিতো ভয় পাইনি। আর পাগলের মতো কাঁদছিও না।'

সে আমাকে স্পর্শ করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খোদার দোহাই বন্ধুর মতো তুমি আমার সাথে কথা বলো। তোমার বিষয়ে আমাকে আর হতাশ করো না।'

'এর মানে কি?'

'ওমর শোনো। আমি খুব বিপদে আছি। তারা আমাকে প্রত্যেকটা জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। যদি আমাকে খুঁজে পায় তাহলে আমি মরে যাব।'

'তাহলে তুমি এখন ফেরারী।'

'নিরাপদ সময়ে পর্যন্ত পালিয়ে যাবার আগে আমি তোমার এখানে লুকিয়ে থাকতে চাই।'

আমি তাকে কষ্টের সাথে বললাম, 'কিভাবে শয়তান জানে আমি এখানে ছিলাম।'

'আমরা প্রথম থেকেই তোমার এই জায়গাটার ব্যাপারে জানতাম। মোস্তফার মতো সাংবাদিকের পক্ষে এর খবর রাখা খুব কঠিন কিছু না। সে প্রায়ই এদিকে যাওয়াআসা করে। যারা তোমার জন্য খাবার আনানেওয়া করত সে তাদের দিয়ে তোমার উপর নজর রাখত। আমরা তোমাকে কিছুতেই বিরক্ত করতে চাই না।'

আমি বেশ উল্লসিত হয়ে বললাম, 'তারাই আমার আর তার চেহারার মাঝে প্রতিবন্ধক তৈরী করেছে।'

'গত দেড় বছর ধরে আমরা একবারও তোমাকে বিরক্ত করিনি।'

'যদি সমীরের মাথা তোমার মাথা দিয়েও পরিবর্তন করা হয় তাহলেও এতে আমার কিছুই যায় আসে না।'

সে খুব দুঃখের সাথে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওমর তোমার কি হয়েছে? না আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাই না যে তুমি আমাকে চিনতে পারোনি।'

'তুমি ইচ্ছা করলে বিশ্বাস করতে পার কিংবা না পারো।'

'ওমর আমার দিকে তাকাও। আমি তোমাকে কিছু সত্যি খবর দিব। আমি বাছিনাকে বিয়ে করেছি।'

'শয়তানকে সামনে যেতে দাও আর তার কৌশল নিয়ে খেলতে দাও।'

সে আমার সামনেই তার মুখে আঘাত করতে লাগল।

'আমাদের বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা বিয়ে করেছি। কারণ আমরা একে অপরকে ভালবাসি। আর এখন তার পেটে নতুন একটা জীবন। আমার সন্তান তোমার নাতিন।'

'তোমরা দুজনেই আমার সন্তান এবং আমার শত্রু।'

'এই ভয়ংকর সংবাদটা এখনো তোমাকে সজাগ করছে না?'

'সাপ যেভাবে তার বিষাক্ত দাঁত বের করে আর নাঁচতে থাকে।'

'কি সর্বনাশ!'

'এটাতো আমি সব সময় বলি। কিন্তু কেউ তো কোনো প্রতিউত্তর করে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে আমার কাঁধে মোলায়েমভাবে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'ওমর তুমি ফিরে আসো। আমি এখনই পালিয়ে যাচ্ছি। তারা আমার জন্য হয়তো এখানে চলে আসবে। তারা তোমার অফিস সার্চ করেছে। হয়তো তোমাকে এর সাথে জড়িয়ে ফেলবে। ফিরে যাও ওমর আর তোমার স্বচ্ছতাকে প্রমাণ করো। তোমার পরিবারের প্রতি যত্ন নাও। তোমাকে তাদের খুব দরকার। বাছিনা মা হতে যাচ্ছে, আর সে আমাকে আর কখনো দেখতে পাবে না। ... ...'

'আমিও তাকে কখনো দেখি নাই।'

'তুমি কি মোটেই বুঝতে চেষ্টা করছ না।'

'আমি তো প্রতিদিন দশবারেরও বেশি সময় মারা যাই শুধু বোঝার জন্য। কই আমিতো বুঝতে পারি না।'

'তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করেছি। আর এখন আমাকে অবশ্যই পালাতে হবে নয়তো মরতে হবে।'

'ক্লান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত দৌড়াও। তারপর তুমি গুবরে পোকার মধুর গান শুনতে পাবে।'

'কি ভয়াবহ সর্বনাশ।'

সে আমাকে বেশ শক্তভাবে ঝাঁকি দিয়ে বেশ ক্রোধের সাথে বলল, 'এই জেগে উঠো। এটা হেলুসিনেশনের সময় না। আমি যাওয়ার আগে অবশ্যই তোমাকে সব কিছু বুঝিয়ে ছাড়ব।'

'চলে যাও। আমার স্বপ্নের শুদ্ধতাকে নষ্ট করো না।'

'কি দুর্ভাগ্য! ওমর তুমি কি করেছ নিজেকে?'

'শয়তান আমাকে হতাশ করেছে।'

'ওমর তোমাকে অবশ্যই জাগতে হবে। তোমার পরিবার বিপদে আছে। তোমাকে যদি কোনো ভাবে সন্দেহ করে তাহলে তারা অন্যায়ভাবে সব সুবিধা গ্রহণ করার চেষ্টা করবে। আমি নিজেকে নিয়ে মোটেই ভয় পাচ্ছি না। এটা ধ্বংস হয়ে যাক। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে হবে।'

'তুমি জাহান্নামে যাও।'

সে আবারো আমাকে একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমি অবশ্যই পালিয়ে যাব। কিন্তু তোমাকেও ফিরে যেতেই হবে।'

'তোমার নিজের চোখে আমার বিজয় দেখার জন্য এখানে থেকে যাও ।'

ওসমান হতাশ হয়ে ওমরের মাথাটা ঝাঁকাল।

'কি অপদার্থ তুমি। তুমি তোমার সমস্ত ক্ষমতা এমন একটা বিষয় সন্ধান করতে গিয়ে নষ্ট করে ফেললে যার কোনো অস্তিত্বই নেই।'

'কখন তুমি বুঝতে পারলে যে তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই?'

লোকটা দাঁড়িয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর বলল, 'আমি বিশ্বাস করলাম যে তুমি আমাকে হতাশ করলে। যদিও হতাশা শব্দটা আমার অভিধানে নাই।'

'শয়তান এখানে হতাশ করেছে..।'

ভূতটা অন্ধকারে হারিয়ে গেল চিন্তিত হয়ে এই কথা বলতে বলতে যে, 'পুরানো সংগ্রামী বন্ধু বিদায়।'

রাতটা আরেকবার আসল। চাঁদটাও ফিরে আসল। সে বলতে লাগল, 'তারা আসছে। আমি জানি না কত দ্রুত তারা আমাকে খুঁজে পাবে।'

সে আবার বাগানের ভেতর দিয়ে পশ্চিমের দেয়ালের দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু মাঝপথেই হাট করে পড়ে গেল। আবার ফিরে আসল। পাগলের মতো বলতে লাগল, 'আমি অবরুদ্ধ।'

সে আবার ছোট্ট ঘরের দিকে দৌড়ে গেল আমি তখন আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার এই শান্ত পরিবেশ কিছু চিৎকার দিয়ে বিঘ্নিত হচ্ছিল।

'আত্মসমর্পণ করো ওসমান খলিল। তোমাকে সব দিক দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।'

আমি কোনো উত্তর শুনতে পেলাম না। গলার স্বর লক্ষ্য করে আমি সেদিকে তাকালাম। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না।

'শয়তান অহেতুক খেলা করছে। কিন্তু আমি তো বন্দি নই। বরং আমি তো মুক্ত স্বাধীন।'

বেষ্টনীর চারপাশ দিয়ে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আস্তে ধীরে সেগুলো আরো কাছে আসছে। তাদের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'প্রতিরোধের কোনো অর্থ নেই। এটা কোনো কাজে আসবে না।'

লুকিয়ে থাকা লোকটা কোনো উত্তর দিল না।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'সব কিছুর মধ্যেই অর্থ আছে।'

হঠাৎ করেই তীব্র আলোতে ঘরটা ভেসে গেল। চারদিক থেকে গলার স্বর শোনা গেল।

'ওসমান আত্মসমর্পণ করো। তোমার হাত উঁচা করে বের হয়ে আস।'

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বললাম, 'কখন এই আজেবাজে গলার স্বর গুলো আমাকে একা থাকতে দেবে।

ভয়ংকর সেই স্বরটা বলল, 'তুমি কি কোনো ব্যর্থ বিদ্রোহীকে দেখেছ?'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই ব্যর্থ না।'

দৌড়ে যাওয়া পায়ের শব্দগুলো বাড়ির পিছনে গেল। তারপর তারা বের হয়ে আসল।

'কাজ শেষ হয়েছে। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হ্যা কাজ শেষ।'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'কোনো কিছুরই শেষ নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো অনেকগুলো ভৌতিক প্রতিমূর্তি বাগান থেকে ঘরের দিকে দৌড়ে গেল।

তাদের মধ্য থেকে একজন আমার পায়ের ধাক্কায় মাটিতে পড়তে পড়তে বলল, 'সাবধান! এখানে আরো কয়েকজন আছে।'

আমি এই সময় বন্দুকের গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আমি সাথে সাথে যন্ত্রণায় কাতরে উঠলাম। এটা সত্যিকার অর্থেই একটা ব্যথার অনুভূতি, শয়তান যে অনুভূতিগুলি তৈরী করছিল তার চেয়ে।

আমি যন্ত্রণায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার চোখ দুটি মেলে তাকালাম। এই স্বপ্নের একটা অর্থই হতে পারে যে আমি দায়মুক্ত হতে পারিনি। যখন আমি জেগে থাকব তখন কেন আমি তোমাকে নিয়ে ভাবব যদিও এই কল্পনা আমার ঘুমকে তাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু দাঁড়াও! আমি এখন কোথায়? নক্ষত্রেরা কোথায়? বাগানের ঘাসগুলো কই, কোথায় চিরহরিৎ সাইপ্রাস গাছ।

একটা গাড়ি ছুটে চলছে। তার মধ্যে লম্বা একটা বিছানায় আমি শুয়ে আছি। এর পাশে একজন লোক বসা। গাড়ির অপর পাশে আমার মুখোমুখি ওসমান দুইজন লোকের মাঝখানে বসে আছে। কোনো সন্দেহ নেই আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু আমার কাধের মাঝে তীব্র ব্যথার জন্য মাঝে মাঝে আমি ককিয়ে উঠছি।

'বুলেট তার কণ্ঠার হাড়ে লেগেছে। তবে আঘাত তত গুরুতর নয়। সে বিপদমুক্ত। '

এই ধরনের স্বপ্নের অর্থ কি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

আমার কাঁধের ব্যথাটা কখন কমবে। কখন শয়তান আর তার সঙ্গীরা চলে যাবে। আমার স্বপ্ন থেকে কখন এই পৃথিবীটা অদৃশ্য হয়ে যাবে। আমি আবারো ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম।

একটা গলার স্বর বলল, 'ধৈর্য ধরুন।'

আমি প্রতিবাদের স্বরে বললাম, 'সরে যাও, আমি নক্ষত্র দেখব।'

'আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন।'

আমি একগুয়েমি করে বললাম, 'আমি যখন তোমাদের পরাজিত করব তখনই সুস্থ হবো।'

'আপনি শান্ত হোন। ডাক্তার এখনই আপনাকে দেখবে।'

'আমার কারো প্রয়োজন নেই।'

'কথা বলে নিজেকে দুর্বল করবেন না।'

আমি জোর দিয়ে বলতে থাকলাম, 'উইলো বৃক্ষ কথা বলে, সাপেরা নেচে বেড়ায়, আর গুবরে পোকাগুলো গান গায়।'

সে খুব নিচু স্বরে নিজের সাথেই কথা বলতে থাকল। সে তার চোখ বন্ধ করে ফেলল। কিন্তু ব্যথাটা ঠিকই রয়ে গেল।

কখন সে নিজেকে দেখতে পাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই জন্যই কি সে পৃথিবীটা ছাড়তে পারেনি।

তার একটা অনুভূতি ছিল যে তার অন্তরটা বাস্তবেই আন্দোলিত হচ্ছে, স্বপ্ন বা কল্পনায় নয়। আর সেটাই তাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনল।

সে নিজেকে খুঁজে পেল যে কিনা কবিতার একটা লাইন মনে করার চেষ্টা করছে। কখন সে এটা পড়েছে ? আর এটা কোন কবির?

আশ্চর্য স্বচ্ছতায় কবিতার লাইনগুলি তার চেতনায় আসতে লাগল।

'তুমি যদি সত্যিই আমাকে চেয়ে থাকো
তাহলে কেন আমাকে ছেড়ে চলে যাও দূরে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যানা, হ্যানা ও জোহ্যানা

তিন প্রজন্মের সুইডিশ নারীদের জীবন-কথা। যা প্রত্যেকটি নারীরই পড়া উচিত।

মূল : **মারিয়ান্নি ফ্রেড্রিকসন**

অনুবাদ : জাকির তালুকদার

স্টকহোম ১৯৯০ : অ্যানা হাসপাতালে শয্যাশায়ী মাকে দেখে ফিরে এসেছে। বিষণ্ন, নিদ্রাহীন। পৈত্রিক বাড়িতে সে বিক্ষিপ্তভাবে খুঁজছিল তার শৈশবকে। একপাশে ঠেস দিয়ে রাখা আলমারির দেরাজ থেকে সে খুঁজে পেল তার নানী, হ্যানার একটি বিবর্ণ ফটোগ্রাফ। তার স্মৃতিতে নানী হচ্ছে একজন ভীতিপ্রদ বৃদ্ধা, যে নিজেকে সবসময় মোটা কালো পোশাকে আবৃত করে রাখত। কিন্তু এই মুহূর্তে ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখে অ্যানা এই ছবির মাধ্যমে যেন নিজেকেই পুনরাবিষ্কার করল, বুঝতে পারল ছবিতে যাকে দেখছে সে তার স্মৃতির মহিলা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একজন।

হ্যানা : পারিবারিক কিংবদন্তীর প্রতীক। অ্যানা একথা তার মাকে বলতে শুনেছে। বিস্ময়কর শক্তির অধিকারিণী, যে নিজের পিঠে পঞ্চাশ কিলো আটার বস্তা নিয়ে ষাট মাইল হেঁটে যেতে পারত। কিন্তু অ্যানা জানত না সেই পরিপ্রেক্ষিতের কথা, যখন শতাব্দীর ক্লান্তি লগ্নে গ্রামীণ সুইডেনে যে অকল্পনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে হ্যানা বেড়ে উঠেছিল। কীভাবে বয়ঃসন্ধিকালে তাকে পাঠানো হয়েছিল পার্শ্ববর্তী খামারে কাজ করতে, কীভাবে সেখানে সে তার সম্পর্কিত ভাইয়ের দ্বারা নির্মমভাবে ধর্ষিতা হয়েছিল এবং কীভাবে এই ভীতিকর অভিজ্ঞতা তার মনের গভীরে পুরুষ জাতির প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বুনে দিয়েছিল, এই অবিশ্বাস মা থেকে বাহিত হয়েছিল কন্যাতে। এমন কি নাতনিতেও...।

'অ্যানা, হ্যানা ও জোহ্যানা' উপন্যাসটি শুধু তিনজন সুইডিশ রমণীর জীবন-কথা নয়, তিন প্রজন্মের সুইডিশ নারীদের জীবন। এটি একটি ভুলে যাওয়া সম্পর্কের জীবন্ত দলিল, একটি স্মৃতিচারণ যার মাধ্যমে পরিপূর্ণ জাতির ছবি ফুটে উঠেছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি রীতিনীতি এবং ঐতিহাসিক বিপর্যয়সমেত। যা প্রত্যেকটি নারীরই পড়া উচিত। পাঠক রুদ্ধশ্বাসে তিন রমণীর জীবনকে অনুসরণ করে, অনুসরণ করে তাদের গন্তব্যকে।

নর্ডিক 'ওয়াইল্ড সোয়ান্‌স' নামে আখ্যায়িত মারিয়ান্নি ফ্রেড্রিকসনের এই উপন্যাসটি অনূদিত হয়েছে বাংলা ভাষাসহ (সারা বিশ্বে বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে বাজারজাত করার লাইসেন্স পেয়েছে বুক ক্লাব) আটাশটি ভাষায় এবং স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায়।

'অ্যানা, হ্যানা ও জোহ্যানা' উপন্যাসটির জন্য মারিয়ান্নি ফ্রেড্রিকসন ১৯৯৪ সালে 'অনার অব দ্য ইয়ার' এবং 'বুক অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৮ সালে সারা বছর জুড়ে দশটি বেস্টসেলারের তালিকায় অন্যতম গ্রন্থ ছিল 'অ্যানা, হ্যানা ও জোহ্যানা'।

আপনার নিকটস্থ বুকস্টলে খোঁজ করুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~